স্মৃতির সৌরভ

শ্রীশান্তা দেবী

প্রবাসী কার্য্যালয়
কলিকাতা
১৩২৫

২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভুমিকা

এই পুস্তকখানি জর্জ্ এলিয়ট প্রণীত Scenes of Clerical Life গ্রন্থের একটি গল্পের অনুবাদ।

ইহাতে উল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণের নাম ও পরিচয় নীচে দেওয়া হইল।

স্যর ক্রিষ্টফার শেভারেল—	ইংরেজ জমিদার
লেডি শেভারেল (হেন্‌রিয়েটা)—	জমিদার-পত্নী
মিস্ ক্যাটেরিনা সার্টি (টিনা)—	জমিদারের পালিতা ইতালীয় বালিকা
মিঃ মেনার্ড গিল্‌ফিল্—	শেভারেল পরিবারের গৃহপুরোহিত ; জমিদারের পালিত যুবক।
কাপ্তেন অ্যাণ্টনি উইব্রো—	জমিদারের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী।
মিস্ বিয়েট্রিস্ আশার—	অ্যাণ্টনির বাগ্‌দত্তা।
লেডি আশার—	মিস্ আশারের জননী।
মিসেস শার্প (শার্পগিন্নি)—	টিনার ধাত্রী ও জমিদার-পত্নীর ঝি।
মিঃ বেট্‌স্—	বাগানের মালী।

স্মৃতির সৌরভ

একের পরিচ্ছেদ।

শেপার্টন গ্রামের বুড়ো পুরোহিত মিঃ গিল্‌ফিল্‌ মারা গিয়াছেন ত্রিশবৎসর আগে। তাঁহার মৃত্যুর সময় শেপার্টনের সারা গ্রামে শোকের ছাপ পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল একটি ভাগিনেয়। গির্জ্জার বেদীর চারিদিকে কালো কাপড় টাঙাইয়া দিবার বন্দোবস্তটা সে-ই করিয়াছিল। না করিলেই যে শ্রাদ্ধের দিনের এই শ্রদ্ধার নিদর্শনটুকু বাদ পড়িত, তাহা নয়। গ্রামের লোকে নিজেদের পকেট হইতে চাঁদা তুলিয়াই সে কাজটা নিশ্চয়ই চালাইয়া দিত। চাষীদের বাড়ীর বৌ-ঝিরা পর্য্যন্ত সকলেই সেবার নিজেদের শোকচিহ্ন কালো রঙের কাপড়গুলো বাক্সের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছিল। মিঃ গিল্‌ফিল্‌ মারা যাইবার পরের রবিবারেই জেনিংস-গিন্নি যখন গোলাপী ফিতে আর সবুজ শালের বাহার দিয়া গির্জ্জায় আসিয়া হাজির হইলেন তখন ত সারাগ্রামে ছি-ছি পড়িয়া গেল। জেনিংস-গিন্নি অবশ্য এ গ্রামে অল্পদিনই বাস করিতেছেন, তিনি শহরে মেয়ে, তাঁর যে ভালমন্দ জ্ঞান কম হইবে সে ত জানা কথা। তবে হিগিন্স-গৃহিণী প্যারট-গিন্নির কানে-কানে যে-কথাটা বলিলেন সেটা নেহাৎ ফেল্‌না নয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "কর্ত্তাটির ত বাপু এই গাঁয়েই জন্ম, তিনি একটু বুদ্ধি দিলেই ত পার্‌তেন।" শোকচিহ্ন ধারণ করিতে যাহারা ইতস্ততঃ করে,

যেন খুলিয়া ফেলিতে পারিলেই বাঁচে, হিগিন্স-গৃহিণীর মতে তাহারা বড়ই ছ্যাব্‌লা, লোকগুলোর যেন কি রকম ধরণ; কিসে যে কি করিতে হয় সে বুদ্ধি বিবেচনাটুকু মোটেই নাই।

তিনি বলিলেন "কতকগুলো যে লোক আছে, রং-চং পরে বাহার না দিলে যেন তাদের পেটের ভাত হজম হয় না। আমাদের গুষ্ঠিতে বাপু ওরকম ঢং কোনোদিন দেখিনি। এই বলি শোন, প্যারট-গিন্নি, আমার বিয়ের বছর থেকে আর এই ন বছর হল কত্তার কাল হয়েছে, এই এত দিনের মধ্যে একটানা দুবছরও আমি কালো পোষাক তুলে রাখ্‌তে পাইনি।"

প্যারট-গিন্নি মনে-মনে জানিতেন যে এবিষয়ে তাঁহাকে হার মানিতেই হইবে, কাজেই তিনি বলিলেন, "তোমাদের বাড়ীর মত এত মরণও কিন্তু আর কোনো বাড়ীতে দেখি না।"

হিগিন্স-গিন্নির বয়স হইয়াছে, বিধবা হইলেও টাকাকড়ির সংস্থান আছে। প্যারট-গিন্নির কথাটা তাঁহার খাঁটি বলিয়াই বোধ হইল। তিনি একটু খুসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্যারট-গিন্নির আত্মীয়কুটুম্বদের বাড়ীতে মুখ বড় করিয়া বলিবার মতন ঘটার শ্রাদ্ধ বোধহয় কোন পুরুষেই হয় নাই, তা' ওকথা না বলিয়া আর উপায় কি?

ফ্রিপ-বুড়ীকে দেখিলে মনে হইত যেন একটি সচল আঁস্তাকুড়। সে কোনোদিনই গির্জ্জার ধার ধারিত না। সেদিন কিন্তু সেও হ্যাকিট-গৃহিণীর কাছে একটুক্‌রা কালো-কাপড় চাহিয়া টুপিতে গাঁথিয়া বেদীর সাম্‌নে একটা প্রণাম ঠুকিয়া আসিয়াছিল। মিঃ গিল্‌ফিলের প্রতি ফ্রিপ-বুড়ীর এত সম্মান দেখানোর যে কোন আধ্যাত্মিক কারণ ছিল তাহা নয়। কয়েক বৎসর আগের একটা কোনো বিশেষ ঘটনাকে স্মরণ করিয়াই সে এই শ্রদ্ধাটুকু দান করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ঘটনাটি

ঘটিবার পরেও বুড়ীর ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রতি কোনো টান দেখা যায় নাই। ফ্রিপ-বুড়ী জোঁকের ব্যবসায় করিত; তাহার জোঁকগুলির ক্ষুধার বড়ই কম্‌তি দেখা যাইত বলিয়া সেগুলির বিশেষ কাট্‌তি না থাকিলেও বুড়ীর রোজ্‌গারের অন্য উপায় ছিল। গ্রামের লোকে বলিত জোঁক ধরাইতে বুড়ী খুব ওস্তাদ। নিতান্ত বেয়াড়া নারাজ জোঁকগুলোকেও সে ঠিক ধরাইয়া দিতে পারিত। কাজেই বেতো রোগীরা মিঃ পিল্‌গ্রিমের ডাক্তারখানা হইতে তাজা-তাজা জোঁক আনিলেও গায়ে ধরাইয়া দিবার কাজটা ফ্রিপ-বুড়ীরই মৌরুসি-পাট্টা করা ছিল। সুতরাং তাহার বিষয়-সম্পত্তি হইতে যে দুই চার পয়সা আয় হইত, তাহার উপর ইহাও কিঞ্চিৎ যোগ দিত। লোকে বলিত, এই ব্যবসায়ে বুড়ী বেশ দশটাকা ঘরে আনে। ইহার উপর তাহার আর-এক কাজ, পাড়ার উদর-সর্ব্বস্ব উড়ুন্দুড়ে ছেলেদের দুনো দামে চিনির মিঠাই জোগান দেওয়া। এত-রকমে দু'হাতে টাকা লুটিয়াও বেহায়া বুড়ী লোকের কাছে দুঃখের কাঁদুনি গাহিতে ছাড়িত না; হ্যাকিট-গিন্নির কাছে কাপড়ের টুক্‌রা চাহিতে তাহার একবিন্দু চক্ষুলজ্জাও হইল না। হ্যাকিট-গৃহিণী বলিতেন, "বুড়ীর মত মিথ্যাবাদী দুনিয়ায় আর দুটি মেলে না, কৃপণের ত একশেষ, ধর্ম্মকর্ম্মের সঙ্গেও খোঁজ নেই।" তবে কিনা হাজার হউক পাড়া-পড়শী ত বটে, কাজেই একটু টান থাকে।

তাহার নামে বলিতেও তিনি কিছু কসুর করিতেন না। "চায়ের শিটে পাতাগুলো চাইতে বেহায়া বুড়ীর মুখে একটুও বাধে না। আমি তাই, দিয়ে মরি। এদিকে ত ঘরের মেজে মুছ্‌তে ঝি রোজই চায়ের শিটে চাইছে।"

একদিন রবিবার সন্ধ্যার পর মিষ্টার গিল্‌ফিল্ ঘোড়ায় চড়িয়া নেব্‌লির গির্জ্জা হইতে ফিরিতেছিলেন। সেদিন বেশ গরম। আসিতে-আসিতে

পথে দেখিলেন ফ্রিপ-বুড়ী তাহার কুঁড়ের কাছে একটা শুক্‌নো ডোবার ধারে বসিয়া আছে। তাহার পাশে একটা মস্ত বড় শূয়োর। সেটা বুড়ীর কোলের উপর মাথা রাখিয়া এমন নিশ্চিন্ত মনে আরামে পড়িয়া আছে যেন কতকালের প্রাণের বন্ধু। আনন্দটা জানাইবার জন্য থাকিয়া-থাকিয়া ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করিতেছে।

পাদ্রী-সাহেব বলিলেন, "কিগো ফ্রিপগিন্নি, খাসা শূয়োরটি ত তোমার। বড়দিনের সময় দিব্যি ভোজ হবে এখন।"

"ওগো, সে কি কথা! জন্মেও যদি আর মাংস না খাই তবু আমি ওকে প্রাণ ধরে মার্‌তে পার্‌ব না। দুবছর আগে আমার বাছা যেদিন ওকে এনে দিল, সে দিন থেকে আজ অবধি ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে রয়েছে।"

"ওকে পুষ্‌তে গিয়ে যে তুমি সব খোয়াবে। চিরকাল ধরে শুধু-শুধু একটা শূয়োরের পেছনে টাকা ঢাল্‌বে কি বলে?"

"না, না, বুনো গাছগাছ্‌ড়া উপ্‌ড়ে ও নিজেই নিজের খাবার কিছু-কিছু জুটিয়ে নেয়। আর ওর জন্যে একটু-আধটু খরচ কর্‌তে আমার গায়ে লাগে না। তা ছাড়া ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে সারাক্ষণ ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, কথা কইলে সাড়া দেয়, ঠিক যেন মানুষটি।"

মিঃ গিল্‌ফিল্‌ হাসিলেন। ফ্রিপবুড়ীর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা না করিয়াই পাদ্রী-সাহেব বিদায় লইলেন। এবং তাহার বদলে পরদিন চাকরের হাতে তাহাকে এক-টুক্‌রা শূয়োরের মাংস পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন ফ্রিপগিন্নিকে তিনি ভবিষ্যতে আবার শূয়োরের মাংস চাখিতে দিবেন। সেই কথা মনে করিয়াই মিঃ গিল্‌ফিলের মৃত্যুতে বুড়ী ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের উপর শোকচিহ্ন পরিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দিয়া আসিল।

পাঠকেরা বোধ হয় ইতিমধ্যেই পাদ্রী-সাহেবের পাদ্রীগিরির খুঁৎ ধরিতে সুরু করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটা কথা ঠিক বলা যায় যে তিনি পাদ্রীগিরির কাজটা যথাসম্ভব অল্পসময়ের মধ্যে যথাসাধ্য সংক্ষেপে সারিতেই চিরকাল চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কতকগুলি ছোট-ছোট লিখিত উপদেশ ছিল। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের রং হল্‌দে হইয়া আসিয়াছিল, ধারগুলিও জীর্ণ হইয়া ছিঁড়িয়া আসিতেছিল। এইগুলির ভিতর যে-দুটা হাতের কাছে আসিত নির্ব্বিচারে সেই দুইটা লইয়া তিনি প্রতি রবিবার সকালে শেপার্টনের গির্জ্জায় একটা পড়িয়া দিয়া আসিতেন এবং অন্যটা পকেটে করিয়া নেব্‌লির পথে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া যাত্রা করিতেন। সেখানকার গির্জ্জাটি সেকেলে ধরণের। তাহার চৌখুপি-কাটা সানের মেজের উপর দিয়া পুরাকালে কত যোদ্ধা পুরোহিত বীরদর্পে দিক কাঁপাইয়া ঘুরিয়াছেন। গির্জ্জাঘরের দেয়ালের গায়ে উপদেশমালা-হাতে খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের ছবি আঁকা। ঘরের ভিতর অনেকখানি জায়গাই যোদ্ধাদের ও তাঁহাদের স্ত্রীদের মার্বল-পাথরের মূর্ত্তিতে আটক হইয়া আছে। মিঃ গিল্‌ফিল্ এই ছোট গির্জ্জাটিতে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় কাজ করিতে আসিতেন। তাঁহার ভোলা মন ছিল। কতদিন ঘোড়-সোয়ারের জুতার কাঁটা খুলিবার আগেই তিনি পুরোহিতের পোষাক পরিয়া বসিতেন। বেদীতে উঠিতে গিয়া পোষাকে টান পড়িলে মনে পড়িত জুতার কাঁটা খোলা হয় নাই। নেব্‌লির চাষীরা তাহাদের পুরোহিত-মহাশয়কে চন্দ্রসূর্য্যের সামিল বলিয়াই জানিত। কাজেই তাঁহার সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা তাহাদের কোনোদিন হয় নাই। জগতে দোকান বাজার, টাকা পয়সা যেমন না হইলেই নয়, নেব্‌লিতে মিঃ গিল্‌ফিল্‌কেও না হইলেই নয়। গরীব চাষাদের সামান্য অর্থের উপর লুব্ধ দৃষ্টি দিতে গিয়া তিনি পৌরোহিত্যের প্রাপ্য ভক্তিটুকু খোয়ান নাই।

গ্রামের যে-সকল লোকের স্প্রিংহীন গাড়ীর ঐশ্বর্য্য ছিল না, তাহারা পথের কাদা ভাঙিয়া পায়ে হাঁটিয়া যথাসময়ে গির্জ্জায় পৌঁছিবার জন্য রবিবার-দিন দুই ঘণ্টা আগেই খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইত। আর ধনী ও ধনী-গৃহিণীরা গাড়ী চড়িয়া আসিয়া গির্জ্জার দরজায় দুইধারের কৃষক ও কৃষকবধূদের নমস্কার কুড়াইতে কুড়াইতে ভারতীয় আতর গোলাপের গন্ধ ছড়াইয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট সুন্দর আসনগুলিতে গিয়া বসিতেন।

চাষীদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের আসন ছিল ওক কাঠের কালো-কালো বেঞ্চি। বাড়ীর কর্ত্তারা কিন্তু এক খ্রীষ্টশিষ্যের ছবির নীচের আসনে গিয়া বসাটাই বেশী সম্মানজনক মনে করিতেন। প্রার্থনা প্রভৃতি হইয়া গেলে যখন একটানা উপদেশের পালা আসিত তখন এই কর্ত্তাদের প্রতি নিদ্রাদেবীর কৃপাটা অন্য লোকের চোখে ও কানে বেশ ধরা পড়িত। শেষের বন্দনা-গানের কাজ ছিল তাহাদের এই ঘুমটুকু ভাঙিয়া দেওয়া। তাহার পর আবার সেই কাদাভরা গলি দিয়া বাড়ী ফিরিবার পালা। আজকালকার জাগ্রত ও সমালোচনাপ্রিয় উপাসক-মণ্ডলী সাপ্তাহিক উপাসনা হইতে যেটুকু লাভ করিয়া আসেন, এই সরল কৃষকেরা যাহা কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিত তাহার প্রতি এই শ্রদ্ধাটুকু দিয়া বোধ হয় তাঁহাদের চাইতে কিছু কম লাভ করিত না।

পাদ্রী গিল্‌ফিল্‌ কিন্তু বাড়ী ফিরিতেন নেব্‌লির মঠে রাত্রের আহার সারিয়া। কিন্তু শেষ বয়সে মিঃ গিল্‌ফিল্‌ও এই সময়েই বাড়ী ফিরিতেন। একবার গ্রামের ধনী মিঃ ওল্ডিনপোর্টের সঙ্গে কলহে তিনি এত কষ্ট পাইয়াছিলেন যে রবিবার রাত্রে নেব্‌লির মঠে আহারের পাট তুলিয়াই দিয়াছিলেন। এই ঝগড়াটা বড়ই

কষ্টকর। এককালে ইঁহারা দুই বন্ধু কতদিন একসঙ্গে শিকারে গিয়াছেন। তখন ইঁহাদের দলে এমন লোক খুব কম ছিল যে পাদ্রী-সাহেবের ও ওল্ডিনপোর্টের এত প্রীতির হিংসা না করিত। পাদ্রীদের হাত করার মত আরাম আর কিসে আছে? স্যর জ্যাস্পার ত বলিয়াইছিলেন, "তোমারই জমিদারীতে বসে তোমাকেই এমন অসহ্য হয়রান কর্‌তে এক তোমার স্ত্রী ছাড়া আর যদি কেউ পারে ত সে হচ্ছে ওই পাদ্রী।" কারণ পুরোহিতের দক্ষিণা আদায়ের জ্বালা ত কম নয়।

যে মতভেদ লইয়া এই ঝগ্‌ড়ার সূত্রপাত হয় সেটা নেহাৎ সামান্য, কিন্তু মিঃ গিল্‌ফিল্‌ লোককে বড় আঁতে ঘা দিয়া কথা বলিতেন বলিয়া পরিণামটা বড়-রকমেরই হইল। তাঁহার বিদ্রূপের মধ্যে এই যে বিশেষত্বটি ছিল, তাঁহার উপদেশে তাহার কোনো চিহ্নমাত্রও ছিল না। মিঃ ওল্ডিনপোর্টের বিশ্বাস ছিল তিনি একজন মস্ত বড় সাধু। কিন্তু এই সাধুত্বের বর্ম্মের ফাঁকে যে দুই-একটি বড়-রকম ছিদ্র ছিল মিঃ গিল্‌ফিলের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বাণ তাহাতে বড় বিষম খোঁচাই দিত। সে অপমান ভোলা বোধ হয় তাঁহার পক্ষে বড় সহজ নয়। কথাটা সত্য কি মিথ্যা জানি না, তবে মিঃ হ্যাকিট অন্ততঃ এই-রকমই বলেন। ঝগ্‌ড়ার ঠিক পরের সপ্তাহেই কোনো সভার বাৎসরিক ভোজে সভাপতির আসনে বসিয়া সমাগত বন্ধুদের এই খবরটি দিয়া তিনি সভা আরও সর্‌গরম করিয়া তুলিয়াছিলেন। "পাদ্রী-সাহেব জমিদার-মশায়কে বা দুটি-চারটি মিষ্টি জুতো দিয়েছেন!" খবরটা শুনিয়া শেপার্টনের প্রজাদের খুসীর আর সীমা নাই। মিঃ প্যারটের ঘোড়া-চোর ধরা পড়িলেও বোধ হয় ইহারা এত খুসী হইত না। প্রজাদের কাছে মিঃ ওল্ডিনপোর্টের খুবই

দুর্নাম ছিল। বাজার-দর হাজার নামিয়া যাইলেও তিনি এক পয়সা খাজনা কমাইতেন না। খবরের কাগজে রোজই দয়ালু জমিদারদের খাজনা-মাপের কাহিনী বাহির হইত, কিন্তু এই জমিদার-মহাশয়ের তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার কিছুমাত্র উৎসাহ দেখা যাইত না। মোট কথা মিঃ ওল্ডিনপোর্টের পার্ল্যামেন্টের প্রতি টান এক বিন্দুও ছিল না, কিন্তু জমিদারী বাড়াইবার ইচ্ছাটা একটু বেশী-রকমই ছিল। কাজেই জমিদার-মহাশয়ের দয়া-দাক্ষিণ্যকে পাদ্রী-সাহেব "গরু মেরে জুতো দান" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার অনুগত প্রজারা আনন্দে দিশাহারা। নেব্‌লির তুলনায় শেপার্টন খুবই উঁচুদরের গ্রাম। এখানে বাঁধা রাস্তা কি লোকমত, কিছুরই অভাব ছিল না। নেব্‌লির দশা কিন্তু উল্টা। সেখানে গাড়ী চলিত মেঠো রাস্তার চাকার দাগ দেখিয়া, আর মানুষগুলিও ঘাড় পাতিয়া জমিদারের অত্যাচার সহিয়া যাইত, মনে মনে গুমরানো ছাড়া তাহাদের আর গতি ছিল না।

জমিদার ওল্ডিনপোর্টের সঙ্গে মনান্তরের পর শেপার্টনের ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গেই পাদ্রী-সাহেবের ভাবটা আরও বাড়িয়া গেল। টমি বণ্ড সবে সেদিন ফ্রক ছাড়িয়া ঝক্‌ঝকে-বোতাম-দেওয়া পুরুষের পোষাক পরিতে আরম্ভ করিয়াছে; সেও পাদ্রী-মহাশয়ের বন্ধু, আর পঁচিশ বৎসর আগে যাহারা ছেলেপিলের জাতকর্ম্মে তাঁহাকে পুরোহিত করিয়াছিল তাহারাও তাঁহার বন্ধু। টমি বড় বেয়াদব ছেলে। ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে খোঁজ নাই, লাট্টু আর মার্ব্বেলের উপরই তাহার যত ঝোঁক। সেইসব বোঝাই করিতে-করিতে পকেটগুলিকে সে বড় বেশী-রকম বড় করিয়া ফেলিয়াছে। একদিন বাগানের রাস্তায় টমি লাট্টু ঘুরাইতেছিল; লাট্টু যখন এক জায়গায় স্থির হইয়া নিঃশব্দে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে মিঃ গিল্‌ফিল্‌ সেই পথে

আসিয়া হাজির। তাঁহাকে ওই দিকে আসিতে দেখিয়া টমি গায়ের সমস্ত জোর দিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল, "আরে থামো, থামো, এখন আমার লাট্টুর উপর এসে পড়ো না।" সেই দিন থেকে খোকাবাবুর সঙ্গে পাদ্রী-মহাশয়ের বেজায় ভাব জমিয়া উঠিল। টমিকে যত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতে তাঁহার বড়ই আনন্দ। টমি কিন্তু তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া বড়ই অবাক হইত, এবং পাদ্রী-মহাশয়ের বুদ্ধি সম্বন্ধেও তাহার বড় হীন ধারণা হইত।—খোকাবাবুর অবজ্ঞা আরও বাড়াইয়া তুলিতে তাঁহারও উৎসাহটা বেশী হইয়াই চলিতেছিল।

"আচ্ছা খোকাবাবু, আজ হাঁস দোয়ানো হয়েছে ত?"

"হাঁস দোয়ানো! অবাক্ করলে যাহোক, আচ্ছা বোকা ত তুমি, হাঁস আবার দুধ দেয় নাকি?"

"অ্যাঁ! দুধ দেয় না? তবে হাঁসের ছানাগুলো বাঁচে কি করে?"

প্রাণীবিজ্ঞানে টমির যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাহাতে হাঁসের ছানার খাদ্যের কথা বিশেষ কিছু লেখে না, কাজেই বন্ধুর কথাটা প্রশ্ন বলিয়া সে বুঝিতেই পারিল না, এবং লাট্টুতে সুতা জড়াইতে একেবারে তন্ময় হইয়া গেল।

"ওঃ! হাঁসের ছানা কি খায় তা দেখ্‌ছি তুমি জান না। হ্যাঁ, আজ কেমন মিছ্‌রী বৃষ্টি হয়েছিল দেখেছিলে কি? (এইবার টমির কানটা খাড়া হইয়া উঠিল।) জানো, আমি রাস্তা দিয়ে আস্‌ছিলাম আর সেগুলো টপাটপ এসে আমার পকেটে পড়্‌তে লাগ্‌ল। পকেটের ভিতর খুঁজে দেখই না, সত্যি কি না।"

ওসম্বন্ধে তর্ক করিবার টমির কোনই উৎসাহ দেখা গেল না। টপ করিয়া একেবারে পকেটের ভিতর হাত পুরিয়াই সে সত্যনির্ণয়

করিয়া লইল। পাদ্রী-সাহেবের পকেটে হাত দেওয়ায় যে বিশেষ লাভ আছে, সে কথার প্রমাণ সে অনেকবারই পাইয়াছে। মিঃ গিল্‌ফিলের পাড়ার ক্ষুদ্র দস্যুদল ও তাহাদের সহচরীরা বলিতেন যে তাঁহার পকেটটা বড়ই তাজ্জব; পয়সা রাখিলেই মিছরি কি মিঠাই কি আর কিছু একটা হইয়া বসিবে। প্যারটদের মোটা-সোটা ধপ্‌ধপে ফর্সা খুকী বেসি'র একমাথা কোঁকড়া চুল। মিঃ গিল্‌ফিল্‌কে দেখিলেই সে মাথা নাড়িয়া আধ-আধ স্বরে "তোমাল পটেটে টি?" বলিয়া সপ্রতিভভাবে গিয়া উপস্থিত হইত।

ছেলেমেয়ের জাতকর্ম্মের উৎসবে বাড়ীতে পুরোহিতকে ডাকাতে আমোদ-আহ্লাদের যে কিছু কম্‌তি হইত না তাহা ত বলাই বাহুল্য। মিঃ গিল্‌ফিল্‌ গ্রাম্য প্রজাদের সঙ্গে বসিয়া তামাক খাইতেন, গ্রামের কোনো নূতন খবর থাকিলে তাহার উপর রং ফলাইয়া নানা ছড়া কাটিয়া দুটো চারিটা চোখা-চোখা বিদ্রূপ করিয়া বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে পারিতেন। আবার মিঃ বণ্ড বলিত যে পুরোহিত-মহাশয়ের মত গরু-ঘোড়ার খবর আর দুটি লোককে জানিতে দেখা যায় না। কাজেই তাঁহার সঙ্গটা চাষাদের বিশেষ-রকম ভাল লাগিত। মাইল পাঁচেক দূরে তাঁহার নিজের খানিকটা জমি ছিল। এক প্রজা তাহার কাজ করিত। বৃদ্ধ বয়সে শিকারের আনন্দ যখন ফুরাইয়া গিয়াছিল, তখন ঘোড়ায় চড়িয়া এই জমির দেখা-শুনা করিতে যাওয়া এবং ফসল কেনা-বেচার খোঁজ করাই তাঁহার অবসর-কালের আনন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাহিরের লোকে তাঁহাকে গরু-বাছুরের গুণাগুণ বিচার ও ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দের মোকদ্দমার হাস্যকর নিষ্পত্তির আলোচনা করিতে শুনিলে পুরোহিত ও শিষ্যের মধ্যে এক বুদ্ধির তারতম্য ছাড়া আর বিশেষ কিছু প্রভেদ দেখিতে পাইত না।

কারণ তিনি চাষাদের সঙ্গে গ্রাম্য ভাষাতেই কথা বলিতেন। যাহারা অ-সাধু ভাষাতে কথা বলে তাহাদের সঙ্গে সাধুভাষায় কথা বলা ভাষার উদ্দেশ্য বিফল করা ছাড়া আর কিছু বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। তথাপি গ্রামের চাষারা তাহাদের গুরুর মাহাত্ম্যটা খুবই বুঝিত। তিনি তাহাদের সঙ্গে অমন সহজভাবে মিশিতেন এবং গ্রাম্য ভাষায় কথা বলিতেন বলিয়া তাহারা কোনোদিন তাঁহার উচ্চবংশ কিম্বা পৌরোহিত্যে বিশ্বাস হারায় নাই। প্যারট-গিন্নি পুরোহিত-ঠাকুরকে আসিতে দেখিলেই ফর্সা কাপড়-চোপড় পরিয়া মহাআগ্রহে ভক্তিভরে নমস্কার করিত; তাহার উপর আবার প্রতি-বৎসর বড়দিনের সময় ভেট পাঠাইয়া প্রণাম জানাইত। নেহাৎ বাজে গল্প করিবার সময়ও ইহারা নিজেদের কথার উপর নজর রাখিত এবং তিনি কোন্‌টাকে ভাল আর কোন্‌টাকে মন্দ মনে করেন তাহা ভুলিত না।

খাঁটি পৌরোহিত্যের ব্যাপারেও তাঁহার প্রতি তাহাদের ভক্তি অচলা। জাতকর্ম্মের গুণটা তাহারা তাহাদের প্রিয় পুরোহিতের মাহাত্ম্য বলিয়াই মনে করিত। শেপার্টন গির্জ্জার সাধাসিধা উপাসকেরা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও পদের মধ্যের সূক্ষ্ম রেখাটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। পুরোহিত মাত্রই যে পুরোহিত হিসাবে মিঃ গিল্‌ফিলের সমান এ কথা কোনো কালাপাহাড় বলিতে সাহস করিত না। মিঃ গিল্‌ফিলের বাতের অসুখ হওয়াতে প্যারট্‌-দুহিতা সেলিনার বিবাহের দিনই একমাস পিছাইয়া গেল। মিল্‌বির পুরোহিতকে দিয়া যেমন-তেমন করিয়া কাজ সারাইয়া লইতে কোনে একেবারেই নারাজ।

হল্‌দে রঙের উপদেশের খাতাগুলি কুড়িবার পড়িবার পরও শ্রোতাদের মুখে লাগিয়াই আছে—"আজকের উপদেশটা বড় চমৎকার

হয়েছে।” এক কথা বারবার শুনাতেই তাহাদের বেশী আনন্দ। শেপার্টনের অধিবাসীদের মনে নূতন কথার চাইতে পুরাণো কথাতেই বেশী ফল হইত, গানের সুরের মতন উপদেশের এক-একটি কথা অনেক দিন ধরিয়া তাহাদের মগজে বসিয়া থাকিত।

মিঃ গিল্‌ফিলের উপদেশে যে তত্ত্বকথা কি মতবাদের বিশেষ ছড়াছড়ি ছিল না সে কথা বলাই বাহুল্য। মানুষের বিবেকেও যে তিনি বিশেষ ঘা দিতেন তাও বলা চলে না। একটানা ত্রিশ বৎসর তাঁহার উপদেশ শুনিয়াও ত প্যাটেন-গিন্নি নিজেকে পাপী বলাটা অধর্ম্ম মনে করিতেন। তাঁহার উপদেশ বুঝিতে শেপার্টনের উপাসক-মণ্ডলীর বুদ্ধিরও বিশেষ কস্‌রৎ করিতে হইত না। অন্যায় করিলে মন্দ হয় আর ভাল করিলে ভাল হয়, এই-সব নিতান্ত মামুলি কথাই ছিল তাঁহার উপদেশের বিষয়। মিথ্যাচরণ, পরনিন্দা, রাগ প্রভৃতির বেশী আর কোনো কথা তাঁহার মন্দের কোঠায় ছিল না বলিলেই চলে। আর ভালর কোঠায় পড়িত দয়া দাক্ষিণ্য সততা সত্যাচরণ প্রভৃতি। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের অপেক্ষা গভীর বিষয়ে তিনি কথা বলিতেন না। প্যাটেন-গিন্নি সোজাসুজি বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন দই-ছানায় ভেজাল দিলে পরলোকে শাস্তি হয়; তবে পরনিন্দা-বিষয়ক উপদেশটার বেলায় তিনি অত চুল-চেরা বিচার করিতেন না। হ্যাকিট-গিন্নির একদিন কোনো এক দোকানীর সঙ্গে দাঁড়িপাল্লার জুয়াচুরি লইয়া একচোট বচসা হইয়াছিল, কাজেই সততা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া পাদ্রীসাহেব যখন ওজনে ঠকানোর কথা তুলিলেন তখন পাদ্রীর কথাটা তাঁহার খুব মনে লাগিয়াছিল। তবে রাগ দমনের কথা শুনিয়া তাঁহার বিশেষ মনে লাগিয়াছিল বলিয়া কখনও শুনি নাই।

মিঃ গিল্‌ফিল্‌ যে খাঁটি শাস্ত্রকথা ছাড়া আর কিছু বলিতে কি বুঝাইতে পারেন এ সন্দেহ সেকালের শেপার্টনের লোকের মাথায় কোনোদিন আসে নাই। দশ বৎসর পরে ইহারাই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া মিঃ বার্টনের কড়া সমালোচনা করিত। সে যুগে পাদ্রীর খুঁৎ ধরা আর ধর্ম্মের খুঁৎ ধরা একই গণ্ডিতে পড়িত। মিঃ হ্যাকিটের এক শহুরে বাচাল ভাগিনেয় এক রবিবার বলিয়া বসিল কিনা মিঃ গিল্‌ফিলের মতন উপদেশ সেও লিখিতে পারে! দাম্ভিক ছোক্‌রার কথা শুনিয়া মামা মামী ত একেবারে কানে হাত দিয়া বলিলেন—কি সর্ব্বনাশ, ছেলেটা বলে কি! ছেলের মুখ বন্ধ করিবার জন্য মামা বলিলেন, "তুই যদি পারিস ত তোকে আমি এক গিনি দেবো।" তাহার পর উপদেশ লেখাও হইয়াছিল বটে। তবে লোকে বলিল, "হ্যাঁঃ, মিঃ গিল্‌ফিলের পাশ দিয়েও ঘেঁসে না।" যাহা হউক, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে লেখাটা ঠিক উপদেশের ধরণেই। তাহাতে শাস্ত্রবাক্যও উদ্ধৃত আবার শেষকালে "হে ভ্রাতৃগণ" বলিয়া দুই-চারিটা কথাও বলা হইয়াছিল। কাজেই পুরস্কাররূপে প্রকাশ্যভাবে মোহরখানা না পাইলেও তাহার আশ্চর্য্য বুদ্ধির দৌড়ের জন্য সেখানা গোপনে দাম্ভিক ছোক্‌রাটাই পাইল। টমের আড়ালে লোকে বলিল, "আশ্চর্য্যি লিখেছে যা হোক বাপু।"

শুধু যে চাষা-ভূষোরাই পাদ্রী-সাহেবের সঙ্গ পাইলে খুসী হইত তা নয়। গ্রামের বনিয়াদী ঘরের লোকেও বাড়ীতে তাঁহার পায়ের ধূলা পড়িলে নিজেদের ধন্য মনে করিত। হপ্তায় একবার তাঁহার দর্শন পাইলে বৃদ্ধ স্যর জ্যাস্পার কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। পাদ্রী-সাহেব যখন জ্যাস্পার-গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ করিতেন, কি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া খাবার ঘরে লইয়া যাইতেন, তখন তাঁহার ভদ্র ব্যবহার, শিষ্টাচার ও সুশোভন আদব-

কায়দা দেখিলে কে বলিবে যে এই সেই গ্রাম্য পুরোহিত গিল্‌ফিল্। প্রথম জীবনে তিনি যে-দলের লোকের সঙ্গে দিন কাটাইয়াছেন, সারা শেপার্টন গ্রাম খুঁজিলেও বোধ হয় তেমন বনিয়াদী বড়লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পুরানো মার্ব্বল-পাথরের উপর দিয়া অনেক ঝড়বৃষ্টি বহিয়া যাইবার পরও যেমন তাহার আসল রূপ মাঝে মাঝে উঁকি দিতে থাকে, মিঃ গিল্‌ফিলের রোজকার সাদাসিধা চাল-চলন ও গ্রাম্য বন্ধুদের সঙ্গে সহজ আলাপের মধ্যেও তেমনি তাঁহার আসল রূপটি এইসব জায়গায় ধরা পড়িত। শেষাশেষি বুড়াবয়সে তিনি বড়লোকের বাড়ী যাওয়া-আসার পাট প্রায় তুলিয়াই দিয়াছিলেন। ও-সব বড় হাঙ্গাম! এ সময় সন্ধ্যাবেলায় নিজ এলাকার বাহিরে বড় তাঁহাকে দেখা যাইত না। নিজের বসিবার ঘরে তামাকের নলটা মুখে দিয়া আগুন পোহানোই ছিল তাঁহার কাজ।

এই-রকম নেহাৎ সেকেলে বৃদ্ধের কথা শুনিয়া হয়ত অনেকে হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। পাঠিকারা হয়ত বলিবেন, "দূর হোক গে ছাই, এক তামাকখেকো বুড়োর গল্প জুড়ে দিয়েছে, এঁর আবার প্রণয়কাহিনী! তার চাইতে রাজ্যের দোক্তাখোর তেলী-মুদীর উপন্যাস লিখলেই ত হয়। একগাল করে দোক্তা খাচ্ছে আর অম্‌নি মানস-নয়নে প্রি[illegible] মোহিনী মূর্ত্তি ভেসে উঠ্‌ছে! বাঃ, খাসা হয়।"

আহা অত রাগ কেন? বুড়া বয়সে তামাক দোক্তা খাইলে কি আর যৌবনকালে প্রণয়ের কিছু কম্‌তি হয়? কত বুড়ারই ত বয়স হইলে মাথায় টাক পড়ে, পায়ে বাত ধরে, তাই বলিয়া কি তাহাদের বয়স-কালের প্রণয়কাহিনীগুলা অসুন্দর বা পঙ্গু ছিল? সুন্দরী পাঠিকারও ত একদিন মাথার চুলের অভাবে লোকের চুল ধার করিতে হইতে পারে, তাই বলিয়া কি তিনি তখন তাঁহার বর্ত্তমান আজানুলম্বিত কেশের কথাও আর

তুলিবেন না। হায়রে হতভাগ্য মর মানুষ! তোমার দশাও কাঠের আস্‌বাবের মত ;—কে বলিবে এককালে ইহারই অঙ্গে-অঙ্গে কত কিশলয়ের মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছিল ; ইহারই ফুলের রঙে পথ রাঙা হইয়া গিয়াছিল ; তাহার একটি চিহ্নও যে এখন খুঁজিয়া মিলে না। বার্দ্ধক্যের ভারে যে বৃদ্ধের শরীর মাটির সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে চায় আর কালের কঠোর হস্ত যে বৃদ্ধার সর্ব্ব অঙ্গের লাবণ্য চুরি করিয়া শুধু শুক্‌নো খোলাটুকু ফেলিয়া রাখিয়া দিয়াছে তাহাদের দিকে চোখ দিবা মাত্রই কিন্তু আমার মানস-চক্ষে তাহাদের অতীতের রূপ ফুটিয়া উঠে। যাহাদের জীবন-নাট্যে আশা ও প্রেমের গুঞ্জন ফুরাইয়া গিয়া নাট্য-শেষে শুধু ধূলিময় অন্ধকার রঙ্গমঞ্চটিতে মনোহর কুঞ্জকাননগুলি চোখের আড়াল হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের কাছে গোলাপী গণ্ড ও চঞ্চল চোখের অসমাপ্ত প্রণয়-কথা মাঝে-মাঝে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হয়।

তাহা ছাড়া মিঃ গিল্‌ফিলের চেহারাটা নেহাৎ তামাক-খোরের মত মোটেই ছিল না। বরং তাঁহার ধপ্‌ধপে শাদা চুলে ঘেরা মলিন বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইলে হৃদয় ভক্তিতে নত হইয়া আসিত। তাঁহার আর-একটা দুর্ব্বলতার কথাও এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। খাঁটি চিত্র না আঁকিয়া আদর্শ চিত্র আঁকিবার ইচ্ছা থাকিলে পুরোহিত-মহাশয়ের ও-দোষটা ঢাকিয়াই যাইতাম। মিঃ হ্যাকিটের ভাষায় বলিতে গেলে পাদ্রী-সাহেবের বৃদ্ধ বয়সে বড়ই 'হাত-টান' হইয়া উঠিতেছিল ; অবশ্য দুঃখী-দরিদ্রের বেলা যত না হউক তাঁহার নিজের বেলায়ই এ প্রবৃত্তিটি বেশী প্রকাশ পাইত। তিনি বলিতেন এ জগতে একজন ছাড়া তাঁহার বোনটিকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। সেই বোনের ছেলেকে কিছু দিয়া যাইবার জন্যই তাঁহার এই চেষ্টা। তিনি মনে করিতেন, "ছেলেটা বেশ দু'পয়সা নিয়েই সংসার পাত্‌বে। তারপর বিয়ে হ'লে

রাঙা বউটি নিয়ে মামার শেষ শয্যা দেখ্‌তেও একদিন হয়ত আস্‌বে। আমার শূন্য গৃহের সঞ্চিত ধন তার গৃহটি আরও মধুর করেই তুল্‌বে।"

তবে বুঝি মিঃ গিল্‌ফিল্‌ চিরকুমার ছিলেন ?

তাঁহার বসিবার ঘরের খোলা টেবিল, সেকেলে চেয়ার ও তামাকের গন্ধে আমোদিত জীর্ণ কার্পেট দেখিলে তাহাই মনে হয় বটে। ঘরে কোনো ছবি তাঁহার বিবাহিত জীবনের সাক্ষ্য দিত না। চম্পক-অঙ্গুলি স্মরণ করাইয়া দিবার মতন কোনো সূচিশিল্প কি সৌখীন গৃহসজ্জা সাজানো ছিল না। মিঃ গিল্‌ফিলের সন্ধ্যাগুলি কাটিত এইখানেই। তাঁহার সাথের সাথী ছিল বুড়ো কুকুর পোণ্টো। সাম্‌নের থাবা দুইটার মধ্যে নাকটা ঢুকাইয়া দিয়া সে কম্বলের উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিত। মাঝে-মাঝে ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া প্রভুর মুখের দিকে তাকাইত, যেন কত সুখ-দুঃখের কথা হইয়া গেল। শেপার্টনের পাদ্রীর বাড়ীর অন্দরে একটি নিরালা ঘর ছিল, তাহার সাক্ষ্য কিন্তু এই নিরানন্দ শূন্য ঘরের উল্টা। সে ঘরে পাদ্রী-সাহেব ও তাঁহার বুড়ী-ঝি মার্থা ছাড়া আর কেহ কোনোদিন ঢোকে নাই। মার্থা ও মার্থার স্বামী ডেভিড মালীকে লইয়াই তাঁহার সংসার। ডেভিড একাধারে সহিস ও মালী দুই। বৎসরের মধ্যে চারিদিন ছাড়া আর কখনও সেই অন্দরের ঘরের জান্‌লার পর্‌দা সরিত না। সেই চারিদিন ছিল মার্থার ঘর পরিষ্কার করিবার দিন। সূর্য্যদেব ও পবন-দেবেরও সেই এক সময়ে একবার উঁকি দিবার সুযোগ ঘটিত। ঘরের চাবি থাকিত মিঃ গিল্‌ফিলের দেরাজে তালার মধ্যে। মার্থা তাঁহার কাছে চাবি চাহিয়া লইয়া ঘর ঝাঁড়-পোঁছ করিয়া আবার তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিত।

মার্থা দরজা-জান্‌লার পর্‌দাগুলা সরাইয়া দিলে দিনের আলো ঘরখানিকে ভাসাইয়া দিত। ঘরের সজ্জা দেখিলে চোখে জল আসে।

ছোট একটি টেবিলের উপর সোনালি-নক্‌সা-করা ফ্রেমে বাঁধানো সৌখীন আয়না-টেবিলের দু পাশের বাতিদানের মধ্যে আজও মোমবাতির টুক্‌রা লাগিয়া আছে। বাতিদানের হাতলের উপর একটি ছোট কালো লেসের রুমাল টাঙানো, মর্চেপড়া-পিন-গাঁথা একটি ম্লান সাটিনের পিন-রক্ষণী, একটা এসেন্সের শিশি ও একটা সবুজ রঙের বড় হাতপাখা টেবিলে পড়িয়া। আয়নার পাশে পোষাকের বাক্‌সের উপর একটা সেলাইয়ের বাক্‌স; তাহার মধ্যে একটি অসমাপ্ত ছোট-ছেলেদের-টুপি, এতকাল পড়িয়া থাকায় হল্‌দে রং ধরিয়া গিয়াছে। দরজার গায়ে পেরেকে দুটি মেয়েদের-পোষাক ঝুলিতেছে, সে-রকম পোষাকের চলন বহুকাল নাই। একজোড়া ছোট চটি খাটের ঠিক পায়ের কাছে সাজানো, তাহার গায়ের রূপালি জরির কাজটা এখন একেবারেই ম্লান। দেয়ালের গায়ে দুই-তিনখানা হাতে-আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিও ছিল। চিম্‌নীর তাকের উপর কয়েকটা পুরাণো দুষ্প্রাপ্য চীনা মাটির বাসন। তাহারই উপরে দুটি গোল ফ্রেমের মধ্যে দুখানি ছবি। একটি ছবি সাতাশ বৎসর আন্দাজ বয়সের এক যুবার; তাহার রং টক্‌টকে, পুরু পুরু ঠোঁট, ও উজ্জ্বল সরল দৃষ্টি। দ্বিতীয় ছবিখানি একটি মেয়ের; মেয়েটির বয়স আঠারো বৎসরের বেশী হইবে না, মুখখানির মধ্যে সবই ছোটখাটো, গাল দুটি বিশেষ পুরন্ত নয়, রংও একটু শ্যাম, কিন্তু চোখ দুটি বড় বড়, তাহাদের দৃষ্টি গভীর। যুবার চুলে পাউডার দেওয়া। মেয়েটির কালো চুলগুলি পিছন দিকে জড়ো করিয়া বাঁধা, মাথার উপর গোলাপী রঙের ফিতার ফুল বসানো একটি টুপি। টুপির ধরণ দেখিলে তাহাকে খুব রসিকা মনে হয়, কিন্তু তাহার চোখে বিষাদ মাখানো।

কুড়ি বৎসর বয়সে ফুল্ল যৌবন লইয়া মার্থা পাদ্রীসাহেবের সংসারে আসিয়াছিল। আর আজ তাঁহার জীবনের এই সন্ধ্যা বেলায়

তাহারও বয়স পঞ্চাশের বেশী বই কম হয় নাই। এই এতদিন ধরিয়া প্রতি-বৎসর চারি বার করিয়া সে ওই জিনিসগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া রোদে দিয়া আসিয়াছে। মিঃ গিল্‌ফিলের অন্দরের রুদ্ধদ্বার ঘরখানি ছিল এই-রকম, তাঁহারই অন্তরের নিভৃত কোণের যেন একখানি দৃশ্যমান ছবি। সে আজ অনেক দিনের কথা; সেদিন হইতেই তাঁহার যৌবনের যত আশা ও নিরাশা হৃদয়ের এই গোপন কক্ষে সমাধিলাভ করিয়াছে। তাঁহার জীবনের প্রেমগান ও অনুরাগের পালা ওই লুকানো কোণটিতে চিরদিনের মত লুক্কায়িত।

পাদ্রী-সাহেবের স্ত্রীর কথা পরিষ্কার মনে আছে এমন লোক সে-গ্রামে এক মার্থা ছাড়া আর কেহ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। আর মনে রাখা ত দূরের কথা, গির্জ্জার ভিতর পাদ্রী-পরিবারের বসিবার জায়গাটিতে যে ল্যাটিন-শ্লোক-লেখা-মার্ব্বল-পাথরটি আছে তাহা তাহারই স্মৃতিতে স্থাপন করা হইয়াছিল, ইহার বেশী অন্য খবর জানিতই বা কয়জন? গ্রামের যে দুই চারিজন বুড়াবুড়ী সেই নববধূর আগমনের কথা আজও মনে রাখিয়াছে ভগবান তাহাদের বর্ণনা-শক্তিটা দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের কথা হইতে যে-টুকু কষ্টেসৃষ্টে আদায় করা যায়, তাহাতে মনে হয় গিল্‌ফিল্‌-বধূ ছিলেন বিদেশিনী। "আহা! আর তাঁর চোখ দুটি যে ছিল সে আর কি বলব!" "গলাও ছিল তেম্‌নি মিষ্টি, গির্জ্জায় তাঁর গান শুন্‌লে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ত!"

এক প্যাটেন-গিন্নিরই গ্রামে কইয়ে-বলিয়ে বলিয়া নাম ছিল। তার কারণ তাঁর স্মৃতিশক্তিটা গল্প-গুজব মনে রাখিতে খুব দুরুস্ত আর রাজ্যের লোকের ঘরোয়া কথাগুলা তাঁহার লাগিতও ভাল। গিল্‌ফিল্‌-গৃহিণীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে মিঃ হ্যাকিট এই গ্রামে আসেন। তাঁহার এক কাজ ছিল প্যাটেন-গৃহিণীর কাছে যত সেকালের খবর নেওয়া। সেই

পুরাতন প্রশ্ন ও তাহার পুরাতন উত্তরগুলি যে কতবার নাড়াচাড়া হইত তাহার ঠিকানা নাই। অনেক শিক্ষিত লোকের যেমন প্রিয় পুস্তকের কথা হাজার বার পড়িয়াও তৃপ্তি হয় না, এই অ-শিক্ষিত লোকটিরও তেম্‌নি ঐ পুরাতন কথা শতবার শুনিয়াও তৃপ্তি হইত না।

"আচ্ছা, প্যাটেন-গিন্নি, পাদ্রী-সাহেবের কনে যেদিন প্রথম গির্জ্জায় এলেন, সেদিনকার রবিবারটা তোমার বেশ মনে পড়ে, না?"

"হ্যাঁ, তা পড়ে বই কি! শরৎকালের প্রথম দিকে যেমন পরিষ্কার দিনগুলি হয়, সেদিনটাও ছিল তেমনি। সেদিন গির্জ্জায় পাদ্রী ছিলেন মিঃ টার্বেট, মিঃ গিল্‌ফিল্‌ বউ নিয়ে তাঁর পরিবারের বস্‌বার আসনে বসেছিলেন। আজও যেন সেই চেহারাটা আমার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে। বউকে সঙ্গে করে তিনি বারাণ্ডা দিয়ে নিয়ে আস্‌ছিলেন, কনের মাথাটা বরের কনুই ছাড়িয়ে বড় বেশী উঁচুতে ওঠেনি। মেয়েটি ছোট্টখাট্ট দেখ্‌তে, একটু ময়লা ধরণের রংটা। কালো কুচ্‌কুচে চোখ দুটি, কেমন উদাস-পারা চাউনি, যেন কিছু দেখ্‌তেই পায় না।"

মিঃ হ্যাকিট বলিল, "কনের গায়ে নিশ্চয় বিয়ের পোষাকটাই ছিল।"

"ওঃ, সে এমন বিশেষ কিছু চটক্‌দার নয়। একটা শাদা টুপি আর একটা শাদা মস্‌লিনের পোষাক। কিন্তু মিঃ গিল্‌ফিলের তখন যা চেহারা ছিল, সে আর তোমায় কি বল্‌ব! তুমি যখন এ গাঁয়ে এলে তার আগে তাঁর চেহারাই ছিল সে আর-একরকম। রং ছিল টক্‌টকে, চোখের চাউনি ছিল ঝক্‌ঝকে, দেখে মনে সুখ হ'ত। সেই রবিবার-দিন যেন তাঁর সুখের বান ডেকে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার এমন পোড়া মন, মনে হ'ল এত সুখ ওঁর কপালে সইবে না। বল্‌তে কি, মিঃ হ্যাকিট, এই বিদেশী লোকগুলোর কোন মুরোদ নেই। আমিও বয়েসকালে

আমাদের মা-ঠাক্‌রুণের সঙ্গে ওইসব দেশে ঘুরেছি ত, সবই জানি ওদের থাওয়া-দাওয়া আর বিদিকিচ্ছি সব ধরণ-ধারণের কথা।”

“গিল্‌ফিল্‌-গিন্নির দেশ ইটালীতে, না?”

“তাই হবে বোধ হয়, তবে আমি ঠিক কথা জানি না। মিঃ গিল্‌ফিলের কাছে ত আর ওঁর কথা বল্‌বার জোটি ছিল না, আর অন্য লোকে ত কিছু জানেই না। তা খুব ছেলে-বয়সেই বোধ হয় এদেশে এসেছিলেন, ইংরিজীতে কথা কইতেন ঠিক তোমার-আমারই মত। ইটালীয়ানদের যা হোক গলা বল্‌তে হবে। পাদ্রীর বউ যা গাইত, অমন তুমি জন্মে শোননি। একদিন আমাদের এখানে স্বামীর সঙ্গে চা খেতে এসেছিলেন। মিঃ গিল্‌ফিল্‌ হেসে বল্লেন, ‘দেখ প্যাটেন-গিন্নি, আমি আমার স্ত্রীকে শেপার্টনের সব-চাইতে সাজানো-গোছানো বাড়ী দেখাতে আর সকলের সেরা চা খাওয়াতে নিয়ে এসেছি। তোমার গোয়াল-ঘর, ভাঁড়ার-ঘর সব ওঁকে দেখাও, তারপর উনি তোমায় একটা গান শোনাবেন এখন।’ তা গান তিনি শুনিয়েছিলেন বটে! তাঁর গলার ওই আওয়াজে ঘরটা যেন গম্‌গম্‌ কচ্ছিল; আবার খানিক পরেই এমন নরম হয়ে নেমে আস্‌ছিল যেন বুকের কাছে এসে কে গুনগুনিয়ে গাইছে।”

“তারপর আর কখনো শোননি বোধহয়।”

“না; তখনই তাঁর শরীর ভাল ছিল না; আর ক’মাস পরেই ত মারা গেলেন। মোটের উপর এ গাঁয়ে ছমাস ছিলেন কিনা সন্দেহ। সেদিন সন্ধ্যেতেই কেমন যেন মনমরা মতন দেখাচ্ছিল। অত যে গোয়াল-ঘর দই ছানা দেখালাম তা খেয়াল করলেন বলে ত মনে হ’ল না। স্বামীকে খুসী করবার জন্যে ওই এক-রকম ওপর-ওপর দেখ্‌লেন। আর পাদ্রী-সাহেবের কথা আর কি বল্‌ব? মেয়েমানুষকে অমন করে সর্ব্বস্ব করে তুল্‌তে আর আমি কোনো পুরুষমানুষকে দেখিনি। তাঁর দিকে

যে চাইতেন যেন ঠাকুরের পূজো কর্‌ছেন, আর পথে হেঁটে যেতে তাঁর পায়ে ব্যথা লাগ্‌বার ভয়ে নিজের বুকখানা পেতে দিতেও যেন এক পা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আহা বেচারা! বউ যখন মরে গেল তখন মনে হ'ত তাঁরও প্রাণটা বুঝি ওই-সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। একদিনও কিন্তু ভেঙে পড়েননি; সেই ঘোড়ায় চড়ে গির্জ্জেয়-গির্জ্জেয় আপনার কাজ নিয়ম-মতই করে বেড়াতেন। কিন্তু চেহারা যা' হয়েছিল, মানুষ কি ছায়া বুঝ্‌বার জো নেই। চোখ দুটো যেন মড়ার মতন। কার সাধ্যি তাঁকে চেনে।"

"বিয়ে করে কিছু টাকাকড়ি পেয়েছিলেন নাকি?"

"আরে আমার কপাল! বিষয়-সম্পত্তি ও-সবই মিঃ গিল্‌ফিলের মায়ের। তাঁর টাকাও ছিল, বনিয়াদী বংশও ছিল। অমন মানুষ যে কেন অমন বিয়ে কল্লেন তা' ভগবানই জানেন। ইচ্ছে করলেই ত দেশের সেরা মেয়েটিকে ঘরে আন্‌তে পার্‌তেন। আর এতদিনে নাতি-নাত্‌নীতে ঘর ছেয়ে যেত। আর মনে করে দেখ, ছেলেপিলের উপর ওঁর কিরকম টান।"

প্যাটেন-গিন্নি পাদ্রীসাহেবের গৃহলক্ষ্মীর বিষয়ে যা দুটি-একটি কথা জানিতেন ফেনা'ইয়া ফাঁপাইয়া তাহা তিনি প্রায়ই এম্‌নি করিয়া গল্প করিতেন। অবশ্য তাঁহার জ্ঞানটা নেহাৎ অল্পই ছিল তাহা ত দেখাই যাইতেছে। গিল্‌ফিল্-গৃহিণীর শেপার্টনে আসিবার আগেকার কথা এই গল্পামোদী রমণীর জানা ছিল না, মিঃ গিল্‌ফিলের প্রণয়-কাহিনীও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল।

কিন্তু প্যাটেন-গৃহিণীর মত আমিও গল্প বলিতে ভালবাসি। পাঠক যদি পাদ্রী-সাহেবের প্রণয়-নিবেদন ও বিবাহ সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে চাহেন তবে তাঁহার কল্পনা-শক্তিটুকুকে একটু পিছাইয়া গত শতাব্দীর শেষভাগে লইয়া চলুন, আর মনোযোগটা পরের পরিচ্ছেদে আগাইয়া দিন।—

দুইএর পরিচ্ছেদ।

সেদিন ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন। সন্ধ্যার সময়। সারাদিন কাঠফাটা রোদ আর গুমট গরমের পরে সবে একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল; সূর্য্যদেবের অস্ত যাইতে তখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। বাগানের চারিধারের এল্‌ম্ গাছের ঘন পাতার বুননি ভেদ করিয়া আসাতে পড়ন্ত রোদের তেজটা আর তেমন নাই। কাজেই শেভারেল প্রাসাদের ময়দানে ওই দুটি মহিলা সামান্য রোদটুকুকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের সূচিকর্ম্ম ও বসিবার ছোট ছোট তাকিয়াগুলি লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। তরুণীটির অতি লঘু দ্রুত পাদক্ষেপেও নরম ঘাসের মাথাগুলি নুইয়া পড়িতেছে। মেয়েটির ছোটখাট ছিপ্‌ছিপে একহারা ধরনের চেহারা, সুগঠিত পা দু'খানি ছোট ছোট। তরুণী প্রবীণার আগে আগে ছোট তাকিয়াগুলি হাতে করিয়া চলিয়াছে, লরেল গাছের ঝাড়ের নীচের ঢালু জায়গাটি তাহার বড়ই প্রিয়। পদ্মবনের ফুলে ফুলে রোদের খেলা সেখান হইতে দেখা যায়, সেই জায়গাটি আবার খাইবার ঘরের জানালা দিয়া দেখা যায়। মেয়েটি সেইখানে বালিশগুলি নামাইয়া মন্থরগামিনী প্রবীণার অপেক্ষায় ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার বড় বড় কালো চোখদুটিই সবার আগে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হরিণ-শিশুর চোখের মতো তাহাদের সরল উদাস দৃষ্টি। নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। খুব লক্ষ্য করিলে দেখা যায় নবযৌবনের লালিমা তাহার কচি মুখখানিকে এখনই ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহার মুখ ও গলার রং দক্ষিণ-দেশীয়াদের মতো একটু হল্‌দে ধরণের। গলায় জড়ানো একখানা কালো লেসের রুমাল তাহার গায়ের রং ও শাদা মস্‌লিনের পোষাকটাকে একটু তফাৎ করিয়া দিয়াছে। মেয়েটির কালো চুলগুলি

পিছন দিকে জড়ো করিয়া বাঁধা, কাজেই বড় বড় চোখদুটি আরো বেশী সুন্দর দেখাইতেছে। মাথার উপর একটি ছোট টুপি, তাহার এক পাশে একটি গোলাপী ফিতার ফুল।

প্রবীণার চেহারা একেবারে অন্য ধরণের। তিনি একে খুব লম্বা, তাহার উপর আবার পাউডার-দেওয়া চুলগুলি মাথার উপর চূড়া করিয়া বাঁধাতে আরও লম্বা দেখাইতেছে। চুলের উপর লেস ও ফিতা দেওয়া। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু মুখশ্রী এখনও বেশ তাজা ও সুন্দর, গায়ের রং গোলাপী। তাঁহার স্ফুরিত অধর ও ধূসর রঙের দৃষ্টি যেন সকলকে অবহেলা করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিতেছে, হাঁটিবার সময় মাথাটা একটু পিছনদিকে হেলিয়া যেন গর্ব্বভরে তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় দিতেছে। নীলরঙের আঁটসাট পোষাকে তাঁহাকে ঠিক রাজেন্দ্রানীর মতো মানাইয়াছিল, ময়দানে বেড়াইবার সময় দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন প্রসিদ্ধ চিত্রকর স্যর জোশুয়া রেনল্ডসের আঁকা কোন ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ছবির ফ্রেম ছাড়িয়া সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া খাইতে নামিয়া পড়িয়াছে। বর্ষীয়সী রমণী একটু দূর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ক্যাটেরিনা, বালিশগুলো একটু নামিয়ে রাখ, নইলে মুখে বড় রোদ পড়্‌বে।" তাঁহার কথা বলার ভঙ্গীটা ঠিক হুকুম করার মতো।

ক্যাটেরিনা হুকুম তামিল করিলে দুজনে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজনের হৃদয় বিষাদ-ভরা ও আর-একজনের হৃদয় জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

সেদিন সন্ধ্যায় কোন চিত্রকর থাকিলে শেভারেল-প্রাসাদের ছবিখানা বাস্তবিকই সুন্দর হইত। ধূসর পাথরের শিখর ও বুরুজ-দেওয়া বাড়ীখানি যেন একটি দুর্গ। গরাদে-দেওয়া বড়-বড় জানালার নানা আকারের সার্সীর ভিতর দিয়া সান্ধ্য সূর্য্যের কিরণ সোনা ঢালিয়া দিতেছিল। একটা

প্রকাণ্ড বীচ গাছ প্রাসাদের বাহিরের একটা বুরুজের গায়ে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহার কালো-কালো ডালগুলি একপাশে নুইয়া পড়িয়া যেন বাড়ীর সম্মুখের মাপ-জোখ করা ব্যবস্থা ভঙ্গ করিতেছিল। পাথর-বাঁধানো চওড়া রাস্তা বাড়ীর ডানদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহার পাশ দিয়া এক সারি লম্বা-লম্বা পাইন গাছ, পাশে একটা পুকুর। বাঁদিকে কয়েকটা ঘাসের-জমি, তাহার উপর মাঝে-মাঝে গাছের ঝোপ। সেখানে উজ্জ্বল সবুজরঙের লেবু ও বাব্‌লা গাছের পাশে স্কচ ঝাউগাছের লাল গুঁড়ি পড়ন্ত রোদের আভায় জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে। বড় পুকুরটায় এক জোড়া রাজহাঁস ডানার মধ্যে একটা-একটা পা গুঁজিয়া দিয়া আরামে গা ঢিলা দিয়া সাঁতার দিতেছে; ফুটন্ত পদ্মগুলির মুখে সন্ধ্যার আলো চুম্বন দিয়া যাইতেছে, তাহারা স্থিরভাবে আছে। ময়দানের মরকত মণির মতো উজ্জ্বল সবুজ ঘাসগুলি ক্রমশ বাগানের মাঠের জংলী লাল্‌চে ঘাসের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। এই মাঠেই সেই মহিলাটি বসিয়াছেন।

খাইবার-ঘরের জানালা হইতে তাঁহাদের চেহারা পরিষ্কার দেখা যায়। সেই ঘরে যে তিনটি ভদ্রলোক পান করিতেছিলেন, তাঁহারা বেশ ভাল করিয়াই ইঁহাদের দেখিতে পাইতেছিলেন। ওই দুই সুন্দরীর সহিত ইঁহারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। ভদ্রলোকগুলির দেখিবার মতো চেহারা। তবে কোনো নূতন লোক এই ঘরে প্রথম ঢুকিলে হয়ত ঘরখানার রূপেই বেশী মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। ঘরে আস্‌বাবের সংখ্যা নিতান্ত কম হওয়াতে তাহার উপাসনা-মন্দিরের মতো স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যই লোকের মন মোহিত করে। এক দরজা হইতে. আর-এক দরজা পর্য্যন্ত একখানা মাদুর পাতা, একটুকরা পুরাণো কার্পেট খাইবার টেবিলের তলায় পড়িয়া। এক কোণে একটা বাসন রাখিবার কাঠের তাক। এই কয়টা সামান্য জিনিষ দৃষ্টিকে কিছুমাত্র ঠেকাইয়া রাখিতে

পারে না। ঘরটি দেখিলে খাইবার-ঘর বলিয়া মনে হয় না, যেন সুন্দর কারুকার্য্য দেখাইবার জন্যই জায়গাটি ঘিরিয়া রাখা। ছোট টেবিলটি ও তাহার চারি ধারের লোক কয়টি যেন হঠাৎ উড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের জন্যই যে ঘরখানা তাহা কে বলিবে?

কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে লোকগুলিও নেহাৎ তাচ্ছিল্য করিবার মতো নয়। ইঁহাদের মধ্যে যিনি খবরের কাগজ হাতে করিয়া ফরাসী পার্লামেণ্টের টাট্‌কা খবর সংগ্রহ করিতে-করিতে মাঝে মাঝে তাঁহার তরুণ সঙ্গী দুইটির দিকে ফিরিয়া মন্তব্য করিতেছিলেন তিনি বয়সে বৃদ্ধ। কিন্তু বৃদ্ধ ইংরেজ মহলে তিনি সুপুরুষ নাম পাইবার যোগ্য। তাঁহার কালো চোখদুটি উঁচু ঘন ভ্রূর তলায় চক্‌চক্‌ করিতেছিল। ভ্রূর চুলে মাঝে-মাঝে পাক ধরাতে আরো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বাজপাখীর ঠোঁটের মতন বাঁকা নাক দেখিলে তাঁহাকে কঠোর-হৃদয় বলিয়া যেটুকু শঙ্কা হয়, মুখের কাছের রেখাগুলি সে শঙ্কা অনেকটা কমাইয়া দেয়। ষাট বৎসর বয়সেও তাঁহার সব কয়টি দাঁতই আছে এবং মুখের ভাবে দৃঢ়তার একটুও কম্‌তি নাই। পাউডার-দেওয়া চুলগুলি টানিয়া পিছনদিকে টিকির মতন করিয়া রাখাতে কপালের সূক্ষ্মাগ্র রেখা আরো স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। একখানা ছোট শক্ত চেয়ারে তিনি বসিয়া ছিলেন। চেয়ারখানা আরামকুর্শির পাশ দিয়াও যায় না, পিছন-দিকটা একেবারে খাড়া, কাজেই তাঁহার সোজা চেপ্টা পিঠ ও চওড়া বুকের চেহারাটা তাহাতে ভাল করিয়াই দেখা যায়। মোটকথা বৃদ্ধ স্যর ক্রিষ্টফার শেভারেলের চেহারা চমৎকার।

স্যর ক্রিষ্টফারের দিকে চাহিলেই হয়ত পাঠকের মনে হইবে তাঁহার একটি উপযুক্ত যুবক পুত্র আছেন; কিন্তু তাঁহার দক্ষিণে উপবিষ্ট যুবকটিকে হয়ত তাঁহার এই পদটা দিতে তত ইচ্ছা হইবে না।

যুবকের ভ্রূ ও চোখ অনেকটা এই জমিদার-বংশেরই মতন। যুবকের চেহারাটা যদি একটু কম সুন্দর হইত, তাহা হইলেও তাঁহার পোষাকের সৌন্দর্য্যেই লোকের চোখ ধাঁধাইত, কিন্তু তাঁহার পাতলা একহারা চেহারার কাঠামোখানাই এমন নিখুঁত ও সুগঠিত যে এক দর্জি ছাড়া আর কেহই তাঁহার মখমলের নিখুঁত কোটের দিকে চাহিত না। তাঁহার শাদা ধপ্‌ধপে ছোট ছোট হাত দুখানির নীল শিরা ও সূক্ষ্মাগ্র আঙুলগুলিও রূপের আলোয় হাতের উপরের লেসের ঝালরগুলিকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। কেন জানিনা, মুখখানা দেখিলে একটুও আনন্দ হয় না। তাঁহার সুন্দর মুখশ্রীর চেয়ে কোমল মুখশ্রী আর কাহারও হইতে পারে না; পাউডার-দেওয়া চুলের পাশে মুখের রং আরো খুলিয়াছে। নীল নীল শিরাগুলি চোখের পাতার উপর ফুটিয়া উঠিয়া সেগুলিকে অতি সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, পিঙ্গল চোখ-দুটি আলস্যমাখা। পাৎলা নাক ও ছোট ওষ্ঠটির গড়নে কোনো খুঁত নাই। চিবুক ও চোয়ালের নীচের দিকটা বোধ হয় একটু বেশী ছোট, মুখের এইটুকুই খুঁত। সমস্ত শরীরটাই কোমলতার দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়া আছে, এই খুঁতটুকুতে সেই কোমলতাই বাড়িয়াছে। ভ্রূদুটিও সরু ও বাঁকা, কপালটি মর্ম্মরের মতন নিষ্কলঙ্ক। এমন মুখকে সুন্দর না বলিয়া উপায় নাই; কিন্তু অধিকাংশ নরনারীই ইহার মধ্যে কোনো মাধুর্য্য খুঁজিয়া পাইত না। যে-চোখ রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশংসা ও বিস্ময়ে উজ্জ্বল হইয়া না উঠিয়া অলসভাবে তাহা গ্রহণ করে, রমণী সে-চোখের পক্ষপাতী নয়। পুরুষেরা, বিশেষতঃ যাঁহাদের নাকচোখগুলো একটু ভোঁতা রকমের, তাঁহারা ত এই কন্দর্পটিকে একটা দাম্ভিক ফুলবাবু বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন। টেবিলের উল্টা দিকে উপবিষ্ট পাদ্রী মেনার্ড গিল্‌ফিল্‌ প্রায়ই ইহাঁকে মনে মনে এই নামে ভূষিত করিতেন। অবশ্য

অনায়াসে অমন ধৃষ্টতাটা করিয়া যাইবার মতন মুখের গড়ন কি পা পাদ্রী সাহেবের ছিল না। তাঁহার স্বাস্থ্যে-উজ্জ্বল সরল মুখশ্রী ও সতেজ হাতপাগুলি আট-পৌরে জীবন-যাপনের পক্ষে খুব ভালই ছিল। উত্তর-দেশীয় মালী মিঃ বেট্‌সের মতে সৈনিক হইলে তাঁহার চেহারাখানা খাসা খুলিত। স্যর ক্রিষ্টফারের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী কাপ্তেন উইব্রো অবশ্য বংশগৌরবের দাবীতে মালীর ভক্তির পাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার খোঁচা-খোঁচা নাক মুখ ও রোগা-পট্‌কা চেহারাটা সৈনিকের সাজে পাদ্রী সাহেবের মতন মানায় না। কিন্তু মালীর অত প্রশংসাতে কিইবা হয়! মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলো যে বেয়াড়া রকম একগুঁয়ে। আমের রসের লোভে যাহার মুখে জল গড়াইতেছে, সারা বাগানের শাকসব্‌জি উজাড় করিয়া দিলেও তাহার চোখ সে-দিকে তাকায় না। মিঃ বেট্‌সের মতামতে মিঃ গিল্‌ফিলের মনে একটা রেখাও পড়িত না, কিন্তু আর-একজনের মতামতে সেই মনেই খুব গভীর রেখা পড়িত। কিন্তু কপাল এমনই যে সে আর-একজনটি তাঁহাকে মোটেই মিঃ বেট্‌সের চোখে দেখিত না।

এই আর-একজনটি যে কে তাহা বাহির করিবার জন্য খুব একজন বড় পর্য্যবেক্ষকের দরকার হয় না। ময়দানের উপর দিয়া বালিশগুলি হাতে করিয়া ওই যে ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি চলিয়াছে, তাহার দিকে মিঃ গিল্‌ফিলের আকুল দৃষ্টিটি লক্ষ্য করিলেই সেই মানুষটিকে আবিষ্কার করা যায়। কাপ্তেন উইব্রোও সেইদিকেই চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সুন্দর মুখটিতে সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ছাড়া আর বেশী কিছুর ছায়া পড়ে নাই।

খবরের কাগজের উপর হইতে মুখ তুলিয়া স্যর ক্রিষ্টফার বলিলেন, "ওহে! ঐ যে দেখি আমার গিন্নি! অ্যান্টনি ঘণ্টাটা বাজাও ত, কফি আন্‌তে বল। চল, আমরাও ওখানে গিয়ে হাজির হই। টিনা আমাদের একটা গান শোনাবে এখন।"

তখনই কফি আসিয়া হাজির হইল। আজ কিন্তু লাল-পোষাক-পরা খান্‌সামা বাহকরূপে আসে নাই। বাড়ীর বুড়ো চাকরই, একটা ঝাড়া ধোওয়া পুরানো কালো জামা গায়ে দিয়া কফির সরঞ্জাম লইয়া আসিল। টেবিলের উপর বড় বারকোষখানা নামাইয়া সে বলিল, "হুজুর, হার্টপ বুড়োর বিধবা স্ত্রী ভাঁড়ার-ঘরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছে, একবারটি আপনার দর্শন চায়।"

স্যর ক্রিষ্টফার খুব তীক্ষ্ণ সুরে জোর দিয়া বলিলেন, "ওর যা বিলিব্যবস্থা কর্‌বার সে ত আমি মার্থামকে বলেই দিয়েছি। তাকে বল্‌বার আর আমার কিছু নেই-টেই।"

ভৃত্য হাত জোড় করিয়া আর-একটু বিনয়ের সুরে বলিল, "মহারাজ, গরীবের উপর একটু দয়া করুন। হতভাগী একেবারে ভেঙে পড়েছে। বলে, আপনার দর্শন না মিল্‌লে সে সারারাত একবার চোখ বুজতেও পারবে না। এমন সময় আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে এসেছে বলে মহারাজ দুঃখিনীর অপরাধ নেবেন না। আহা, কেঁদে কেঁদে অভাগীর বুকটা যেন দুখান হয়ে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চোখের জল ফেল্‌তে ত আর কড়ি ফেল্‌তে হয় না। আচ্ছা, যাও তাকে একবার লাইব্রেরীর-ঘরে পাঠিয়ে দাও গিয়ে।"

কফি পান শেষ হইল। যুবক দুইটি উঠিয়া ময়দানে মহিলাদের কাছে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ জমিদার লাইব্রেরী-মুখো হইলেন; সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে তাঁহার আদরের ডালকুত্তা রিউপার্ট, আহারের সময় সে প্রভুর ডানদিকে নিজের প্রিয় স্থানটিতে অত্যন্ত ভদ্রলোকের মতন চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু পানের সময় আসিতেই সে টেবিলের তলায় অন্তর্ধান। বোধ হয় তাহার মনে হইতেছিল, পানাসক্তিটা মানুষগুলোর একটা দুর্ব্বলতা, সেটা সমর্থন করিতে সে বিশেষ নারাজ।

খাইবার ঘরের পরেই দেয়াল-ঘেরা একটুখানি পথ, পথের উপর মাদুর পাতা। দুই চারি পা গেলেই লাইব্রেরী। ঘরের জানালার উপর একটা প্রকাণ্ড বীচ গাছ ঝুঁকিয়া ছায়া করিয়া আছে, চারটি দেয়ালের গা গাঢ় রঙের পুরানো বই দিয়া মুড়িয়া দেওয়া। ঘরখানি যেন মুখ আঁধার করিয়া আছে। বিশেষতঃ খাইবার-ঘরের অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও হাল্কা রঙের চিত্রে সোনালি ছোপের বাহার দেখিবার পর এ ঘরে ঢুকিলে ঘরখানাকে নিষ্প্রভ লাগাটা খুবই স্বাভাবিক।

ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে একটি স্ত্রীলোক বিধবার পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। স্যর ক্রিষ্টফার ঘরের দরজা খুলিতেই দরজা দিয়া উজ্জ্বল আলোর স্রোত আঁধার ঘরের ভিতরে সেই মেয়েটির গায়ে গিয়া পড়িল। গৃহস্বামী ঘরে ঢুকিতেই বিধবা খুব নত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। বিধবার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, বেশ হাসিখুসী নধর চেহারাটি। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখদুটি লাল হইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতে একটা মোচ্‌ড়ানো রুমাল; চোখের জলে ভিজা। স্যর ক্রিষ্টফার সোনার নস্যাধারটি বাহির করিয়া তাহার ঢাক্‌নাটায় টোকা দিতে দিতে বলিলেন, "কিগো, হাটপ-গিন্নি, আমার কাছে আবার কি মনে করে'? মার্থাম তোমায় জমিজমা ছেড়ে দেবার পরোয়ানা দিয়েছে না?"

"আজ্ঞে, হাঁ মহারাজ, দিয়েছে বটে। সেই জন্যেই ত আপনার চরণে এসে পড়েছি। ধর্ম্মাবতার, গরীবের কথা আর-একবারটি ভেবে দেখ্‌বেন। চন্দ্রসূর্য্যের উঠ্‌তে ভুল হলেও আমার স্বামীর খাজ্‌না দিতে একটি দিনও ভুল হয়নি। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে আমায় ভিটে-ছাড়া কর্‌বেন না।"

"যাও, যাও, আর মেলা বাজে বোকোনা। একটা জমি ইজারা নিয়ে স্বামীর রোজ্‌গারের শেষ কড়িটি অবধি খুইয়ে তোমারি বা কি লাভ

হবে, আর তোমার ছেলেপিলেরই বা কি লাভ হবে, বল দেখি! তার চাইতে যেখানে টাকা কটা রাখ্‌তে পার এমন কোনো জায়গায় যাও, এখানকার পুঁজি-পাটা বেচে দিয়ে বসবাস কর গিয়ে। এ ত জানা কথা যে আমি প্রজা মারা গেলে তার স্ত্রীকে জমি ইজারা দিই না।"

"দোহাই ধর্ম্মাবতার, একবার আমার কথাটায় কান দিন। ঘাস খড় ধান চাল গরু বাছুর পাথ পাথালী সব বেচেও ধার শোধ করে টাকা খাটাতে গেলে একবেলা দুটো মুখে দেবার মতনও থাক্‌বে না বোধ হয়। তারপর ছেলেগুলোকে মানুষ কর্‌বই বা কি দিয়ে আর কাজ কর্ম্ম শেখাবই বা কি করে'? আপনার মত জমিদারের প্রজার মান কত? মরাই বাঁধ্‌বার আগে কোনো দিন যে গম মাড়ায়নি, খড় বেচেও খায়নি, তারই ছেলে কিনা শেষে দিনমজুরি করে' খাবে! হা আমার কপাল! গাঁয়ের চৌসীমানার চাষাদের ডেকে জিগ্‌গেস করুন, আমার স্বামীর চেয়ে ধীর স্থির আর ভদ্র লোক রিপষ্টোন বাজারে আর একটি যেত না। মর্‌বার সময় আমায় শেষ কথা বলে গেল, 'বেসি, জমিদার-মশায় যদি দয়া করেন, তবে চাষবাসের জমিটা ছেড় না, চালিয়ে নিও।'"

কাঁদিতে-কাঁদিতে হাটপ-গিন্নি থামিয়া গেল, স্যর ক্রিষ্টফার সেই অবসরে বলিয়া লইলেন, "হুঁ হুঁ, ঢের হয়েছে। এখন আমার কথাটা শোন; বুদ্ধি বিবেচনা কাণ্ডজ্ঞান কাকে বলে সেটা একটু বুঝ্‌তে শেখ। চাষবাস চালাতে তুমি তোমার গোয়ালে-বাঁধা গরুটার মতই মজ্‌বুত। দেখ্‌বার শোন্‌বার লোক তোমায় সেই রাখ্‌তেই হবে; সে হয় তোমার পয়সা কটা ঠকিয়ে হাত করে' নয় ফুস্‌লিয়ে-ফাস্‌লিয়ে তোমায় বিয়ে করে' বস্‌বে।"

"ও মা গো, সে কি কথা, তেমন মেয়েমানুষ আমি নই; অমন কথা আমায় কেউ কোনো দিন বল্‌তে পারেনি।"

"হ্যাঁ, তা' সেটা না বলাই সম্ভব, কারণ এর আগে ত আর তুমি কোনোদিন বিধবা হওনি। মেয়েমানুষ চিরকালই বোকা, তার ওপর বিধবা হ'লে যেন নিরেট বোকা হয়ে ওঠে। এখন ভেবে দেখদিখি, বছর চার এইসব কারবার চালালে যখন তোমার পয়সা কড়ি সব ফুরিয়ে যাবে, অর্দ্ধেক খাজ্‌না বাকি পড়ে যাবে আর চাষবাসও সব গোল্লায় যাবে, তাতে তোমার লাভ্‌টা কি হবে? আর নয়ত কোন একটা হাম্‌দো বুড়ো বর জুটে তোমার ছেলেপিলেগুলোকে পিটিয়ে আর দিবারাত্রি তোমায় গাল পেড়ে ভুত-ছাড়া করে দেবে।"

"আজ্ঞে না মহারাজ, চাষবাস আমি বেশ বুঝি, জন্মে অবধি বলে ওই-সবের মধ্যে কাটিয়েই তিন কাল কাটালাম। আর এই দেখুন না, আমার এক দিদিশাশুড়ী কম করে কুড়ি বচ্ছর একটা ক্ষেত খামারের কাজ চালালে, তারপর বুড়ী মরবার সময় সব কটা নাতিনাত্‌নীর জন্যে দানপত্তর লিখে দিয়ে গেল; আমাদের উনি ত তখনো জন্মাননি; তা তিনিও দিদিমার সম্পত্তির ভাগ থেকে বাদ পড়েন-নি।"

"হুঁঃ, সেই পাঁচ হাত লম্বা মেয়েমানুষ ত; ট্যারা-ট্যারা চোখ আর খোঁচা-খোঁচা হাত পা। যেন রায়বাঘিনী, মহিষমর্দ্দিনী। তোমার মতো ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায় না গো হার্টপ-গিন্নি।"

"ও মা গো, সেকি কথা, সাত জন্মেও ত তার ট্যারা চোখের কথা শুনিনি। লোকে বরং বলত, ইচ্ছে করলে সে সাতবার বিয়ে কর্‌তে পার্‌ত।' তাও আবার যেমন-তেমন টাকার-কাঙালগুলোর সঙ্গে নয়। বেশ ভাল ঘরে বরেই হত।"

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদের সব অম্‌নিই বুদ্ধি। জগতে যত লোক তোমাদের দিকে একবার তাকিয়েছে, সবাই তোমাদের বিয়ে কর্‌বার জন্যে হা-পিত্যেশ করে' বসে' আছে। যার যত শূন্য ঝুলি আর গণ্ডাভর্ত্তি ছেলে

তারই তত আদর। তা যাক, ও-সব বকবকিয়েও কিছু হবে না, কেঁদে-ককিয়েও কিছু হবে না। আমি যা ভাল বুঝেছি, করেছি, এখন আর কিছু বদ্‌লাতে পার্‌ব না। বাড়ী গিয়ে বুঝেসুজে উঁচুদরে ঘরের মালগুলো বেচে ফেল, আর একটা ভাল দেখে জায়গা খুঁজে ওঠবার জোগাড় কর। বুঝ্‌লেত! যাও এখন বেলামী-গিন্নির ঘরে গিয়ে এক পেয়ালা চা চেয়ে নিয়ে বিদায় হও।"

স্তর ক্রিষ্টফারের কথার ধরণেই হার্টপ-গিন্নি বুঝিল যে আর কিছু নড়্‌চড়্‌ হইবার পথ নাই। অগত্যা সে নত হইয়া একটা নমস্কার করিয়া লাইব্রেরী হইতে বিদায় লইল। জমিদার-মহাশয় তখন জানালার কাছে বসিয়া এই চিঠিখানা লিখিয়া ফেলিলেন; "মিঃ মার্খাম,—ক্রোজফুট কটেজ ভাড়া দিবার কোনো চেষ্টা করিও না। হার্টপের বিধবা স্ত্রী বাড়ী ছাড়িয়া উঠিলে আমি তাহাকে সেখানে থাকিতে দিতে চাই। তুমি যদি শনিবার বেলা এগারটার সময় একবার এস তবে আমি তোমার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়া বাড়ীটা মেরামত করার বন্দোবস্ত করিয়া আসি। আর খানিকটা জমিও ওই সঙ্গে রাখা দরকার, কারণ হার্টপের স্ত্রীর গরুবাছুর ও শূয়োরগুলি রাখিবার জায়গা চাই ত। ভবদীয় ক্রিষ্টফার শেভারেল।"

ঘণ্টাটা টানিয়া চিঠিখানা যথাস্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্তর ক্রিষ্টফার ময়দানের দলে যোগ দিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সেখানে গিয়া দেখেন শুধু বালিশগুলি পড়িয়া আছে; কাজেই বাড়ীর পূর্ব্বদিকে বসিবার ঘরের সন্ধানে চলিলেন। বসিবার ঘরের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রকাণ্ড জানালার পাশেই বাড়ীতে ঢুকিবার খাস দরজা। তাহার সামনে কাঁকর-বিছানো পথ। মস্ত বড় একটা ঘাসের মাঠ পড়িয়া আছে, তাহার উপর দিয়া বাতাস ঘাসের মাথায় ঢেউ দিয়া যাইতেছে। মাঠের দুই ধারে সারি সারি গাছ। জানালাটি

যেন মাঠের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। দূরের ক্ষেতের ভিতর দিয়া একটি ঘাসে-ঢাকা পথ চলিয়া গিয়াছে। তাহারও কিছু দূরে খিলান-করা গেট। জানালাটি খোলা; স্যর ক্রিষ্টফার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, তিনি যাহাদের খুঁজিতেছিলেন, তাহারা এইখানে ঘরের ছাদের অসমাপ্ত কাজ দেখিতেছে। খাইবার-ঘরের ধরণের উজ্জ্বল কারুকার্য্য এখানেও। তবে এখানের কাজটা আরও মার্জ্জিত। দেখিলে মনে হয় এক-টুকরা সুন্দর লেস পাথর করিয়া ফেলা হইয়াছে। নানা রঙের সুতার বুনানিতে যেন তাহা গড়িয়া উঠিয়াছে। এখনও চারিভাগের এক ভাগে রং করা হয় নাই। তাহার তলায় যত মই, সিঁড়ি, ভারা, যন্ত্র প্রভৃতি জড়ো করা। বাকি ঘরখানা একেবারে খালি। কোনো আস্‌বাব নাই। কেবল পাঁচটি মানুষ যেন একটা প্রকাণ্ড 'গথিক' চাঁদোয়ার তলে দাঁড়াইয়া।

স্যর ক্রিষ্টফার দলে যোগ দিয়াই বলিলেন, "ফ্রান্সিস্কো দেখ্‌ছি আজকাল একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাচ্ছে। লোকটা আশ্চর্য্য কুঁড়ে, বাস্তবিক মানুষটার রকম দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। কি করে' তুলি হাতে করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোয়! লোকটাকে কিন্তু তাড়া দিতে হচ্ছে, নইলে অ্যাণ্টনি যদি এবারকার কাজে সুদক্ষ সেনাপতির লক্ষণ দেখায় তবে ত বউ আস্‌বার আগে ঘর থেকে ভারাই নড়্‌বে না। কি বল হে? শীগ্‌গির শীগ্‌গির কেল্লা দখল কর।"

কাপ্তেন উইব্রো একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আরে মশায়, এই অবরোধ জিনিষটাই যুদ্ধ-ব্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে একঘেয়ে।"

"দুর্গের দেয়ালের ভিতর কোমলহৃদয় নামে একটি বিশ্বাসঘাতক থাক্‌লে বোধ হয় আর তা' হয় না। আর বিয়েট্রিস যদি মায়ের রূপের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর হৃদয়টুকুও পেয়ে থাকে, তা হ'লে সে বিশ্বাসঘাতকটির অভাব হবে বলে' বোধ হয় না।"

স্বামীর মুখে পূর্ব্বস্মৃতির কথা শুনিয়া লেডি শেভারেলের মনের ভিতর খোঁচা দিয়া উঠিল। বোধহয় কথার স্রোতটা ফিরাইয়া দিবার জন্যই তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, স্যর ক্রিষ্টফার, ছবি টাঙাবার সময় 'সিবিল'-খানা দরজার উপর দিলে কেমন হয় বল দেখি? আমার বস্‌বার ঘরে ছবিখানা যেন ছবির ভিড়ে খুঁজেই পাওয়া যায় না।"

স্যর ক্রিষ্টফার অত্যন্ত বেশীরকম ভদ্রতা দেখাইয়া সোহাগ-মাখা সুরে বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, গিন্নি, সে ত বেশ খাসাই হবে। তুমি যদি তোমার ঘরের অমন অলঙ্কারখানা হাতছাড়া কর্‌তে রাজি থাক তবে ত কথাই নেই। এ ঘরে সেখানা দিব্যি মানাবে। স্যর জোশুয়ার আঁকা আমাদের ছবিদুখানা জান্‌লার উল্টোদিকে দিলেই হবে, 'খৃষ্টের রূপান্তর'খানা একেবারে শেষে। অ্যাণ্টনি, দেখ্‌ছ ত তোমার আর বউমার ছবির জন্যে ঘরের আর কোনো ভালো জায়গাই খালি রাখ্‌লাম না।"

এইসব কথাবার্ত্তার অবসরে মিঃ গিল্‌ফিল্‌ ক্যাটেরিনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এ বাড়ীর আর-সব জান্‌লার চাইতে এই জান্‌লার সাম্‌নের দৃশ্যটি আমার সুন্দর লাগে।"

ক্যাটেরিনা কোনো উত্তর দিল না। গিল্‌ফিল্‌ দেখিলেন, তাহার চোখ দুটি জলে টল্‌টল্‌ করিতেছে; তাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এস, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। স্যর ক্রিষ্টফার ও গৃহিণীকে বিশেষ ব্যস্ত বোধ হচ্ছে।"

ক্যাটেরিনা নীরবে সম্মতি জানাইলে দুইজনে একটা কাঁকর-বিছানো রাস্তা ধরিয়া লম্বা-লম্বা গাছের তলা দিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া খোলা সবুজ মাঠের উপর দিয়া একটি বেড়া-দেওয়া বড় ফুলবাগানে গিয়া পড়িলেন।—বেড়াইবার সময় কাহারও মুখে কথা ছিল না; মেনার্ড গিল্‌ফিল্‌ জানিতেন যে ক্যাটেরিনার মন আর-এক জায়গায় পড়িয়া আছে; আর তারও

আর-সকলের নিকট হইতে সযত্নে নিজের মনের ভাবটি লুকাইয়া রাখিয়া মেনার্ডের উপর এই বিষাদের বোঝাটি চাপাইয়া দেওয়া অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছিল।

বাগানের কাছে পৌঁছিয়া তাহারা উঁচু বেড়ার ভিতর দিয়া কলের পুতুলের মতন খোলা দরজাটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। প্রথমেই অনেক-খানি জায়গা জুড়িয়া উজ্জ্বল রঙের খেলা। সবুজের উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া আসিতে-আসিতে হঠাৎ ফুলের টক্‌টকে রং যেন আগুনের হল্‌কার মতন চোখ ধাঁধাইয়া দিল। বাগানের জমিটাও ঢেউখেলানো। এতখানি সমতলের পর ইহারও একটা নূতনত্ব ছিল। ঢুকিবার দরজার কাছ হইতে ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়া শেষের দিকে আবার উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে একটি কমলালেবুর বাগান মুকুট হইয়া শোভা পাইতেছে। ফুলগুলি সন্ধ্যার সাজে ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। সূর্য্যমুখী ও 'ভর্বেনা' ফুলের মধুর গন্ধে বাগান ভরপুর। যেন আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের মেলা; সেখানে দুঃখবেদনার দিকে চাহিয়া দেখিতে কেহ নাই। ক্যাটে-রিনার মনে এই ভাবটি জাগিয়া উঠিল। সোনালী, গোলাপী, লাল, নীল, নানা রঙের ফুলের কেয়ারির ভিতর ঘুরিতে-ঘুরিতে তাহার মনে হইল ফুলগুলি যেন তাহার দিকে পরীর মতন চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে, দুঃখ কাহাকে বলে জানে না। তাহার দুঃখের সাথী কেহ নাই। এই একলার দুঃখের ভারে সে যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। এতক্ষণ তাহার ম্লান গণ্ড বাহিয়া মাঝে-মাঝে দুই এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছিল; এইবার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়া আসিল; চোখের জলও ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।—সেই দুঃখিনীর দুঃখে একটিমাত্র স্নেহময় মানুষের হৃদয় দুঃখ পাইতেছিল। সে যে দুঃখিনী তাহা তিনি বুঝিতেন, কিন্তু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া এই বেদনার অশ্রু মুছাইবেন তাহা তিনি

জানিতেন না। তিনি যে নিরুপায়। এই মানুষটির মনের কথা যে ক্যাটেরিনার ইচ্ছার উল্টাদিকে চলিয়াছে, সেই চিন্তাটুকুই কিন্তু তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল। তিনি যে তাহার বৃথা আশার জন্য, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই দুঃখ করিতেছেন, তাহার নিরাশার সম্ভাবনায় নয় ;— এই চিন্তাতেই সে ঐ লোকটির সমবেদনায় তৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। যে সহানুভূতির মধ্যে সমালোচনার গন্ধ পাইবার সন্দেহ আছে, আমাদের দশজনের মতো ক্যাটেরিনাও তাহার প্রতি বিরূপ। সন্দেশের মধ্যে অদৃশ্য ঔষধের সন্দেহ করিয়া ছোট ছেলেরাও এমনই করিয়াই তাহা দূরে ঠেলিয়া রাখে।

মিঃ গিল্‌ফিল্‌ বলিলেন, "ক্যাটেরিনা, কার যেন গলাঁর স্বর পাচ্ছি। ওঁরা বোধ হয় এই দিকে আস্‌ছেন।"

মনের ভাব লুকাইতে সে অনেক দিন হইতেই অভ্যস্ত। তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া, সে বাগানের আর-একদিকে দৌড়িয়া চলিয়া গেল ; যেন গোলাপফুল বাছিতে মহা ব্যস্ত। একটু পরেই কাপ্তেন উইব্রোর হাতের উপর ভর দিয়া লেডি শেভারেল এবং তাঁহাদের পিছন-পিছন স্যর ক্রিষ্টফার ঢুকিলেন। ফটকের কাছের জিরানিয়ামের সারির রূপ দেখিয়া তাঁহারা কিছুক্ষণ থামিলেন। ইতিমধ্যে ক্যাটেরিনা একটি গোলাপের কুঁড়ি হাতে করিয়া লঘু গতিতে আসিয়া জমিদার মহাশয়কে বলিল—"নাও, জ্যাঠামশায়, তোমার জামায় লাগাবার জন্যে কেমন সুন্দর গোলাপ এনেছি।"

তিনি আদর করিয়া টিনার গাল টিপিয়া বলিলেন, "ওরে বাঁদরী, মেনার্ডের সঙ্গে পালিয়েছিলি বুঝি? বেচারীকে জ্বালিয়ে মার্‌লি?—না, দুটো চারটে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে' আর-একটু পাগল করে' তুল্‌লি? আয়, আয়, আমরা তাস খেল্‌তে বস্‌বার আগে আমাদের সেই গানটা

শোনাবি আয়। অ্যাণ্টনি কাল সকালে যাচ্ছে, শুনেছিস ত! তোর কোকিল-কণ্ঠটা শুনিয়ে ওকে একেবারে পুরোদস্তুর ভাবুক প্রেমিক করে' তোল্; 'বাথে' গিয়ে যেন ঠিক্-ঠিক্ চল্‌তে পারে।" টিনার ছোট হাতখানি নিজের হাতের ভিতর দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া জমিদার-মহাশয় গৃহিণীকে "ওগো হেন্‌রিয়েটা" বলিয়া ডাক দিয়া আগে-আগে বাড়ীর দিকে চলিলেন।

সকলে বসিবার-ঘরে ঢুকিলেন। জানালাতে কোনোরকম আড়াল না থাকাতে এবং দেয়ালে নাইট ও লেডিদের লাল শাদা সোনালী প্রভৃতি রং-দেওয়া ছবি থাকাতে ঘরখানা লাইব্রেরীর মত মুখ আঁধার করিয়া নাই। স্যর ক্রিষ্টফারের সুবিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষ স্যর অ্যাণ্টনির একখানা ছবি দেয়ালে টাঙানো। চেহারাখানা জম্‌কালো বটে। এই ছবিখানার মুখোমুখি একটি মহিলার ছবি ঝুলিতেছে, তাঁহার মুখশ্রী কোমল ও গম্ভীর, চুলগুলি কটা কিন্তু প্রায় সোনার মতন চক্‌চকে, তুষারের মতন শুভ্র সুন্দর গড়ানে গলার উপর দিয়া দুইদিকে দুইটি গুচ্ছের মতন পড়িয়া আছে। গায়ের শাদা সাটিনের পোযাকটা যেন সুন্দরীর জ্যোৎস্নার-মতন-কোমল রঙের কাছে আপনার কর্কশতায় লজ্জা পাইতেছে। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় রাজারাজ্‌ড়ার মা হইবারই উপযুক্ত।

এই ঘরে চা দেওয়া হইল; রোজ সন্ধ্যায় যেমন নিয়মিতভাবে চাতালের মস্ত বড় ঘড়িটায় গম্ভীর স্বরে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিয়া যায় অমনি নিয়মিত ভাবেই এই ঘরে জমিদার-মহাশয় গৃহিণীকে লইয়া তাস খেলিতে বসেন। সাড়ে দশটা বাজিয়া গেলে মন্দিরে পরিবারের সকলে মিলিত হন এবং মিঃ গিল্‌ফিল্ শাস্ত্র হইতে প্রার্থনা পাঠ করেন।

কিন্তু আজ এখনও নয়টা বাজে নাই, কাজেই ক্যাটেরিনাকে তাহার ছোট বাজ্‌নাটি বাজাইয়া স্যর ক্রিষ্টফারের প্রিয় গানগুলি গাহিতে হইবে। সেদিন কপালগুণে গান দুটির ভাবের সঙ্গে গায়িকার মনের ভাব খুব

মিলিয়া গিয়াছিল, তুইটিতেই গায়ক তাহার হারামণির উদ্দেশ্যে হৃদয়ের ব্যাকুলতা ঢালিয়া দিতেছে। ক্যাটেরিনার বেদনা তাহার গানের বাধা না হইয়া যেন তাহার জোর বাড়াইয়া দিল। তাহার সকল শক্তির মধ্যে গাহিবার শক্তিটি ছিল শ্রেষ্ঠ, এই একটি মাত্র গুণেই বোধ হয় সে অ্যাণ্টনির বাগ্‌দত্তা বড়ঘরের সুন্দরীটিকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিত। তাহার ভালবাসা, ঈর্ষ্যা, গর্ব্ব, ও নিজের ভাগ্যের প্রতি বিদ্রোহ সবগুলি যেন আজ একসঙ্গে মিশিয়া একটা আবেগের স্রোত বহাইয়া তাহার মধুর গভীর সুরের লহরীর রূপ ধরিয়া উছলিয়া পড়িতেছিল। তাহার গলার স্বর বেশ নীচু। লেডি শেভারেলের সঙ্গীতের উপর খুব ঝোঁক; টিনার গলা বেশী গাহিয়া পাছে একটু খারাপ হইয়া যায়, তাই সেদিকে তাঁহার খুব নজর ছিল।

প্রথম গানটির শেষে লেডি শেভারেল বলিলেন, "ক্যাটেরিনা, আজ তোমার গান চমৎকার হয়েছে, তোমাকে অমন গাইতে আর আমি কখনো শুনিনি। আর-একবারটি গাও।"

আবার সেই গানটিই হইল। তাহার পর দ্বিতীয় গান। ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্যর ক্রিষ্টফার এই গানটিও তুইবার না শুনিয়া ছাড়িলেন না। গানের শেষ সুরটি যখন মিলাইতেছে তখন তিনি বলিলেন, "আমার কালো-চোখী কি আশ্চর্য্য মেয়ে! এইবার তাস খেল্‌বার টেবিলটা নিয়ে এস ত।" ক্যাটেরিনা টেবিলটা টানিয়া আনিয়া তাসগুলি তাহার উপর রাখিল; তাহার পর পরীর মতন ক্ষিপ্রগতিতে গিয়া স্যর ক্রিষ্টফারের সাম্‌নে বসিয়া তাঁর হাঁটু জড়াইয়া ধরিল। তিনি নীচু হইয়া তাহার গালে আস্তে-আস্তে টোকা দিতে-দিতে হাসিতে লাগিলেন।

লেডি শেভারেল বলিলেন, "ক্যাটেরিনা, কি বোকামি কর্‌ছ। যত-সব সেকেলে থিয়েটারী ঢং!"

সে চট্‌ করিয়া উঠিয়া গানের বইগুলি বাজনার উপর গুছাইয়া রাখিল। জমিদার ও তাঁহার গৃহিণী তখন খেলায় ব্যস্ত। তাহা দেখিয়া সে আস্তে-আস্তে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

গানের সময় কাপ্তেন উইব্রো ছিলেন বাজনার গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আর তরুণ পাদ্রী ঘরের এক কোণে একটা শোফায় শুইয়া। দুইজনই এখন একখানা করিয়া বই লইয়া বসিলেন। মিঃ গিল্‌ফিলের হাতে একটা মাসিকের শেষসংখ্যা; কাপ্তেনের হাতে একখানা "Faublas." তিনি গদির উপর পড়িয়া আছেন। ঘরখানি একেবারে নিঃঝুম নিস্তব্ধ। দশ মিনিট আগে এই ঘরই ক্যাটেরিনার সুরের উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

টিনা দালানের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া চলিয়াছে। দালানের মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট তেলের-বাতির আলোয় অন্ধকারটা একটু সরিয়া-সরিয়া গিয়াছে। ইহার পরে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একটা মস্ত দালান সমস্ত বাড়ীর পূর্ব্বদিকটা জুড়িয়া আছে। ক্যাটেরিনার এইটি একলা আপন মনে বেড়াইবার জায়গা। জানালার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল আলো আসিয়া দেয়ালের গায়ের নানা-রকম আস্‌বাবপত্রের উপর পড়িয়া আলো ও ছায়ার কি একটা অদ্ভুত ধরণের নক্সা কাটিতেছিল। কোথাও একটা গ্রীক মূর্ত্তি, কোথাও বা কোনো রোমান রাজার মূর্ত্তি; এক জায়গায় একটা নীচু দেরাজের মধ্যে নানারকম দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ করা আছে; আর-এক জায়গায় হরিণ মহিষ প্রভৃতির শিং, গরম দেশের নানারকম পাখী সাজানো। বড়-বড় শাঁখ, শামুক, হিন্দু দেবমূর্ত্তি, তলোয়ার ছোরা, এক-টুক্‌রা বর্ম্ম, রোমান আলো, গ্রীক মন্দিরের ছোট-ছোট প্রতিমূর্ত্তি, এইসব কত হরেক-রকমের সংগ্রহ। তাহাদের উপরে উঁচুতে এই বংশের পুরানো ছবি ঝুলিতেছে—ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের

মাথা চাঁছা গলায় শক্ত ঝালর দেওয়া ছবি, আর একদিকে কত গোলাপী গণ্ডের বাহার ; সুন্দরীদের মুখের চাইতে মাথার টুপির বাহার ঢের বেশী ; আবার কত বীর পুরুষের ছবি, তাঁহাদের কাঁধ উঁচু-উঁচু, লাল দাড়ি ছুঁচোলো।

বর্ষাবাদলের দিনে স্যর ক্রিষ্টফার সগৃহিণী এইখানে বেড়াইতেন। এখানে বিলিয়ার্ড খেলাও চলিত। কিন্তু সন্ধ্যায় এদিকটায় এক ক্যাটেরিনা ছাড়া আর বড় কাহারও গতি ছিল না। মাঝে-মাঝে আর-একজনেরও ছিল।

সে জ্যোৎস্নার আলোয় এদিক ওদিক পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার ফ্যাকাশে মুখ আর শাদা পোষাকে তাহাকে অতীতের কোনো লেডি শেভারেলের ছায়ামূর্ত্তির মতন দেখাইতেছিল, যেন চাঁদের আলোর মায়া কাটাইতে না পারিয়া আবার এ-জগতে দেখা দিতে আসিয়াছেন।

একটু পরে সে গাড়ী-বারান্দার দিকের জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, সাম্‌নের গাছপালা আর সবুজ মাঠের দিকে চাহিয়া দেখিল, কতদূর জুড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! চাঁদের আলোয় যেন শীতে আড়ষ্ট হইয়া বিষণ্ণভাবে পড়িয়া আছে।

হঠাৎ একটা গরম নিশ্বাসের হাওয়ার সঙ্গে গোলাপের গন্ধ তাহার দিকে ভাসিয়া আসিল ; কে তাহাকে বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া একখানা নরম হাতে তাহার ছোট হাতখানি তুলিয়া ধরিল।

ক্যাটেরিনার শরীরের ভিতর দিয়া যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিয়া-গেল ; একমুহূর্ত্ত সে পাথরের মূর্ত্তির মতন নিশ্চল হইয়া রহিল ; পর মুহূর্ত্তেই হাত দুইখানাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের উপর যে একখানা মুখ ঝুঁকিয়া ছিল, ক্যাটেরিনা করুণামাখা চোখ দুটিতে

ভর্ৎসনা ভরিয়া তাহার দিকে তাকাইল। সে-চোখে হরিণীর আপনা-ভোলা দৃষ্টি আর নাই। ওই দৃষ্টিটুকুতেই দুঃখিনী বালিকার হৃদয়ের কথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গভীর ভালবাসা ও প্রবল হিংসাই তাহার স্বভাবের সার।

খুব নীচু গলায় কাপ্তেন উইব্রো বলিল, "আমায় ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছ কেন টিনা? ভাগ্য আমার প্রতি বিরূপ বলে' কি তুমি আমারই উপরে রাগ করেছ? যে-মামা আমাদের দুজনের জন্যেই এত করেছেন, তুমি কি চাও যে আমি তাঁর এত সাধের বাসনার পথে বাধা দিই? তুমি ত জানো আমাকে—অর্থাৎ আমাদের দুজনকেই কর্ত্তব্যের কাছে হৃদয় বলি দিতে হবে।"

ক্যাটেরিনা মাটিতে পা ঠুকিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা জানি তা' আর দুবার করে' বল্‌তে হবে না।"

ক্যাটেরিনার মনের ভিতর যে-কথাটি উঁকি মারিতেছিল, তাহাকে সে এখনও আসরে নামিতে দেয় নাই। মন কেবল বলিতেছিল, "তবে ও আমাকে ভাল বাসালে কেন? যদি আমার জন্যে এতটুকু সংগ্রামও কর্‌তে পার্‌বে না জান্‌ত, তবে কেন আমাকে ওর ভালবাসা জানালে।" প্রেম উত্তর দিল, "ক্যাটেরিনা, তুমিও যেমন হৃদয়ের টানে ভালবেসে ফেলেছ, সেও তেমনি না বুঝে তখন জানিয়ে ফেলেছে। এখন কিন্তু তোমার ওকে উচিত-পথে চল্‌তে সাহায্য করা উচিত।" মন আবার বলিল, "ওর কাছে সে-সব ছেলেখেলামাত্র ছিল; তোমায় ফেলে যেতে ওর কিছু তেমন লাগে না। ও ত দুদিনের মধ্যেই সেই সুন্দরীকে ভালবাস্‌বে, আর এই রোগা ফ্যাকাশে মেয়েটাকে একেবারে ভুলে যাবে।"

তরুণ প্রাণটির মধ্যে রাগ হিংসা ও ভালবাসার এইরকম সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

কাপ্তেন উইব্রো আর-একটু নরম সুরে বলিতে লাগিলেন, “তা ছাড়া আর-একটা কথাও আছে টিনা; আমি বোধ হয় এ-কাজে সফল হব না। মিস্ অ্যাশার, শুনেছি, আর-একজন কাকে পছন্দ করেন। আর তুমি ত জানই এ ব্যাপারে বিফল হওয়াই আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি ভাগ্যহীন কুমাররূপে ফিরে এসে হয়ত দেখ্ব, ইতিমধ্যেই সুন্দর পাদ্রীটির সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। সে ত তোমার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। বেচারা! স্যর ক্রিষ্টফার ত তোমার সঙ্গে গিল্‌ফিলের সম্বন্ধ ঠিক করেই রেখেছেন।”

“ও-সব তোমায় কে বল্‌তে বলেছে। নিজের টান নেই তাই যত কথার জাল ফাঁদ্‌ছ। যাও, আমার কাছ থেকে সরে’ যাও।”

“টিনা, লক্ষীটি ঝগ্‌ড়া করে’ বিদায় দিও না। এ-সবই হয়ত একদিন কেটে যাবে। হয়ত এমনও ঘট্‌তে পারে যে আমার বিয়েই হবে না। এই রোগেই হয়ত আমার দিন ফুরিয়ে যাবে; তখন আর আমি আর-কারুর স্বামী হব না, জেনে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার্‌বে। কখন যে কি হতে পারে তা কে বল্‌তে পারে বল? বিবাহের পবিত্র বাঁধনে বাঁধা পড়্‌বার আগেই হয়ত আমি স্বাধীন হয়ে যেতে পারি; তখন আমি আমার পাপিয়াটিকেই বরণ করে নেব। সময় হবার আগেই অত ভেবে মরে’ কি লাভ?”

“প্রাণে এতটুকু মায়া না থাক্‌লে অমন কথা বলা খুব সোজা। পরে কি হবে না-হবে কে জানে; এখনকার দুঃখই যে সয় না। তা’ আমার দুঃখে ত আর তোমার কিছু এসে যায় না।” বলিতে-বলিতে টিনার চোখ দিয়া ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

অ্যাণ্টনি হাত দিয়া টিনার কোমর জড়াইয়া তাহাকে কাছে টানিয়া একেবারে মন-গলানো মিষ্টি সুরে বলিল, “টিনা, তোমার দুঃখে আমার

কিছু হয় না ?” বেচারী টিনা এই স্পর্শ ও এই স্বরের যেন কেনা দাসী ! দুঃখ, ক্রোধ, অতীতের চিন্তা, ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা কোথায় মিলাইয়া গেল। গত ও আগত সমস্ত জীবন এই একটি মুহূর্ত্তের আনন্দের মধ্যে মিশিয়া অ্যাণ্টনির চুম্বনে রূপ ধরিয়া উঠিল।

কাপ্তেন উইব্রো ভাবিল, “আহা, বেচারী টিনা ! আমায় পেলে ওর কি সুখটাই না হ'ত। কিন্তু মেয়েটা একেবারে পাগল।”

সেই মুহূর্ত্তে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ঘণ্টার উচ্চধ্বনিতে টিনার সুখস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল, মন্দিরের প্রার্থনার সময় হইয়াছে। ঘণ্টা তাই সকলকে ডাক দিতেছে। টিনা ছুটিয়া চলিয়া গেল ; কাপ্তেন উইব্রো ধীরে ধীরে তাহার পিছনে চলিল।

মন্দিরের ভিতরের দৃশ্যটি ভারি সুন্দর। পরিবারের সকলে হাঁটু গাড়িয়া পূজায় বসিয়াছে ; একজোড়া মোমবাতির ম্লান কোমল আলো নত দেহগুলির উপর পড়িয়াছে। বেদীর সাম্‌নে মিঃ গিল্‌ফিল্ ; আজ তাঁহার মুখ অন্য দিনের চেয়ে আরো বেশী গম্ভীর। তাঁহার দক্ষিণ দিকে লাল মখ্‌মলের গদির উপর বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ; প্রৌঢ় বয়সের গাম্ভীর্য্যমাখা শ্রীতে তাঁহাদের সৌম্য সুন্দর মুখ দুখানি উজ্জ্বল। তাঁহার বাঁ দিকে যৌবনশ্রী অ্যাণ্টনি ও ক্যাটেরিনার রূপে বিরাজিত। তাহাদের চেহারায় কিন্তু আশ্চর্য্য প্রভেদ। একজনের সুগঠিত দেহের সুন্দর রেখাগুলি ও উজ্জ্বলবর্ণ তাহাকে অমরপুরীর দেবমূর্ত্তির যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল ; আর-একজন ছোটখাট শ্যামবর্ণ যেন একটি বেদিয়া বালিকা। লাল-কাপড়-ঢাকা কাঠের আসনের উপর বাড়ীর ঝি-চাকরদের দল বসিয়া ছিল, মেয়েদের মধ্যে বাড়ীর ভাঁড়ারের কর্ত্রী বুড়ি বেলামী-গিন্নি দুধের মতন শাদা ধপ্‌ধপে টুপি জামা পরিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া সকলের আগে বসিয়াছে। তাঁহার সঙ্গেই গৃহিণীর

ঝি খিট্‌খিটে শার্প-গিন্নি সস্তাদামের জাঁকালো পোষাক পরিয়া বসিয়া। পুরুষদের মধ্যে সর্দ্দার চাকর মিঃ বেলামী ও স্যর ক্রিষ্টফারের খান্‌সামা মিঃ ওয়ারেন সকলের আগে।

বন্দনার পরে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল, ঝি-চাকরেরা নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর লোকেরা ড্রয়িংরুমে গিয়া পরস্পরের শুভ-রাত্রি কামনা করিয়া যে যাহার ঘরে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। দুটি মানুষ কেবল ঘুমাইল না। ক্যাটেরিনা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বারটা বাজিবার পর ঘুমাইল। ক্যাটেরিনা হয়ত কাঁদিতেছে এই ভাবনায় মিঃ গিল্‌ফিল্‌ প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া পড়িয়া রহিলেন।

কাপ্তেন উইব্রো এগারটার সময় খানসামাকে বিদায় দিয়া মধুর নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল; চিকণের কাজকরা বালিসের উপর তাহার সুন্দর মুখটি খোদাইকরা একটি মণির মতন দেখাইতেছিল।

তিনের পরিচ্ছেদ।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে শেভারেল-প্রাসাদের ভিতরকার অবস্থা যে কি-রকম ছিল সূক্ষ্মদর্শী পাঠক আগের পরিচ্ছেদ পড়িয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সেবারকার গ্রীষ্মে অতবড় ফরাসী জাতিটা যে, দুঃখের সূচনা-স্বরূপ নানা বিরোধী চিন্তা ও প্রবৃত্তির সংগ্রামে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা আমরা জানি। আমাদের টিনার ছোট হৃদয়খানির মধ্যেও একটা প্রবল সংগ্রাম চলিয়াছিল। বেচারী ছোট পাখীটি উড়িবার চেষ্টায়, অদৃষ্টের লোহার গারদে বৃথাই তাহার কোমল বুকটি ঠুকিয়া মরিতেছিল। মুক্তি যে নাই। এই উদ্বেগের ফল যে কি তাহা ত আমরা দেখিতেই পাইতেছি। এই বেদনা যদি বাড়িয়াই চলে, যদি আর দূর না হয়, তবে হয়ত তাহার আহত হৃদয়খানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে।

ইতিমধ্যে যদি ক্যাটেরিনা ও তাহার বন্ধু-বান্ধবের উপর তোমাদের একটু টান হইয়া থাকে,—আমার ত বিশ্বাস সেটা হইয়াছে—তবে হয়ত সে এখানে কি করিয়া আসিল, সে প্রশ্নটাও তোমাদের মনে জাগিয়াছে। এই যে দক্ষিণ-দেশীয়া মেয়েটির কালো হরিণ-চোখ, ছোটখাট গড়ন, শ্যাম বর্ণ, যাহার মুখ দেখিলেই অলিভ-গাছে-ঘেরা পাহাড় আর বাতি-জ্বালা মন্দিরগুলি চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠে, সে এই সুন্দরী গৌরী প্রবীণা লেডি শেভারেলের পাশে এই জমকালো ইংরেজী প্রাসাদে বাসা বাঁধিল কোথা হইতে? ঠিক যেন একটি ছোট

টুনটুনি পাখী বাগানের এল্‌ম্‌ গাছের ডালে রাণীর পোষা সুন্দর লক্কা পায়রাটির পাশে আসিয়া বসিয়াছে। এ ইংরেজীও বলে বেশ, প্রোটেষ্টাণ্ট পূজায় যোগও দিতেছে। নিশ্চয়ই খুব ছোট বেলায় কেহ ইহাকে ইংলণ্ডে আনিয়া পালন করিয়াছে। সত্যই তাই।

স্যর ক্রিষ্টফার যখন বছর পনেরো আগে গৃহিণীকে সঙ্গে করিয়া শেষবার ইতালী যান, তখন তাঁহারা মিলানে কিছুদিন ছিলেন। স্যর ক্রিষ্টফার গথিক স্থাপত্যের বড়ই ভক্ত। সে সময় তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল নিজের শাদাসিধা ইটের বাড়ীখানাকে গথিক ধরণের প্রাসাদ বানাইয়া ফেলেন। তাই তিনি মিলানের মর্ম্মর-মন্দিরের রহস্য উদ্ধারে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। লেডি শেভারেল ইতালীর যে শহরেই বেশীদিন ছিলেন, সেখানেই গানের জন্য একটি শিক্ষক রাখিতেন; এবারও সেটা বাদ পড়ে নাই। তাঁহার তখন গলাটাও ছিল খুব উঁচু আর মধুর এবং গান জিনিসটাতেও বেশ অধিকার ছিল। তখনকার দিনে বড়লোকমহলে হাতের লেখা গান আর স্বরলিপির ব্যবহারটা ছিল খুব পয়সাওয়ালার পরিচয়। তাই যাহাদের রোজ্‌গার করিবার মতন আর কোনো গুণ ছিল না এমন অনেক লোকে তাঁহার মতন বড়লোকদের জন্য গান নকল করিয়া দিন চালাইত। লেডি শেভারেলের এই কাজের জন্য একটি লোক দর্‌কার হওয়াতে তাঁহার ওস্তাদ আল্‌বানী বলিলেন যে তাঁহার পরিচিত একটি লোক আছে তাহার মতন সুন্দর আর নির্ভুল করিয়া নকল করিতে প্রায় আর কাহাকেও দেখা যায় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে লোকটির সব সময় মতি স্থির থাকে না, কাজেই তাহার কাজটা অগ্রসর হয় কিছু ধীরে ধীরে। কিন্তু শেভারেল-গৃহিণী যদি গরীব বেচারা সার্টিকে কাজে লাগান তবে সে দয়াটা তাঁহার মতম সুন্দরী ও ধনী-গৃহিণীর উপযুক্ত কাজই হইবে।

শার্প-গৃহিণী লেডি শেভারেলের ঝি ; তাহার বয়স তখন সবে তেত্রিশ বৎসর, বেশ টাট্‌কা তাজা শরীর। ওস্তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পরদিন সকালে মিসেস শার্প গৃহিণীর খাস কাম্‌রায় গিয়া খবর দিল, "ঠাক্‌রুণ, বাইরে একটা যাচ্ছে-তাই নোংরা ময়লা কুচ্ছিত লোক এসেছে, সে মিঃ ওয়ারেনকে বলে কি না ওস্তাদ তাকে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাকে এখানে আনাটা আপনি পছন্দ কর্‌বেন বলে ত আমার মনে হয় না, লোকটা বোধ হয় ভিখিরী ধরণের হবে।"

"হ্যাঁ, হাঁা, তাকে এখুনি ভেতরে ডেকে আন।"

শার্পগিন্নী বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকিতে-বকিতে বাহির হইয়া গেল। ইতালী-সুন্দরী ও তাঁহার সন্তানদের প্রতি তাহার ভক্তির কোনো লেশ দেখা যাইত না। স্যর ক্রিষ্টফার ও তাঁহার গৃহিণীর প্রতি যদিও তাহার অচলা ভক্তি, কিন্তু তাঁদের মতন ভদ্রলোকের এমন আজ্‌গুবি দেশে বেড়াইবার খেয়াল যে কেন হয়, তাহা তাহার ধারণার বাহিরে। "যত সব বিধর্ম্মীর আড্ডা, সাত জন্মে লোকে কাপড়চোপড় রোদে দেয় না, আর গায়ের রসুনের গন্ধে ত ভূত পালায়।"

যাহা হউক খানিক পরেই আবার সে একটি বেঁটে-খাট রোগা লোককে সঙ্গে করিয়া হাজির হইল। তাহার গায়ের রং শ্যাম, কিন্তু তাহাও অস্বাস্থ্যের কল্যাণে 'হলুদবরণ' হইয়া উঠিয়াছে। নিস্তেজ চোখদুটির চাহনি কেমন যেন চঞ্চল। অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে একটা অতি ভীতির ভাব জড়ানো। দেখিলে মনে হয় লোকটি বহুকাল নির্জ্জন কারাবাসে কাটাইয়া আসিয়াছে। এই দীনতা ও মলিনতার মধ্যেও যৌবনের শেষ রশ্মি মাঝে-মাঝে উঁকি দিতেছিল ; এককালে যে চেহারাটা ভালই ছিল তাহাও দেখিয়া বোধ হইতেছিল। লেডি শেভারেলকে অতি

কোমল বলা মোটেই চলে না, ভাব-প্রবণ ত আরোই না ; তবে দয়া জিনিসটার মূল্য তিনি খুব ভাল করিয়াই বুঝিতেন—অন্ধ, আতুর, পঙ্গুর মতন যাহারা তাঁহার মন্দিরে আসিত দেবীর মতন কৃপা করিয়া তাহাদের কল্যাণ বিতরণ করিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। দরিদ্র সার্টিকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল ; সে যেন একখানা ভাঙা নৌকার শেষটুক্‌রা ; অতীতে কোনো দিন হয়ত বেণু-বীণার সুরের তালে-তালে নাচিতে নাচিতে জীবনের স্রোতে উজান বাহিয়া যাইতে পারিত। যে গানগুলি স্বরলিপি নকল করিতে হইবে লেডি শেভারেল সদয়ভাবে সেগুলি তাহাকে দেখাইয়া দিলেন। এই মহিমাময়ী যেন আপন প্রভায় লোকটাকে তাজা করিয়া তুলিলেন। গানের বইগুলা বগলে করিয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় এইবার সে যে নমস্কার করিল, তাহাতে ভক্তির ভাগটা কম পড়ে নাই বটে, কিন্তু ভীতির ভাবটা অনেক কম।

কম করিয়া দশ বৎসরের মধ্যে সার্টির চোখে লেডি শেভারেলের মতন উজ্জ্বল মহান আর সুন্দর কোমল জিনিস পড়ে নাই। যে কালে সে অল্পদিনের জন্য চক্‌চকে সাটিন আর শুভ্র পালকের পোষাক পরিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রধান গায়কের পদে দেখা দিয়াছিল, সে কাল ত কোন্ আদি যুগের কথা। তাহার পরের বৎসর শীতের সময় তাহার অমন সুন্দর গলা কোথায় হারাইয়া গেল, পড়িয়া রহিল শুধু ভাঙা বাঁশীর মতন তাহার তুচ্ছ দেহটা ; তাহাতে এক আগুন জ্বালা ছাড়া আর কোন্ কাজ চলে ? সাধারণ ইতালীয় গায়কদের মতন তাহারও বিদ্যা নিতান্তই অল্প, শিক্ষা দিয়া খাওয়া তাহাতে চলে না ; হাতের লেখাটা সুন্দর না হইলে অসহায় তরুণী স্ত্রীটিকে লইয়া তাহাকে বোধ হয় না খাইয়া মরিতে হইত। তাহাদের তৃতীয় সন্তানটির জন্মের পর কি এক ভীষণ জ্বর আসিয়া দুর্বল মাতা ও বড় ছেলেটিকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সার্টিকে

জ্বরে ধরিল; কিছুদিন রোগভোগের পর দুর্ব্বল দেহ ও মস্তিষ্ক লইয়া সে একটি চার মাসের ছোট মেয়েকে সম্বল করিয়া রোগশয্যা ছাড়িয়া উঠিল। তাহার বাসা ছিল এক স্থূলকায়া উগ্রচণ্ডা ফলওয়ালীর দোকানের উপর। মেয়েমানুষটির যেমন গলার জোর তেমনি মেজাজ গরম। তবে সেও এককালে ছেলেপিলের মা ছিল, কাজেই কালো কালো চোখওয়ালা ওই ছোট ফ্যাকাশে মেয়েটির ভার সে-ই লইল, অসুখের সময় সার্টির সেবাটাও সে-ই করিয়াছিল। সার্টি বাসা বদ্‌লাইল না, স্বরলিপি নকল করিয়া যা' দুই-চার পয়সা জুটিত তাহাতেই ছোট মেয়েটিকে লইয়া কষ্টেসৃষ্টে তাহার চলিত। বেশীর ভাগ কাজই জুটাইয়া দিতেন ওস্তাদ আল্‌বানী মহাশয়। ছোট মেয়েটির মুখ চাহিয়াই সে বাঁচিয়া ছিল। দোকান-ঘরের উপরে দোতলার ছোট ঘরখানাতে একলা খুকীকে লইয়াই সে ব্যস্ত। তাহাকে যত্ন করিত, তাহাকেই আদর করিত; খেলার সাথীও সে, গল্পের সঙ্গীও সে। কাজ আনিবার ও দিয়া আসিবার জন্য যেটুকু সময় বাহিরে থাকিতে হইত, সেইটুকুর জন্য বাড়ীওয়ালীর উপর তাহার পুষিমেনিটির ভার দিয়া যাইত। দোকানে ফল-পাকুড় কিনিতে আসিলে লোকে প্রায়ই দেখিয়া যাইত ক্ষুদে ক্যাটেরিনা মটরের গাদার মধ্যে পা ডুবাইয়া মেজের উপর বসিয়া আছে। পা দিয়া মটরগুলো ছড়ানতে তাহার বেজায় আনন্দ। কখনো বা দেখা যাইত ফলওয়ালী দুষ্টুমি বন্ধ রাখিবার জন্য একটা মস্ত ঝুড়ির ভিতর খুকীকে বসাইয়া রাখিয়াছে।

ফলওয়ালী ছাড়া সার্টির খুকীর আর-এক রক্ষয়িত্রীও ছিল। সার্টির দেবতায় নিষ্ঠা ভক্তি খুব। ক্যাটেরিনাকে সঙ্গে করিয়া সপ্তাহে তিনবার সে একটা বড় গির্জ্জায় যাইত। সকালবেলার সূর্য্যের আলো যখন এই গির্জ্জার বাহিরের অসংখ্য ঝক্‌ঝকে চূড়াগুলিকে গরম করিয়া ভিতরের

অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিত, তখন প্রায়ই দেখা যাইত বড় বড় থামগুলার অলস ছায়ার পাশে একটি পুরুষের ছায়া চঞ্চল হইয়া ফিরিতেছে ; তাহার কোলে একটি শিশু। গানের ঘরের কাছে একটি নিরালা জায়গায় একটি ছোট টিনের ম্যাডোনা-মূর্ত্তি ছিল, লোকটির গতি সেইদিকে। শিশু যেমন প্রকৃতির মহান সৌন্দর্য্যের মধ্যে আকাশ কি তরুলতার দিকে ফিরিয়াও দেখে না, আপনার চোখের দৃষ্টির কাছাকাছি যে ছোট পালক কি পোকাটি উড়িয়া বেড়ায় তাহারই উপর নিজের মনটা ঢালিয়া দেয়, বেচারী সার্টিও তেমনি এই প্রকাণ্ড গির্জ্জার এত বিরাট মূর্ত্তির মধ্যে সব ছাড়িয়া দিয়া ওই ছোট টিনের মাতৃমূর্ত্তিটিকেই দেবতার করুণা ও আশ্রয়ের মূর্ত্তিরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। ক্যাটেরিনাকে পাশে বসাইয়া সার্টি এইখানেই পূজা ও প্রার্থনা করিত। মাঝে মাঝে গির্জ্জার কাছাকাছি কোনো জায়গায় যাইবার দরকার হইলে সার্টির যদি খুকীকে সেখানে লইয়া যাইবার ইচ্ছা না থাকিত, তবে সে তাহাকে এই ম্যাডোনার কাছে আনিয়া বসাইয়া দিত। খুকী লক্ষ্মী মেয়ের মতন আপন মনে সেইখানে বসিয়া দুলিত আর হাত মুখ ঘুরাইয়া মিষ্টি সুরে অজানা ভাষায় কত কথা বলিত। সার্টি ফিরিয়া আসিয়া দেখিত মা তাহার ক্যাটেরিনার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

এই সার্টির মোটামুটি ইতিহাস। লেডি শেভারেল তাহার কাজে এতই খুসী হইয়া উঠিলেন যে সে-কাজ শেষ করিয়া আনিয়া দিবামাত্র নূতন কাজ দিলেন। কিন্তু এবার সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তাহার আর দেখা নাই। নিজেও আসে না, স্বরলিপিও পাঠাইয়া দিল না। লেডি শেভারেল উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, মনে করিলেন তাহার বাড়ীর ঠিকানায় ওয়ারেনকে পাঠাইয়া দি। ইতিমধ্যে একদিন বেড়াইতে বাহির হইবার সময় খান্‌সামা একটুকরা কাগজ আনিয়া দিয়া বলিল,

একটা ফলওয়ালা মা-ঠাকুরুণের জন্য কাগজখানা রাখিয়া গিয়াছে। কাগজে ইতালীয় ভাষায় মাত্র তিন লাইন লেখা, অক্ষরগুলি কাঁপিয়া গিয়াছে।

"মহা-মহিমান্বিতা ঠাকুরাণী কি ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করিয়া কৃপা-পূর্ব্বক এই মুমূর্ষুকে একবার দেখা দিবেন?" হাতের লেখা কাঁপিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সার্টির লেখা বলিয়া বোঝা যায়। লেডি শেভারেল গাড়োয়ানকে সার্টির বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। একটা অপরিচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ রাস্তায় লা পাজ্জিনীর ফলের দোকানের সাম্‌নে গাড়ী থামিতেই ফলওয়ালী বিশাল দেহ লইয়া দরজায় আসিয়া উপস্থিত। শার্পগিন্নি ত তাহাকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ফলওয়ালীর হাসি আর ধরে না, গোটা কয়েক নমস্কার ঠুকিয়া মিলানের ভাষায় মহারাণীকে সম্বোধন করিয়া অনেক কথা বলিল। দুঃখের বিষয় তিনি কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিলেন না, কাজেই সার্টি মহাশয়ের ঘর দেখাইয়া দিবার অনুরোধ করিয়া তাহার কথার স্রোত বন্ধ করিলেন। সরু সরু অন্ধকার সিঁড়ি। লা পাজ্জিনী আগে আগে চলিয়া উপরে মহারাণীর জন্য দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। দরজার উল্টা দিকে একটা নীচু খাটে ছেঁড়া বিছানা। তাহার উপর সার্টি পড়িয়া আছে। তাহার চোখ দুটা কাচের চোখের মতন জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। ঘরে লোক ঢোকার কোনো সাড়া সে পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

খাটের তলার দিকে একটা সাদা টুপি পরিয়া একটি ছোট মেয়ে বসিয়া আছে। তাহার বয়স তিন বৎসরের বেশী হইবে না। পায়ে দুটা চামড়ার জুতা, তাহার উপরদিকে রোগা-রোগা দুটো ফ্যাকাশে হল্‌দে মতন পা দেখা যাইতেছে। গায়ের জামার কাপড়টা বোধ হয় এককালে খুব চটকদার ফুলকাটা রেশমী ছিল। পোষাকের মধ্যে

ওইটি মাত্র তাহার সম্বল। তাহার ছোট মুখখানার মধ্যে বড় বড় কালো চোখ দুটি পুরানো হাতীর দাঁতের অদ্ভুত মূর্ত্তির মণির চোখের মতন ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। তাহার হাতে একটা খালি শিশি। তাহার ছিপিটা বার বার ফট্ ফট্ করিয়া খুলিয়া আর বন্ধ করিয়া সে খেলা করিতেছিল।

লা পাজ্জিনী বিছানার কাছে গিয়া বলিল, "এই যে রাণীমা এসেছেন!" কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, তখনই আবার চম্‌কাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "হা ভগবান! এ যে সব শেষ হয়ে গেছে।"

তাই বটে! চিঠিখানা যথাসময়ে পাঠানো হয় নাই, তাই হতভাগ্য সার্টির শেষ বাসনা আর মিটিল না। সে যে আশা করিয়া ছিল এই বড়-ঘরের ইংরেজ-ঘরণীর হাতে তাহার টিনাকে সঁপিয়া দিবে। যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিয়াছিল যে এবার মৃত্যুর ডাক আসিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে কেবল ওই কথাই ঘুরিয়াছে। তাঁহার ধন আছে, দয়া আছে, এই দরিদ্র অনাথ শিশুকে তিনি কিছুতেই পায়ে ঠেলিতে পারিবেন না। তাই সে তাঁহার দর্শনভিখারী হইয়া ওই কাগজের টুক্‌রাটুকু পাঠাইয়াছিল, প্রার্থনাও তাহার পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া ভিক্ষা চাহিবার জন্য সে প্রাণটাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। মৃতের প্রতি মানুষের শেষ কর্ত্তব্যটুকু যেন ভদ্রভাবেই হয় এই ইচ্ছায় লেডি শেভারেল লা পাজ্জিনীকে কিছু টাকা দিয়া ক্যাটেরিনাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। স্যর ক্রিষ্টফারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। কান্নাকাটি মিসেস শার্পের আসে না। কিন্তু ক্যাটেরিনাকে কোলে করিয়া আনিবার জন্য তাহাকে যখন সার্টির ঘরে ডাকা হয়, তখনকার সে করুণ দৃশ্য

দেখিয়া তাহার মনটাও এমন হইয়া যায় যে অমন খিট্‌খিটে মানুষও এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলিয়া পারিল না। মিসেস শার্প বিশেষ কারণেই কান্না জিনিসটাকে বাদ দিয়া চলিত। চোখের পক্ষে কান্নাই যে জগতের মধ্যে সব-চেয়ে অনিষ্টকর এ-কথা তাহার মুখে প্রায়ই শুনা যাইত।

হোটেলে ফিরিবার পথে, ক্যাটেরিনা সম্বন্ধে লেডি শেভারেল মনে মনে অনেক ব্যবস্থাই করিলেন। কিন্তু শেষকালে একটি চিন্তাই সকলের উপরে স্থান পাইল। মেয়েটিকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া মানুষ করিলে হয় না? আজ বারো বৎসর তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু শেভারেল-প্রাসাদে শিশু-কণ্ঠের মধুর কাকলি ত একদিনও শুনা যায় নাই; এ সঙ্গীতের একটু ধ্বনি যদি সেখানে উঠে তবে ভাল বই মন্দ নিশ্চয়ই হইবে না। তাহার উপর এই "পোপ-তন্ত্রের" শিশুটিকে খাঁটি প্রোটেষ্টাণ্টের মতন শিক্ষা দিতে পারিলে এবং এই ইতালীয় শাখায় ইংরেজী ফল ফলাইতে পারিলে ত খৃষ্টানের যোগ্য কাজই হইবে।

স্যর ক্রিষ্টফার এই ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ রাজি। ছোট ছেলেমেয়ের তিনি খুবই ভক্ত, কাজেই সেই মুহূর্ত্ত হইতে এই কালো-চোখী ছোট বাঁদরীটিকে একেবারে আপন করিয়া লইলেন। টিনা পৃথিবীতে যে কয়টি দিন ছিল, তাঁহার কাছে এই ডাকই শুনিত। লেডি শেভারেল কিম্বা তাঁহার স্বামী কেহই কিন্তু মেয়েটিকে নিজেদের পদে তুলিয়া লইয়া কন্যার স্থানে বসাইবার কোনো কল্পনা করেন নাই। ইংরেজের রক্ত ও কুলগর্ব্ব তাঁহাদের শিরায়-শিরায় এমন সজাগ ভাবে বহিত যে এ-সব ঔপন্যাসিক কল্পনার সেখানে ঢুকিবার কোনো পথই ছিল না। আশ্রিত অনাথ শিশুর মতনই সে তাঁহাদের বাড়ীতে মানুষ হইবে; আখেরে কাজ দিবে এখন। পশম বাছা, হিসাব রাখা, পড়িয়া শুনানো, এই-

রকম আরও কত কাজ আছে। বয়সে যখন গৃহিণীর চোখের আলো ম্লান হইয়া আসিবে তখন টিনাই তাঁহার চশ্‌মার স্থান লইয়া এ-সব কাজ করিয়া দিবে।

খুকীর জন্য নূতন কাপড়চোপড় কিনিতে শার্পগিন্নি বাহির হইয়া পড়িল—সুতী টুপি, ফুলকাটা জামা আর চাম্‌ড়ার জুতা জোড়া সব কয়টাই বদ্‌লাইতে হইবে। ক্ষুদে ক্যাটেরিনার জীবনের ত্রিশটি পূর্ণিমা রজনী কাটিয়াছে। ইহার মধ্যে সে অজ্ঞাতে অনেক দুঃখ কষ্ট অমঙ্গল সহিয়াছে। কিন্তু আজই বেদনা প্রথম তাহাকে জানাইয়া দেখা দিল। গ্রীক অ্যাজাক্স বলেন "অজ্ঞতা বেদনাহীন অমঙ্গল।" আমার মতে ধূলাময়লাও সেই দলের। ইহাদের সঙ্গে হাসি-মুখগুলি ত বেশ মিলিয়া মিশিয়া থাকে। অন্তত পরিচ্ছন্নতা যে মাঝে-মাঝে বেদনাময় মঙ্গল হইয়া দাঁড়ায় তাহার সাক্ষী অনেক আছে। অনামিকায় সোনার আংটি পরিয়া একখানা নির্দ্দয় হাত যখন উণ্টা দিক থেকে মুখখানা ঘসিতে থাকে তখনকার ব্যথার স্বাদ যে পাইয়াছে সে ভুলিবে না। পাঠক যদি এ দুঃখ ভোগ কখনো না করিয়া থাকেন তবে মিসেস শার্পের সাবান-জলের অভিনব অভিষেকে ক্যাটেরিনা যে কি যাতনা সহ্য করিয়াছিল, তাহার মোটামুটি ধারণাও আপনার কল্পনার অতীত। সুখের বিষয়, এই ভীষণ পরীক্ষার পরেই সোজা সে লেডি শেভারেলের বসিবার ঘরে আনন্দের স্রোতে আসিয়া পড়িল; সেখানে ভাঙিবার জন্য যথেষ্ট খেলনা ছিল, স্যর ক্রিষ্টফারের পায়ের উপর ঘোড়াঘোড়া-খেলা হইল, আবার একটা নিরীহ কুকুরও নির্ব্বিবাদে তাহার হাতের চড়-কীলগুলি সহ্য করিয়া পড়িয়া থাকিবার জন্য প্রস্তুত ছিল।

চারের পরিচ্ছেদ।

ক্যাটেরিনার ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মাসতিনেক পরে শরতের শেষে শেভারেল-প্রাসাদের চিম্‌নীতে চিম্‌নীতে আবার ধোঁয়া উঠিতে লাগিল। দুই বৎসর পরে আজ আবার কর্ত্তা ও গৃহিণী ফিরিয়া আসিবেন; ঝি-চাকরদের মহলে তাই মহা হুলস্থূল। মিঃ ওয়ারেনকে গাড়ীর ভিতর হইতে একটি কালোচোখী ছোট মেয়েকে নামাইতে দেখিয়া বাড়ীর ভাঁড়ারী বেলামীগিন্নি ত বেজায় অবাক। বেলামীগিন্নির ঘরে সেদিন সন্ধ্যায় আসর জমিয়া উঠিল, মিসেস শার্প আজ আপনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার গর্ব্বে ভরপুর! কত রং ফলাইয়া, হাজার রকম মন্তব্য করিয়া সে দলের আর-সকলকে ক্যাটেরিনার ইতিহাস বলিতে বসিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শীতে এই মনোরম ঘরখানায় সান্ধ্যসভা বসাইতে বোধহয় সকলেরই লোভ হয়। চিম্‌নীর আগুনের কাছে একখানা টেবিল, তাহাকেই ঘিরিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সকলে বসিয়াছে। আগুনের মৃদু আলোকে তাহাদের পিছনে বেশ একটা আলো ও ছায়ার বিচিত্র নক্সা তৈরি হইয়াছে। ঘরে একখানা ওককাঠের লম্বা টেবিল আর অনেকগুলি আল্‌মারী, তাহার ভিতর হরেক-রকমের আচার মোরব্বা। দুই-একখানা ছবিও পথ ভুলিয়া কেমন করিয়া উপর হইতে নীচে চলিয়া আসিয়াছে।

বাগানের মালী মিঃ বেট্‌স্ প্রায়ই বেলামীগিন্নির ঘরে সন্ধ্যায় আতিথ্যের ভিখারী হইয়া আসিত। ছোট দ্বীপের মাঝখানে তাহার

যে ছোট খোড়ো ঘরটি ছিল, সেখানকার শূন্য চেয়ারখানায় বসিয়া একলা একলা সন্ধ্যাগুলি কাটাইতে এই প্রৌঢ় কুমারটির বেশী ভাল লাগিত না। তাহার চাইতে এই সজনতার আনন্দ গল্পগুজব খাওয়া-দাওয়া অনেক ভাল। সেই নির্জ্জন কুঁড়েখানায় এক দাঁড়কাকের ডাক আর বুনো হাঁসের চীৎকার ছাড়া আর কোনো শব্দই পোঁছায় না। শব্দগুলি কবিদের পক্ষে ভাল বটে, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক নয়।

মিঃ বেট্‌সের চেহারাটা নেহাৎ সাধারণ মানুষের মতন নয়; বিশেষ-ভাবে চোখে পড়িবারই মতন। লোকটি বেশ সবল, বয়স প্রায় চল্লিশ। প্রকৃতি-দেবী বোধ হয় তাহাকে রং করিবার সময় বড় ব্যস্ত ছিলেন। তাই রঙের ছোপ ঠিক-মতন দিতে ভুলিয়া গিয়া গলার উপর দিক থেকে মুখের সবটাই এক-রকম লাল রঙে রঙাইয়া দিয়াছিলেন। দূর থেকে তাহাকে দেখিবার সময় ঠোঁট জোড়াটা নাক থেকে চিবুকের মধ্যে যে-কোনো জায়গাতেই কল্পনা করিয়া লওয়া যায়। কাছে আসিলে দেখা যায় ঠোঁটের গড়নটা একটু নূতন ধরণের। তাহার ভাষার সঙ্গে বোধ হয় ঠোঁটের গড়নের কিছু সম্পর্ক আছে; সেটা প্রাদেশিক নয়, একেবারে ব্যক্তিগত। সাধারণের সঙ্গে তাহার আর-একটা অমিল ছিল; সেটা চোখে। চোখ দুটো সারাক্ষণই মিট্‌মিট করে। মাথাটা সামনের দিকেই ঝুলিয়া থাকে, চলিবার সময় আবার ঘাড়টি বেশ দোলে। প্রায়ই দেখা যায় যে পেটুক লোকগুলোই প্রায় রোগা হয়. আর মিতাচারী লোকেরা হয় লালমুখো। তাই মিঃ বেট্‌সের মাত্‌লামির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকিলেও মুখখানা ছিল লাল টক্‌টকে।

শার্পগিন্নির গল্প শেষ হইলে মিঃ বেট্‌স্‌ বলিয়া উঠিল "ধুত্তোর!

স্তর ক্রিষ্টফার কি ঠাকৃরুণ যে কোনোদিন এমন কাজ কর্‌বেন তা' আমি স্বপ্নেও ভাবিনি; একটা কোন্ বিদেশের মেয়েকে কিনা দেশে এনে তোলা! বেঁচে বর্ত্তে দেখ্‌তে পাব কি না জানি না, তবে এর ফল যে ভাল হবে না সে আমি লিখে দিতে পারি। এই বলি শোন, প্রথম আমি যেখানে কাজ কর্‌তাম, সে এক সেকেলে মঠ, তার মস্ত বড় বাগান, নাশ্‌পাতি কুল কত কিছুই আছে। অমন বাগান বোধ হয় কেউ কখনো দ্যাখেনি। সে বাড়ীতে একটা ফরাশী খান্‌সামা ছিল, লোকটা যাতে হাত দিত তাই চুরি কর্‌ত,—রেশমী মোজা, শার্ট, সোনার আংটি, কিছু আর বাকি রাখেনি। শেষে একদিন গিন্নির গয়নার বাক্স নিয়ে পিট্‌টান। ও বিদেশী লোকগুলো বাপু সব এক-ছাঁচের। ওদের রক্তেই পাপ মেশানো।"

শার্পগিন্নির ধরণটা আজ বেজায় উদারের মতন। তবে উদারতাটা সীমা ছাড়াইয়া যায় নাই। সে বলিল "এই বলি শোন, অবিশ্যি আমি ওদের ওকালতী কর্‌ছি না। ওরা যে কি তা' আমি কারুর চাইতে কিছু কম জানি না। ওরা ধর্ম্মকর্ম্মের ধার ধারে না, সে কথা ত কত শ বার বল্‌ছি; খাবার যা খায় দেখ্‌লে লোকের বমি ঠেলে আসে। তা' সে হাজারই হোক্ না কেন,—তার উপর আবার মেয়েটাকে দেখা শোনা ধোয়া মোছার ভারও ত সারাটা পথ আমারই ছিল—তবু বাপু আমার ত মনে হয় কর্ত্তাগিন্নি যা করেছেন তা ভাল বই মন্দ করেননি। আহা বেচারা নেহাৎ শিশু, এখনো ডান-হাত বাঁ-হাতও চেনে না; দেশে এনে ত ভালই করেছেন; ভদ্রলোকের মতো কথা-বার্ত্তা শিখ্‌বে; ধর্ম্মের আব-হাওয়ায় মানুষ হবে। ও-দেশের গির্জ্জা নয়ত—পাপ-মন্দির! যে-সব মূর্ত্তির বাহার, গায়ে একখানা কাপড়ও নেই, ভেতরে ঢুকলেও পাপ হয়! স্তর ক্রিষ্টফার আবার ওই গির্জ্জা দেখেই পাগল?"

মালীকে ক্ষ্যাপাইতে মিঃ ওয়ারেন খুব ভালবাসিত, সে বলিয়া উঠিল, "ওহে, শোন, শোন, তোমাদের এখানে ত আরো বিদেশী আস্‌ছে। বাড়ীতে কি সব বদ্‌লাবার জন্যে স্যার ক্রিষ্টফার ইটালীর কারিগর আন্‌ছেন।"

বেলামীগিন্নি চীৎকার করিয়া বলিল, "বদ্‌লাবার জন্যে? কিসের বদল?"

মিঃ ওয়ারেন বলিল, "কেন! যা দেখ্‌ছি তাতে ত মনে হচ্ছে স্যার ক্রিষ্টফার বাড়ীখানাকে ভেতর বার একেবারে আগাগোড়া নূতন করে ফেল্‌বেন। বাড়ীর জন্যে তাড়াতাড়া নক্‌সা আর ছবি আস্‌ছে। গথিক ধরণে পাথর দিয়ে সব তৈরি হবে। ওই গির্জ্জে-টির্জ্জের মতোই একটা কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে। আর বাড়ীর ছাদ যা হবে এদেশে কেউ অমন চোখেও দ্যাখেনি। ওই-সব চিন্তাতেই ত কর্ত্তার দিন কাট্‌ছে।"

বেলামীগিন্নি বলিল, "আ কপাল, তাই নাকি! তবেই ত গেছি; বাড়ী ঘর দোর সব চূন-বালিতে একাকার হবে; রাজ্যের মিস্ত্রী ছুতোর মিলে ঝি-ছুঁড়ীদের পেছনে লেগে অতিষ্ঠ করে তুল্‌বে।"

মিঃ বেট্‌স্ বলিল, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, বেলামীগিন্নি, ও হবেই। তবে গথিক ধরণটাকে সুন্দর না বলে উপায় নেই। মিস্ত্রীগুলো যে বাপু কি করে অমন পাথর খোদাই করে আনারস গোলাপ সব ফুটিয়ে তোলে আমি ত ভেবেই পাই না। যা দেখ্‌ছি, জমিদার-মশায় বাড়ীখানাকে খাসা বানিয়ে তুল্‌বেন। এ বাড়ীর মতো বাড়ী বোধ হয় দেশে প্রায় কারুরই মিল্‌বে না। যেমন বাগান তেমনি ময়দান, তেমনি ফলের গাছ; রাজা জর্জ্জও পেলে ধন্য হয়ে যান।

মিসেস বেলামী বলিল, "গথিকই বল আর যাই বল বাপু, বাড়ীটা যা আছে তার চাইতে ভাল যে কি হতে পারে তা ত বুঝি না। এই

ত চোদ্দ বছর হতে চল্‌ল এ বাড়ীতে আচার মোরব্বা করে কাটাচ্ছি। দেখা যাক্ গিন্নি কি বলেন?

মিসেস বেলামীর সমালোচনার এই ধরণটায় মিঃ বেলামির আপত্তি ছিল; সে বলিল, "গিন্নির ওটুকু বুদ্ধি আছে, তিনি স্যর ক্রিষ্টফারের সখে কি কাজে হাত দিতে যান না। কর্ত্তার যা ভাল লাগ্‌বে তা তিনি করবেনই তা' জেনে রেখো। কর্‌বার কথাও বটে। ভদ্রলোকের ছেলে, হাতে পয়সা আছে, কেনই বা পেছ-পা হতে যাবেন। এস, এস, মিঃ বেট্‌স্ গেলাসটা ভরে নাও, কর্ত্তা-গিন্নির মঙ্গল ইচ্ছা করে তাঁদের সম্মানে পান কর্‌তে হবে। তারপর তুমি একটা গান গাইবে এখন। স্যর ক্রিষ্টফার ত আর রোজ ইটালী থেকে বাড়ী ফেরেন না। আজকের দিনটা কিছু কর্‌তে হয়।"

গৃহস্বামীর বাড়ী আসা উপলক্ষে তাহাদের কর্ত্তব্যটা সকলেই স্বীকার করিল। বেট্‌সের গান করাটাও যে একটা দর্‌কারী কাজ এমন কথা কেউ মনে করিল না, কাজেই সে রাজি হইল না। মিসেস শার্পের মতে মিঃ বেট্‌সের মতো রং আর বুদ্ধি দেখ্‌লে যে-কোনো মেয়েমানুষ তাকে লুফে নেয়। তবে সে নিজে অবশ্য তাহাকে বিবাহ করিবার কোনো কল্পনাও করে নাই। আজ গান গাহিতে আপত্তি করায় শার্পগিন্নি মালীকে গাহিবার জন্য জেদাজেদি সুরু করিল। "এস, এস, মিঃ বেট্‌স্, 'রায়-গিন্নির' সেই গানটা একবার কর। ইটালীর সব বাহারে গানের চাইতে আমাদের এই পুরোনো গানটি শুন্‌তে আমার হাজারগুণে ভাল লাগে।"

এত উপরোধ অনুরোধ আর খোসামোদে মিঃ বেট্‌স্ ত বেজায় খুসী। বুকের উপর দিয়া হাত দুখানা আড়াআড়ি করিয়া বুড়ো আঙুল দুটা ওয়েষ্ট-কোটের হাতের মধ্যে পুরিয়া সে চেয়ারে ঠেস দিয়া মাথাটা

হেলাইয়া চোখ দুটা আকাশ-পানে তুলিয়া ভাল হইয়া বসিল। এইবার গানের পালা। প্রত্যেকটা সুরে ঝুঁকি দিয়া গান সুরু হইল। গানের একটা পদই যে কতবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছিল তাহার ঠিকানা নাই; কিন্তু বর্ত্তমান শ্রোতাদের কাছে এইটাই গানের বিশেষ গুণ; ইহাতেই তাহাদের ধুয়াটা জমাইয়া তুলিবার সুবিধা হইতেছিল। গানের নায়িকা যে তাহার স্বামীকে ঠকাইয়াছিল এইটুকুই তাহারা এতক্ষণে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু ঠকানোটা শাক-সব্‌জি সম্বন্ধে কি আর-কিছু জিনিস লইয়া তাহা না জানাতেও তাহাদের আনন্দের বিশেষ কিছু ব্যাঘাত হইতেছিল না। গানের প্রতি-পদের শেষে নায়িকার নামটাই বা কেন অত বার করিয়া উল্লেখ করা হইতেছিল সে মধুর রহস্যটুকু ভেদ করারও তাহারা কোন দর্‌কার বোধ করে নাই।

সেদিনকার সন্ধ্যার আড্ডাটা মিঃ বেট্‌সের গানেই সব-চেয়ে ভাল-রকম জমিয়াছিল। তাহার পর যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। বেলামীগিন্নি বোধ হয় স্বপ্নে দেখিতে লাগিল যে চূন-সুরকিতে তাহার বাসন-কোসন সব ছারখার হইয়া গেল আর বাড়ীর যত ছুঁড়ী ঝিগুলা ঘরের ঝাঁটপাট ভুলিয়া গিয়া মিস্ত্রীদের প্রেমে পাগল হইয়া উঠিল। মিসেস শার্পের চিন্তাটা আর-এক ধরণের। সে বোধ হয় ভাবিতেছিল মিঃ বেট্‌সের ছোট কুঁড়েখানায় দুটিতে ঘর-সংসার পাতাইয়া ঘরণী গিন্নি সাজিয়া বসিলে দিব্যি হয়। সেখানে ঠাক্‌রুণের ঘরের ঘণ্টা শুনিয়া ছুটিতেও হইবে না, ফল-পাকুড়ও অজস্র ভোগ করা যাইবে।

ক্যাটেরিনা নিজের গুণে শীঘ্রই তাহার বিদেশী রক্তের অসংখ্য দোষগুলিকে ভুলাইয়া দিল। অমন অসহায় শিশুর আধ-আধ বুলি শুনিলে কে না ভুলিয়া যায়! সংসারের ঝি-চাকর হইতে কর্ত্তা গিন্নি অবধি কাহারও কাছে তাহার আদরের আর সীমা নাই। ক্রিষ্টফারের

প্রিয় ডালকুত্তা, মিসেস বেলামীর একজোড়া ক্যানারী পাখী, মিঃ বেট্সের মস্ত বড় মুরগীটা,—সব কটাকে পিছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া টিনাই আজ সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহার ফলে গ্রীষ্মের একটি মাত্র দীর্ঘ দিনে তাহার হাজার-রকম নূতন অভিজ্ঞতা হইয়া গেল! মিসেস্ শার্পের মিঠে-কড়া শাসন, লেডি শেভারেলের জম্‌কালো ঘরের শোভা দর্শন, স্যর ক্রিষ্টফারের পায়ে চড়িয়া ঘোড়া-ঘোড়া খেলা, তাঁহার সঙ্গে আসল ঘোড়ার আস্তাবলে ভ্রমণ, কোনটাই বাদ পড়িল না। এখানে শিকলে-বাঁধা ডালকুত্তার ডাক শুনিয়া আজ টিনা প্রথম না কাঁদিয়া বীরের মতন স্যর ক্রিষ্টফারের পা জড়াইয়া বলিতে সুরু করিল, "ওরা টিনাকে কাম্মাবে না।" মিসেস বেলামী বাগান হইতে পাতা-সুদ্ধ গোলাপ-ফুল তুলিয়া আনিবার সময় টিনার জামার আঁচলে এক গোছা দেওয়াতে তাহার গর্ব্ব আর আনন্দ আর ধরে না। মস্ত একখানা চাদরের উপর গোলাপ-ফুল শুকাইতে দেওয়া হইল, টিনা যখন তাহার উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পুড়িল আর তাহার মাথার উপর দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া আরো ফুল ঢালা হইতে লাগিল তখন ত সে আনন্দে দিশাহারা! মিঃ বেট্সের সঙ্গে সঙ্গে খুট্‌খুট্ করিয়া খিড়্‌কীর সব্‌জি-বাগানে আর কাচ-ঘেরা সখের বাগানে বেড়ানো ছিল টিনার আর-একটা আমোদ। থোকা থোকা সবুজ আর কালো আঙুর চালের উপর হইতে ঝুলিয়া থাকিত, টিনা ছোট হাতখানি বাড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সে যে তাহার নাগালের অনেক উপরে! ছোট হাতখানির আশা মিটাইবার জন্য শেষকালে একটি মিষ্ট ফল কি সুগন্ধি ফুল আসিয়া জুটিত। পাড়াগাঁয়ের সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর লোকজনদের দীর্ঘ অবসর। সারাদিনই একজন-না-একজন টিনাকে লইয়া খেলিতে ব্যস্ত। এমনি করিয়া দক্ষিণ-দেশীয়া ছোট পাখীটির উত্তর-দেশের বাসাটি আদরে

সোহাগে ভরিয়া উঠিল। স্নেহময় ও অভিমানী স্বভাবের শিশুরা যদি এত আদরে মানুষ হয় তবে সামান্য একটি আঁচড় সহ্য করাও তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে, তুচ্ছ ঘটনাও তাহাদের মনে বড় কঠিন হইয়া লাগে। কাহারও শাসন কি শিক্ষার ভিতর একটু কর্কশভাব কি স্নেহের অভাব দেখিলেই টিনা একেবারে ক্ষেপিয়া আগুন! তাহাকে তখন কথা শুনায় কাহার সাধ্য। সব বিষয়েই সে শিশুর মতন ছিল, কিন্তু তাহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিটা অতটুকু মেয়েকে মোটেই মানাইত না। সে যখন পাঁচ বৎসরের মেয়ে তখন একবার মিসেস্ শার্পের কি একটা আজ্ঞা তাহার পছন্দসই হয় নাই। সেই রাগের শোধ তুলিবার জন্য সে এক-দোয়াত কালি লইয়া ধাইমার সেলাইয়ের বাক্সে ঢালিয়া দেয়। আর একদিন সে আদর করিয়া নিজের পুতুলটার রং-করা মুখ চাটিতেছিল, লেডি শেভারেল দেখিতে পাইয়া পুতুলটা কাড়িয়া নেন; দুষ্টু মেয়ে অমনি চট করিয়া একটা চেয়ারে চড়িয়া দেয়ালের তাকের একটা ফুলদানি ছুড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। জীবনে বোধ হয় এই একটি দিন রাগের মাথায় সে লেডি শেভারেলের ভয়ও ভুলিয়া গিয়াছিল। ইঁহার দয়া চিরকালই দেবতার কৃপার মতন উপর হইতে ঝরিয়া পড়িত, কখনও মায়ের স্নেহের মতন আদরে সোহাগে নত হইয়া ধরা দিত না। তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছার অভাব কোনোদিন ঘটে নাই, কিন্তু প্রেমের মধুর মূর্ত্তিতে তাহার বিকাশও কোন দিন হয় নাই। তাই টিনা তাঁহাকে দূর হইতে দেবতার প্রাপ্য শ্রদ্ধা-ভক্তিই দিয়াছে; আর-বেশী কিছু দিতেও পারে নাই, দানের বেশী কিছু লইতেও সাহস করে নাই।

শেভারেল-প্রাসাদের একঘেয়ে দিনগুলির সুখশান্তি শীঘ্রই ভাঙিয়া গেল। বাগানের রাস্তাগুলি দিয়া অহরহ পাথর-বোঝাই গাড়ী চলিতে চলিতে রাস্তায় চাকার দাগে টানা লম্বা লম্বা গর্ত্ত হইয়া গেল। সবুজ

উঠানের শ্রী চুনবালিতে একেবারেই লোপ পাইল, আর সেই নিস্তব্ধ শান্তিময় বাড়ীটিতে রাজমিস্ত্রী আর ছুতোর মিস্ত্রীর অবিশ্রাম ঠক্ঠকানি ধ্বনিত হইতে লাগিল। ইহার পর দশ বৎসর ধরিয়া ক্রিষ্টফার বাড়ীর চেহারা বদ্‌লান ব্যাপারেই ব্যস্ত হইয়া রহিলেন। পুরানোধরণ ভাঙিয়া-চুরিয়া গথিক ধরণে গড়িয়া তোলাই এখন তাঁহার কাজ হইয়া দাঁড়াইল। ওই এক ধ্যানেই তিনি মগ্ন। আশেপাশের শিকার-প্রিয় বড়মানুষরা সম্ভ্রান্ত ইংরেজ-বংশের ছেলের এমন অপূর্ব্ব খেয়াল দেখিয়া কত যে নাক সিঁট্‌কাইল তাহার ঠিক নাই। জমিদারের ছেলে কিনা শেষকালে মাত্র তিনটা ঘোড়া রাখিল, আর ভাঁড়ারের সিন্দুকে শক্ত চাবি লাগাইল। টাকা বাঁচাইয়া বাড়ীর রূপ ফেরানো হইবে; হায়রে কপাল! ইঁহাদের গৃহিণীরা ভাঁড়ার ও আস্তাবলের খবরে বিশেষ কিছু মন্দ দেখিতে পান নাই, তবে বেচারী লেডি শেভারেলকে যে মাত্র তিনখানা ঘর লইয়া সারাদিন ঠক্ঠকানি আর রঙের গন্ধের মধ্যে থাকিতে হইবে এই তাঁহাদের বড় দুঃখ। শরীরটা যে একেবারে যাইবে! এ যেন ঠিক হেঁপোকেশো স্বামী লইয়া ঘর করা। স্যর ক্রিষ্টফার গিন্নির জন্য বাথে একখানা বাড়ী ভাড়া করিলেই ত পারিতেন। নেহাৎ যদি মজুর খাটাইবার জন্য দূরে যাইতে না পারেন কাছাকাছিও ত একটা আলাদা বাড়ীর ব্যবস্থা করা যাইত? প্রতিবেশিনীদের এত দয়া একেবারেই অযাচিত দান। অজস্র করুণা চিরকালই আপনি আসিয়া পড়ে। স্বামীর এই-সকল স্থাপত্য-প্রীতির সঙ্গে যদিও লেডি শেভারেলের কোনো সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার মতামত খুব কড়া ছিল। স্যর ক্রিষ্টফারের প্রতি শ্রদ্ধাও তাঁহার এত প্রগাঢ় যে তাঁহার অনুগত্যকে তিনি কোনোদিন কষ্টকর মনে করেন নাই। আর জমিদার মহাশয় স্বয়ং ত সমালোচনার ধারও ধারিতেন না। তাঁহার প্রতিবেশীরা

বলিত, "বাবা, লোকটা যা হোক খেয়ালী আর একগুঁয়ে।" এত দীর্ঘকাল ধরিয়া একমনে শিল্পীর মতন একনিষ্ঠভাবে খাটিয়া তিনি যে এই স্থাপত্য-শিল্পটি রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই প্রকাশ পায়। ঘরগুলির ভিতর ঘুরিলে তাহাদের শিল্প-সম্পদ ও আস্‌বাবের দীনতা একসঙ্গেই চোখে পড়ে। তিনি যে আপনার আরাম ভুলিয়া হাতের সমস্ত অর্থ কিসে খরচ করিতেন তাহা সহজেই বোঝা যায়। এই বৃদ্ধ ইংরেজ জমিদারের অন্তরে যে মহাপ্রাণের একটি অংশ ছিল তাহা দ্বারা তিনি প্রকৃত শিল্প ও বিলাসিতার প্রভেদ বুঝিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যকে তিনি ভক্ত উপাসকের মত পূজা করিতেন, সম্ভোগ করিতেন না।

শেভারেল-প্রাসাদের রূপহীন অঙ্গে শিল্পীর মোহন স্পর্শে দিনে দিনে রূপের মাধুরী ফুটিয়া উঠিতেছিল, সঙ্গে-সঙ্গে সেই খুকী টিনার ফ্যাকাশে রংও দিনে দিনে কৈশোরের লাবণ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষ কিছু সৌন্দর্য্য অবশ্য তাহার ছিল না, কেবল ছিল দেহে হাল্কা হাওয়ার মতন একটা সুন্দর মাধুর্য্য ও বড় বড় কালো চোখ দুটিতে একটা গভীর দৃষ্টি। আর ছিল তাহার ভুবনমোহন স্বর। সে করুণ কোমল স্বর যেন পাপিয়ার প্রেমগান। এই সৌন্দর্য্যেই তাহাকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাসাদের সৌন্দর্য্য যেমন কাহারও হাতের সযত্ন কারুকার্য্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, টিনা কিন্তু তেমন ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। সে প্রিম্‌রোজ ফুলের মতন আপনি ফুটিয়া উঠিতেছিল; বাগানের মধ্যে সেই ফুলটিকে দেখিয়া মালী দুঃখিত মোটেই হয় না, কিন্তু তাহার জন্য সে কোনো চেষ্টাও করে না। লেডি শেভারেল তাহাকে লিখিতে পড়িতে ও নীতিমালা বলিতে শিখাইয়াছিলেন। মিঃ ওয়ারেন হিসাবে খুব পটু; গৃহিণীর আজ্ঞামত সে টিনাকে অঙ্ক শিখাইত। আর মিসেস

শার্প শেলাইয়ের সকল রহস্যই তাহার কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত টিনাকে ইহার বেশী কিছু শিক্ষা দিবার কথা কেহ ভাবে নাই। শেষ দিন পর্য্যন্ত বোধ হয় টিনা পৃথিবীটাকে স্থির জানিয়া গিয়াছে; চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারাগুলিই পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে এই বোধ হয় তাহার ধারণা ছিল। তবে বলিতে কি, ইহাতে বোধ হয় বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। হেলেন, ডাইডো, ডেসডিমোনা, জুলিয়েট,— এঁদের সকলেরই বোধ হয় ভূগোল-জ্ঞান এমনি সুন্দর ছিল। এই সামান্য কারণে আপনারা নিশ্চয়ই টিনাকে নায়িকা হইবার অনুপযুক্ত মনে করিবেন না। মোট কথা, একটা বিষয় ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয় যে টিনার এক ভালবাসিবার শক্তিটুকুই কেবল ছিল; এই ক্ষমতায় জ্যোতিষবিদ্যায় সকলের চেয়ে পণ্ডিতা রমণীও তাহাকে হারাইতে পারিতেন না। অনাথা আশ্রিতা বালিকা হইলেও তাহার এ শক্তি শেভারেল-প্রাসাদে খুব কাজে লাগিয়াছিল; ধনীর গৃহের অনেক খোকা-খুকুর আত্মীয় কুটুম্বও থাকে, ধন দৌলতও থাকে, কিন্তু টিনার মতন এত অফুরন্ত ভালবাসার পাত্র কাহারো দেখা যায় না। খুকী টিনার ছোট হৃদয়খানির মধ্যে প্রথম স্থানটা বোধ হয় স্যর ক্রিষ্টফারই দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, কারণ ছোট মেয়েদের স্বভাবই এই-রকম যে হাতের কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর যে ভদ্রলোককে পায় তাঁহাকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া বসে। তাহার উপর ইনি আবার শাসন-টাসনের ধার ধারিতেন না। ডর্‌কাস নামে একটি হাসিখুসী তরুণী টিনার ধাত্রীর কাজে সাহায্য করিত। তাহার গাল দুটি ছিল ঠিক দুটি ফুটন্ত গোলাপের মতন। ঔষধের সঙ্গে কিস্‌মিসের মতন এই মেয়েটি টিনার কাছে মিসেস্ শার্পের সঙ্গটাও খানিকটা মধুর করিয়া রাখিয়াছিল। টিনা ইহাকে প্রায় স্যর ক্রিষ্টফারের সমানই ভালবাসিত। মেয়েটি যেদিন

কোচ্ম্যানকে বিবাহ করিয়া মস্ত একজন ভারিক্কী লোকের মতন স্বামীর সঙ্গে দূরে এক কোলাহলময় সহরে গিন্নিবান্নি সাজিয়া চলিয়া গেল, সেদিন টিনার পক্ষে বড় ভীষণ দুর্দ্দিন। সেখান হইতে ডর্কাস্ টিনাকে একটি চীনা-বাক্স পাঠাইয়া দিয়াছিল। এই স্মৃতিচিহ্নটির উপর লেখা ছিল, "তুমি আমার চোখের আড়ালে গিয়েছ বটে, কিন্তু তোমার মধুর স্মৃতিটি আমার মনে চির জাগরূক।" দশ বৎসর পরেও টিনার ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে এই ধনটি ছিল।

টিনার দ্বিতীয় ক্ষমতাটি যে কি তাহা বোধহয় সকলেই বুঝিয়াছেন। সেটি সুকণ্ঠের মাধুরী। টিনার আশ্চর্য্য সুরবোধ ও অতি সুন্দর গলার স্বর যেদিন ধরা পড়িল, সেদিন স্যর ক্রিষ্টফার ও তাঁহার গৃহিণী দু'জনেরই আনন্দ আর ধরে না। তাহার সঙ্গীত শিক্ষার দিকে তখনই তাঁহাদের নজর পড়িল। লেডি শেভারেল টিনার শিক্ষায় অনেক সময় দিতে লাগিলেন। টিনা এত তাড়াতাড়ি সব শিখিয়া ফেলিতে লাগিল যে অগত্যা কয়েক বৎসরের জন্য এক ইটালীয় শিক্ষককে তাহার গুরুর পদ দেওয়া হইল। তাহার এই প্রতিভার অপ্রত্যাশিত প্রকাশে টিনার সঙ্গে এ-বাড়ীর সম্পর্কটার যেন একটু বদল হইয়া গেল। মেয়েরা যতদিন খুব ছোট থাকে ততদিন বিড়ালছানা কুকুরছানার মতন আদরে আদরেই বাড়িতে থাকে; কিন্তু তাহার পর একটা সময় আসে, যখন তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ভাবনাই লোকের মনে আসে না; বিশেষত, টিনার মতন যদি রূপগুণ কি বুদ্ধির কোনো পরিচয়ই না পাওয়া যায় তাহা হইলে ত কথাই নাই। জীবনের এই অবস্থাটায় লোকে যদি তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু না ভাবে তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। টিনা যখন বড় হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন দেখা গেল সে কোনো বিশেষ কাজে লাগিবারই যোগ্য নয়। কাজেই মিসেস শার্পের খুঁটিনাটি কাজ করিয়াই

সে দিন কাটাইত। কিন্তু তাহার এই শক্তিটি আবিষ্কৃত হইবামাত্র সে লেডি শেভারেলের প্রিয় হইয়া উঠিল, তিনি যে জগতে সঙ্গীতই সকলের চেয়ে ভালবাসিতেন। কাজেই টিনা এখন ড্রয়িংরুমের আমোদ-আহ্লাদের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িল। আস্তে আস্তে আপনা-আপনিই সে পরিবারের একজনের স্থান জুড়িয়া বসিল। ঝি-চাকরেরা দেখিল সার্টি-তুহিতা শেষে পুরাদস্তুর মহিলা হইয়াই দাঁড়াইবে।

মিঃ বেট্‌স্ বলিল, "তা এ ত হওয়াই উচিত। ও-মেয়ের কি আর খেটে খাবার মত চেহারা। আহা, কেমন ফুলের মতন নরম মোলায়েম শরীরখানি। মানুষ নয়ত যেন পাপিয়া পাখীটি, ছোট শরীরটুকু গানে গানেই ভরে আছে!"

জীবনের এই অবস্থাটায় পৌছিবার অনেক আগেই কিন্তু টিনার জীবনে আর-এক নূতন যুগের সুরু হইয়াছিল। এতদিন তাহার সঙ্গীরা সকলেই ছিল বড়-বড়; এইবার একটি তরুণ সাথীর আবির্ভাব হইল। টিনার বয়স তখন সাত বৎসর। এই সময় হইতে স্যর ক্রিষ্টফারের পালিত মেনার্ড গিল্‌ফিল্ নামের একটি পনের বৎসরের ছেলে ছুটির সময়টা শেভারেল-প্রাসাদে কাটাইতে লাগিল। টিনাই হইল তাহার মনের মতন খেলার সাথী। মেনার্ড ছেলেটি খুব স্নেহময়। শাদা খরগোশ, পোষা কাঠবিড়ালী, গিনিপিগ প্রভৃতির উপর তাহার খুব টান। একটু বড় বয়স পর্য্যন্তই তাহার এ-সব খেয়াল ছিল। সে-বয়সে সচরাচর তরুণ ভদ্র-লোকেরা এসব খেলা নেহাৎ ছেলেমানুষী বলিয়াই ঘৃণাভরে সরাইয়া রাখে। মাছধরা, ছুতোরের কাজ করা, এসব দিকেও তাহার খুব ঝোঁক ছিল। ছুতোরের কাজটা সে দরকার বোধে মোটেই করিত না; শিল্পীর আনন্দের মতন ইহাতে তাহার একটা আনন্দ ছিল। এই-সকল খেলায় টিনাকে সঙ্গী পাইলে সে বড়ই খুসী। আদর করিয়া সে তাহাকে কত নামই

দিত, তাহার যত অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরও সে জোগাইত। তাহার পিছনে সারাদিনই টিনা খুট্‌খুট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। মেনার্ডের বোধ হয় এত আনন্দ আর কিছুতে ছিল না। ছুটির পরে যেদিন খেলা সাঙ্গ করিয়া ইস্কুলে পড়িতে যাইবার পালা আসিত, সেদিনকার বিদায়-দৃশ্য দেখিবার মতন। একটানে সবকটা কথা মেনার্ড বলিয়া যাইত—

"টিনা, আমি আবার ফিরে আস্‌বার আগে আমায় ভুলে যাবে না ত? আমরা যতগুলো চাবুকের দড়ি তৈরি করেছিলাম, সব তোমাকে দিয়ে গেলাম। হাঁা, দেখো, গিনি যেন মরে না যায়। তবে এস আমায় একটি চুমু দিয়ে যাও, আমায় ভুলোনা কিন্তু।"

কতদিন কাটিয়া গেল, মেনার্ড ইস্কুল ছাড়িয়া কলেজে ঢুকিল, সেই রোগা পাত্‌লা ছেলেটি ক্রমে বলিষ্ঠ যুবক হইয়া উঠিল। ছুটির দিনের সেই দুটি পুরানো সাথীর ভাবটা অবশ্য এখন একটু বদ্‌লাইয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু ভাইবোনের নিঃসঙ্কোচ সহজ ভাবটা ঘুচিল না। মেনার্ডের ছেলেবেলার সে ভালবাসা এখন গভীর প্রেমে পরিণত হইয়াছে। প্রণয়ের যে-সকল নমুনা মিলে, তাহার মধ্যে ছেলেবেলার সাথীদের ভালবাসা হইতে যাহার বিকাশ হয় সেইটিই বোধহয় সকলের চেয়ে দৃঢ় ও সকলের চেয়ে স্থায়ী। বহুদিনের স্নেহের বাঁধন যখন প্রণয়ের যোগে আরো দৃঢ় হইয়া উঠে, তখনি প্রেমের নদীতে জোয়ার আসিয়া কানায়-কানায় হৃদয় ভরিয়া তুলে। মেনার্ডের ভালবাসার ধরণ ছিল বেশ। জগতের শ্রেষ্ঠ যাদুকরের শ্রেষ্ঠ দানেও সে আনন্দ পাইত না যদি সে আনন্দের ভাগী টিনা না হইতে পারিত। কিন্তু টিনা যদি তাহাকে অসহ্য উৎপাতে অস্থির করিয়া তুলিত, তাহাতেও তাহার কত সুখ। জগতের নিয়মই এই-রকম; সেকালের স্যাম্‌সন থেকে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যত দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ দেখা গিয়াছে, সকলেরি প্রায় এই ধরণ। মেনার্ড যে তাহার

একান্ত অনুগত সে-কথা টিনা ত খুব উত্তমরূপেই জানিত। এ জগতে ঐ একটি লোক ছিল যাহার সঙ্গে যেমন খুসী তেমনি ব্যবহার করিতে সে পারিত। মেনার্ডের সম্বন্ধে টিনার মনে যে কোনো বিশেষ ভাবের উদয় হয় নাই তাহার নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারই সে-কথা ভালভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে; কারণ রমণীর মনে গাঢ় অনুরাগের সঙ্গেই কিসের যেন একটা ভয় আসিয়া জুটে।

টিনার মন মেনার্ড খুব ভাল করিয়াই বুঝিত; কোনো মিথ্যা ধারণার সাহায্যে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা সে একদিনও করে নাই। তবে তাহার আশা ছিল হয়ত এমন কোনো দিন আসিতেও পারে যেদিন টিনা তাহার ভালবাসাটুকু গ্রহণ করিতেও অন্তত রাজি হইবে। তাই সে শান্তভাবে সেইদিনের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, যেদিন সাহস করিয়া সে বলিতে পারিবে, "টিনা, আমি তোমায় ভালবাসি!" একদল লোক আছে, তাহারা জগতে আসিয়া সারাজীবনের মধ্যে একদিনও নিজেদের লইয়া গোলমাল বাধাইয়া তুলে না। গায়ের জামার কাট, তর্কারির সুগন্ধ, কি চাকরের সেলামের পরিমাণ, এ জিনিষগুলাকে তাহারা কোনদিনই বিশেষ উঁচু স্থান দেয় না। মেনার্ড এই দলের লোক। অল্পেই সে তুষ্ট। যে-দিন সে পারিবারিক পুরোহিতের কাজ লইয়া শেভারেল-প্রাসাদে বাসা বাঁধিল, সেদিন তাহার চোখে সকলি সুলক্ষণ। বেচারা অন্ধপ্রেমিক ভালই দেখিতে চায়, তাই ভালই দেখে। নিজের অবস্থা নজীর ভাবিয়া সে সেদিন একটি ভুল মীমাংসা করিয়া বসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল স্নেহ ও অভ্যাসই বুঝি প্রেমের প্রশস্ত পথ। মেনার্ডকে পুরোহিতের পদ দিয়া স্যর ক্রিষ্টফারের অনেকগুলি সাধই মিটিয়াছিল। সেকালের বনিয়াদী বংশের এই অনাবশ্যক লেজুড়টির মোহ তিনি কাটাইতে পারেন নাই। তাঁহার পালিত এই যুবকটির সঙ্গও

তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। মেনার্ডের কিছু পৈতৃক সম্পত্তিও ছিল ; কাজেই যতদিন না পাশের গ্রামের পুরোহিতের পদটা খালি হয়, ততদিন শিকারের জন্য একটা ঘোড়া রাখিয়া আর দুইচারিটা কাজ করিয়া এই গৃহেই ত তাহার বেশ স্বচ্ছন্দে দিন কাটানো চলিতে পারে। তাহার পর পাশের গ্রামে ঘরসংসার গুছাইয়া বসিলেই চলিবে। স্যর ক্রিষ্টফারের মাথায় অল্পদিনের মধ্যেই আর-একটি খেয়াল ঢুকিল, "টিনা হবে সেই সংসারের গিন্নি!" যে সত্যটা জমিদার মহাশয়ের অপ্রিয় কি তাঁহার চোখে অশোভন সেটাকে তিনি সহজে ধরিতে পারেন না ; কিন্তু তাঁহার কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের যেখানে মিল থাকে সেটা তিনি চট্‌ করিয়াই ধরিয়া ফেলেন ; মেনার্ডের মনের কথাটা তিনি প্রথমেই আন্দাজ করিয়াছিলেন, পরে খোঁজ করিয়া একেবারে খাঁটি কথা জানিলেন। জানিবামাত্রই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন, টিনার মনের কথাও ওই-রকম, আর এখন যদি নাও হয় ত আর-একটু বড় হইলেই হইবে। তবে পাকাপাকি কোনো কথা বলা কি কাজ করার দিন আসিতে তখনও বেশ দেরী ছিল অবশ্য।

এদিকে এমনভাবে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, যাহাতে স্যর ক্রিষ্টফারের কল্পনাজল্পনা কি মৎলবে কোনো ঘা না লাগিলেও মিঃ গিল্‌ফিলের আশা ক্রমে উদ্বেগ হইয়া দাঁড়াইল। ক্যাটেরিনার হৃদয়ে ঠাঁই পাইবার আশা ত তাঁহার ঘুচিয়াই গেল, এমন কি দ্বিতীয় আর-একজন যে সেটা জুড়িয়া বসিয়াছে একথা তিনি পরিষ্কার বুঝিলেন।

টিনা যখন খুব ছোট, তখন এ বাড়ীতে আর-একটি বালককে দুই-একবার দেখা গিয়াছিল, ছেলেটি মেনার্ডের চেয়ে বয়সে ছোট। বেশ সুন্দর তাহার চেহারা, একমাথা কোঁকড়া চুল, ঝক্‌ঝকে পোষাক, সবই ভাল। এই ছেলেটিকে টিনা আড়াল হইতে মুগ্ধ হইয়া দেখিত। তাহার

নাম অ্যাণ্টনি উইব্রো, স্যর ক্রিষ্টফারের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী; ছেলেটি তাঁহার ছোট বোনের ছেলে। তাঁহার পরিবারের চিরকালের নিয়ম অনুসারে বড় বোনের ছেলেরই সম্পত্তি পাইবার কথা, কিন্তু স্যর ক্রিষ্টফার অনেক টাকা খরচ করিয়া এমন কি নিজের স্থাপত্য-কীর্ত্তির আর্থিক ক্ষতি করিয়া এই ছেলেটিকে উত্তরাধিকারী ঠিক করিয়াছেন। এই কারণে বড়বোনের সঙ্গে তাঁহার খুব ঝগ্‌ড়া হইয়া গিয়াছিল। স্যর ক্রিষ্টফার ক্ষমা কাহাকে বলে জানিতেন না, কাজেই সে ঝগ্‌ড়া আর মিটিল না। অ্যাণ্টনির মা মারা যাইবার পর এই গৃহই তাহারও গৃহ হইল। সে তখন আর বালক নয়, সৈনিক বিভাগের কাপ্তেন। এই সুন্দর সুদীর্ঘ তরুণ কাপ্তেন ছুটি পাইলেই এখানে আসিয়া থাকিত। ক্যাটেরিনার বয়স তখন ষোল সতের। পরে যে কি হইল সে কথা বলিয়া বৃথা বকিয়া আর কি লাভ? জগতে যে জিনিসটা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক তাহার ব্যাখ্যা করার কোন দরকার দেখি না।

শেভারেল-প্রাসাদে সঙ্গীর খুবই অভাব। টিনা না থাকিলে কাপ্তেন উইব্রোর দিন কাটা ভার হইয়া উঠিত। টিনার দিকে একটু মন দিতে তাহার বেশ লাগিত। টিনার সঙ্গে যখন সে কথা বলিত, তখন তাহার মিষ্ট মধুর কথাগুলি শুনিয়া টিনার রক্তহীন গাল দুটি মুহূর্ত্তের জন্য রাঙা হইয়া উঠিত; টিনা যখন গান করিত তখন তাহার পিয়ানোর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাপ্তেন উইব্রো তাহার গানের প্রশংসা করিলে সলজ্জ কালো চোখ দুটি তুলিয়া সে একবারটি তাহার দিকে চাহিয়া লইত। উইব্রোর ইহাই ছিল আনন্দ! মোটা-মোটা-পা-ওয়ালা ওই পুরোহিতটির জায়গা দখল করিয়া লইয়া তাহাকে পিছনে ঠেলিয়া দেওয়াটাও তাহার একটা নেহাৎ কম মজা ছিল না। নিষ্কর্ম্মা পুরুষ যদি কোনো রমণীকে মুগ্ধ করিবার সুবিধা পায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে স্বজাতির একজনকে হীন করিয়া

ফেলিতে পারে তবে আর সে বেচারা কি করিয়া লোভ সাম্‌লায়? আর তাহার নিজের মনে যদি কোনো কু-অভিপ্রায় না-ই থাকে, দু'চার দিন পরে সবই যদি সে ঠিকঠিক যথাস্থানে ফিরিতে দিবে ধারণা করিয়া থাকে, তবে ত কথাই নাই। দেড় বৎসর ধরিয়া কাপ্তেন উইব্রো প্রায়ই এই বাড়ীতে দিন কাটাইতে লাগিল; শেষে একদিন বুঝিল তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাপারটা ক্রমে এতখানি জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে এখন উল্টামুখে চলা শক্ত। মিষ্ট কথা ক্রমে স্নেহার্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার ফলে যে মধুর দৃষ্টির বিনিময় হইয়া গিয়াছে, তাহা কখনো সেইখানেই থামিয়া যাইতে পারে না; কাজেই ক্রমে সেটা বাড়িতে বাড়িতে প্রণয়-নিবেদনে দাঁড়াইল। অমন সুন্দর যাহার কালো কালো চোখ, অমন মধুর যাহার কণ্ঠ, অমন কমনীয় যাহার চেহারা, যাহাকে তুচ্ছ করিবার কোনোই কারণ নাই, সেই তরুণী যদি সমস্ত হৃদয় কাহাকেও ঢালিয়া দেয় তবে ত তাহার মনে একটা মধুর ভাবের উদয় হইবেই। তখন তাহাকে সামান্য একটু প্রতিদান না দেওয়াটাই কর্ত্তব্যের ত্রুটি বলিয়া মনে হয়।

কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে টিনাকে বিবাহ করার স্বপ্নও যাহার কাছে একটা হাস্যকর কাণ্ড সে একটা নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল অসংযমী যুবক না হইলে কখনো অমন ভান করিয়া টিনার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত না। বাস্তবিক কিন্তু সে কথাটা ভুল। অ্যাণ্টনির হৃদয়বৃত্তিগুলি খুবই শান্ত; নিজের কাছেও যে-কাজের একটা মনগড়া কারণ না দেখানো যায় সে-কাজে সে কোনদিন সহজে জড়াইয়া পড়িত না। আর টিনার মতন ক্ষীণ দুর্ব্বল বালিকা ত মানুষের কল্পনাকেই মাত্র ঘা দেয়, সেইসঙ্গে মনেও একটু স্নেহের উদ্রেক করে; ইন্দ্রিয়রাজ্যে তাহার মতন ছায়ার স্থান নয়। অ্যাণ্টনি সত্যসত্যই তাহার উপর খুব সদয় ছিল।

জগতে কাহাকেও ভালবাসা যদি তাহার পক্ষে সম্ভব হইত, তবে হয়ত সে তাহাকেই ভালও বাসিত। কিন্তু প্রকৃতিদেবী তাহাকে এ শক্তিটা দিতে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে সুগঠিত দেহ দিয়াছিলেন, এমন শুভ্র দুখানি হাত দিয়াছিলেন যাহার তুলনা আর মিলে না, নাকটিও বোধ হয় সমস্ত মন দিয়া গড়িয়াছিলেন, আর দিয়াছিলেন হৃদয়ভরা আত্মতৃপ্তি। কিন্তু এমন ভুবনমোহন মূর্ত্তিখানি পাছে চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া যায়, তাই বোধহয় সকল আঘাতের হাত এড়াইবার জন্য কোনো বিষয়ে প্রবল আকর্ষণ কি আকাঙ্ক্ষাটুকু দিতে তাঁহার হাত উঠে নাই। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার সাক্ষ্য দিবার জন্য তাহার জীবনে কোনো কীর্ত্তির তালিকা ছিল না। স্যর ক্রিষ্টফার ও লেডি শেভারেলের মতে জগতে এমন ভাগিনেয় মেলা ভার, এমন উত্তরাধিকারী পাওয়া বহু ভাগ্যের ফল, ছেলে নয়ত সোনার চাঁদ, মামা-মামীকে কি ভক্তিটাই করে, আর সকল কাজে কর্ত্তব্য-বোধ একেবারে টন্‌টনে! কাপ্তেন উইব্রোর কর্ত্তব্যবুদ্ধি চিরকালই তাহাকে সকলের চেয়ে সোজা আর মনের মতন কাজটি করিতে বলিত। পোষাক-পরিচ্ছদে তাহার খরচের অন্ত ছিল না, কারণ বংশগৌরব মানাইয়া চলা ত কর্ত্তব্য। স্যর ক্রিষ্টফারের ইচ্ছাকে টলায় কাহার সাধ্য। কাজেই সে তাঁহার কোনো কাজে বৃথা অমত করিয়া জ্বালায় পড়াটা অকর্ত্তব্যই ঠিক করিয়াছিল। শরীরটা তাহার একটু নরম ধাঁচেরই ছিল, কাজেই কর্ত্তব্যবোধে স্বাস্থ্যবিধিটাও পালন করিত। এই স্বাস্থ্যটুকুই তাহার সম্বন্ধে আত্মীয়বন্ধুদের একমাত্র উদ্বেগের কারণ ছিল। এইজন্যই জমিদারমহাশয় ভাগিনেয়টিকে সকাল-সকাল সংসার পাতাইয়া দিতে এত ব্যস্ত; বিশেষতঃ তাহার মনের মতনই একটি কনে যখন মিলিতেছে তখন দেরী করিয়া কি লাভ। মিস্ আশারকে অ্যাণ্টনি দেখিয়াছে, তাহার মনেও ধরিয়াছে। মেয়েটি স্যর ক্রিষ্টফারের প্রথম

প্রিয়ার একমাত্র কন্যা। মানুষ যাহাকে চায় তাহাকে পাওয়াটা জগতের নিয়ম বোধ হয় না। তাই স্যর ক্রিষ্টফারের প্রথম প্রেয়সীরও আর-এক জমিদারের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছিল। মিস্ আশার এখন পিতৃহীনা, মস্ত জমিদারীর অধিকারিণী। অ্যাণ্টনির রূপে-গুণে যদি এই কন্যার মন ভিজে, তবে স্যর ক্রিষ্টফারের সুখের আর সীমা থাকিবে না। এই বিবাহের ফলে শেভারেল-প্রাসাদটা পরের ভাগ্যে বর্ত্তাইবার আশঙ্কাটা দূর হইবে। পুরানো বন্ধুর ভাগিনেয় বলিয়া অ্যাণ্টনিকে লেডি আশার ইতিমধ্যেই খুব আদর যত্ন করিয়াছেন; সেইবা কেন "বাথে" তাঁহাদের কাছে গিয়া আলাপ পরিচয় জমাইয়া তুলিয়া একটি উচ্চবংশীয় সুন্দরী ধনী বধূ বরণ করিয়া না আনে?

স্যর ক্রিষ্টফার ভাগিনেয়কে মনের কথা জানাইলেন, সেও তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্যবোধে রাজি হইয়া গেল। আজ তাহাদের দুজনের সম্মুখে যে কি মহান্ স্বার্থত্যাগের দাবী উপস্থিত হইয়াছে, টিনাকে অতি করুণ স্বরে সে-কথা জানাইতেও সে ভুলিল না। ইহার তিন দিন পরে কাপ্তেন উইব্রোর বাথ যাত্রার আগের দিন রাত্রে দালানে যে বিদায়-দৃশ্যের পালা হইয়াছিল, তাহা ত পাঠক আগেই দেখিয়াছেন।

পাঁচের পরিচ্ছেদ।

আতঙ্কে মানুষের হৃৎপিণ্ডটা যেমন দপ্‌দপ্‌ করিয়া ঘা দিতে থাকে, ঘড়ির কাঁটা তেমনি টিক্‌টিক্‌ করিয়া বাজিয়া চলে, দয়ামায়া তাহার গতির কোনো পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। প্রকৃতির প্রকাণ্ড যন্ত্রটাও ঠিক এমনি করিয়াই চলে। 'ডেজি' ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে, তাহার পরেই মাঠ ভরিয়া লাল্‌চে ঘাস মাথা দুলাইতে থাকে। ঘাসের ঢেউও আর বেশীদিন খেলিতে পায় না, তখন ঘন সবুজ ঝোপের আবির্ভাবে সমস্ত মাঠ মরকত-মণির মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে; সোনালি শস্যের ভারে ক্ষেতের চারার মাথা নীচু হইয়া যায়, কৃষকেরা তাহার মধ্যে হেঁট হইয়া শস্য কাটিতে থাকে; তখন নূতন বীজ বপনের আশায় মাটি চষার ধুম পড়ে; শস্যহীন পুরাণো খড়ের গোড়াগুলি লাল মাটি মাখিয়া পড়িয়া থাকে। এই যে নানারূপের খেলা একটির পর আর-একটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে, সুখী মানুষের কাছে তাহা মিষ্টসুরের প্রবাহের মতন আনন্দ বিলাইয়া যায়; কিন্তু কত মানুষের মনে এই রূপের খেলাই ভবিষ্যৎ বেদনার আগমনী গাহিয়া যায়, সে যেন কোন্‌ অদৃশ্য যাদুকরের রূপ ধরিয়া মুহূর্ত্তগুলিকে একে একে হরণ করিয়া ভয়ের ও আতঙ্কের ছায়াকে জীবন্ত-নিরাশার স্পষ্টমূর্ত্তিতে পরিণত করিতে থাকে।

১৭৮৮ অব্দের গ্রীষ্মটা টিনার সাম্‌নে দিয়া নিষ্ঠুরের মতন কি দ্রুত গতিতেই চলিয়া গেল। এবার নিশ্চয় গোলাপ তাহার বিদায়ের দিনের আগেই ঝরিয়া পড়িয়াছিল, পাহাড়ে অ্যাশ-গাছের ফলগুলো যেন রাঙা হইয়া উঠিবার জন্য বড় বেশী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, শরৎকালটাকে

টানিয়া আনিতে পারিলেই যেন বাঁচে ; তখনি ত এ দুঃখিনীর দুঃখের ভরা পূর্ণ হইবে ; অ্যান্টনি তাহার চোখের সাম্‌নে মধুর হাসি, মিষ্ট কথা, মুগ্ধদৃষ্টি, সকলি আর-একজনকে সঁপিয়া দিবে।

জুলাই মাস শেষ হইবার আগেই কাপ্তেন উইব্রো খবর পাঠাইয়াছিলেন যে লেডি আশার ও তাঁহার কন্যা আর বেশী দিন বাথের গরম আর আমোদপ্রমোদের মধ্যে থাকিতে পারিতেছেন না, শীঘ্রই 'ফার্লে'তে তাঁহাদের নিভৃত নির্জ্জন ছায়ায়-ঢাকা পল্লীতে ফিরিয়া যাইবেন, তাহাকেও সঙ্গে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার চিঠিপত্রের ভাবে মনে হয় যে দুইটি মহিলার সঙ্গেই তাঁহার বেশ সদ্ভাব, এবং কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর আশঙ্কাও নাই। তাই চিঠিগুলি পড়িয়া স্যর ক্রিষ্টফারের মনটা খুব বেশী-রকমই খুসী। আগষ্টের শেষে খবর আসিল, কাপ্তেন উইব্রো সফল হইয়াছেন। দুই পরিবারে দিন-কতক খুব চিঠিপত্র চলিল। তাহার পর বোঝা গেল যে আগামী সেপ্‌টেম্বর মাসে ভাবী কুটুম্বিনী ও তাঁহার কন্যা শেভারেল-প্রাসাদে বেড়াইতে আসিতেছেন ; এই সুযোগে ভাবী বধূ তাঁহার ভাবী আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচিত হইবেন এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় সব-রকম কথাবার্ত্তাও পাকা হইবে। কাপ্তেন উইব্রো এখন সেখানেই থাকিবেন, পরে মহিলাদের সঙ্গেই আসিবেন।

নূতন কুটুম্বদের অভ্যর্থনার আয়োজনে সকলেই মহা ব্যস্ত। জমিদার মহাশয় সারাদিন নায়েব মোক্তারদের সঙ্গে পরামর্শই করিতেছেন। মাঝে মাঝে ফ্রান্‌সেস্কোকে তাড়াতাড়ি ঘরখানা শেষ করিয়া ফেলিতে তাড়া দিতেছেন। মিস্ আশার এক মস্ত ঘোড়সোয়ার। কাজেই মিঃ গিল্‌-ফিলের উপর ভার পড়িয়াছে মেয়েদের চড়ার যোগ্য একটি ঘোড়া খুঁজিয়া আনিবার। লেডি শেভারেল এখন যত রাজ্যের বাড়ীতে দেখা করিয়া আর নিমন্ত্রণ করিয়া-করিয়া ফিরিতেছেন। মিঃ বেট্‌সের ঘাসের ময়দান,

ফুলের কেয়ারি, পাথর-বাঁধানো রাস্তা, সব আগে থাকিতেই ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার, তাহার আর বিশেষ কিছু করিবার নাই। সহকারী মালীটাকে মাঝে-মাঝে একটু ধমক-ধামক করিলেই হয়, তা' সে বিষয়েও মিঃ বেট্‌সের কোনো খুঁৎ ধরিবার পথ নাই।

সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে টিনারও কাজের অভাব ঘটে নাই। নিরানন্দ দিনগুলো কাটাইতে ত হইবে! ড্রয়িংরুমের চেয়ারগুলির জন্য লেডি শেভারেল এক বৎসর খাটিয়া একসেট কারুকার্য্য-করা গদি করিতেছিলেন; এইগুলিই তাঁহার বাড়ীর একমাত্র দেখিবার মতন আস্‌বাব। একটা গদি বাকি আছে, টিনাকে সেই কাজটুকু সারিয়া লইতে হইবে। এই সেলাই হাতে করিয়াই তাহার দিন কাটে। বেচারীর ঠোঁট দুখানি থাকিয়া থাকিয়া কন্‌কনে ঠাণ্ডা হইয়া উঠে, বুকের ভিতর সমস্তক্ষণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে; চোখে জলটা আসিতে-আসিতে থামিয়া যায়; ভিতরের বেদনার চেয়ে চোখের জলকেই তাহার ভয় বেশী; তাই সে কৃতজ্ঞহৃদয়ে বেদনাই বরণ করিয়া লইয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারে চোখের জল তাহার দুঃখ বেদনা মুছাইতে আসিত। স্যর ক্রিষ্টফারকে কাছে আসিতে দেখিলেই তাহার সকলের চেয়ে ভয়। তাঁহার দৃষ্টি এখন যেন আরো কত উজ্জ্বল, হাঁটিতে চলিতে পায়ের জোর বাড়িয়া গিয়াছে; নেহাৎ জড়পিণ্ড মনমরা কি স্বার্থপর মানুষ ছাড়া আর কেহ যে এমন সুখের পৃথিবীতে স্ফূর্ত্তিহীনভাবে আনন্দ-উল্লাসকে দূরে সরাইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে ইহা তাঁহার ধারণারই অতীত। বুড়ো ভদ্রলোক জীবনটা নিজের ইচ্ছার জয়ের উল্লাসেই কাটাইয়াছেন; শেষ ইচ্ছাটিও ত পূর্ণ হইতে চলিল। আনন্দ হইবেই বা না কেন? দু দিন পরে সাধের নাতি আসিয়া এত সাধের বাড়ীখানি উজ্জ্বল করিবে। পরের হাতে আর তুলিয়া দিতে হইবে না। কপালে থাকিলে তাহার

সুন্দর কিশোর-মূর্ত্তিও হয়ত দেখিয়া যাইতে পারেন। নাইবা দেখিবেন কেন? ষাট বৎসর কি আর একটা বয়স!

টিনাকে দেখিলেই স্যর ক্রিষ্টফার একটা কিছু হাসি ঠাট্টা না করিয়া পারেন না। হয়ত বলিতেন,

"কিরে বাঁদরী, গলা ভাল আছে ত? তুই হলি গিয়ে আমাদের বাড়ীর চারণী। দেখ্, একটা সুন্দর পোষাক আর নূতন রেশমী ফিতে জোগাড় করে রাখিস। গাইয়ে পাখী বলে যেন পাট্‌কিলে রঙের পোষাকটাই পরে বসিস না।"

নয়ত বলিতেন,

"কি রে, এইবার ত তোর পালা। দেখিস বেশী মাথা উঁচিয়ে চলে যাসনে। বেচারাকে একটু নাগাল দিস। মেনার্ড·বেচারাকে একটু সহজেই ছাড়া দেওয়া উচিত।"

টিনা তাঁহাকে বড় ভালবাসিত; তাই বৃদ্ধ জমিদার যখন আদর করিয়া তাহার গালে টোকা দিতেন কি একটু হাসিয়া তাহার দিকে চাহিতেন, তখন বেচারী অতিকষ্টেও মুখে একটু হাঁসি ফুটাইতে পারিত। কিন্তু এমনি সময়ে কান্না যেন ফাটিয়া পড়িতে চাহিত। সে যে কি কষ্টে উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা চাপিয়া রাখিত তাহা বলা যায় না। লেডি শেভারেল আসিলে কিংবা কথা বলিলে অত বিপদ হইত না। পরিবারের এই ঘটনায় তাঁহার সন্তোষ হইয়াছিল বটে। কিন্তু তিনি যে সব কাজেই চুপচাপ। তা'ছাড়া স্যর ক্রিষ্টফারের স্মৃতির মন্দিরে করুণ-নয়না সুন্দরী ষোড়শী মূর্ত্তিতে যিনি প্রতিষ্ঠিত, সেই লেডি আশারকে আবার দেখিবার আনন্দে যে তিনি পুলকিত, এটাতেও লেডি শেভারেলের মনে একটু ঈর্ষ্যার উদয় হইয়াছিল। প্রথম যখন স্যর ক্রিষ্টফার ভ্রমণে বাহির হন, তখন এই সুন্দরীর সঙ্গে তিনি কেশ-

বিনিময় করেন। লেডি শেভারেল অবশ্য মরিলেও এ ঈর্ষ্যার কথা স্বীকার করিবেন না, তবে তাঁহার মনে-মনে আশা ছিল বর্ত্তমান লেডি আশারের মধ্যে তাঁহার স্বামী সে মানসী সুন্দরীকে আর দেখিতে পাইবেন না; যাঁহাকে তিনি ভুবনমোহিনী ভাবিতেন, এখন তাঁহার রূপ দেখিয়া তিনি নিজেই লজ্জা পাইবেন।

আজকাল টিনাকে দেখিয়া মিঃ গিল্‌ফিলের মনে একসঙ্গেই দুই-রকম ভাবের উদয় হয়। তাহার দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদে বটে, কিন্তু আনন্দেরও একটা কারণ আছে; যে ভালবাসার ফল কোনো দিন ভাল হইবে না, তাহার বৃথা আশাটুকুও যে কাটিয়া গেল, ইহা ত টিনারও মঙ্গল। তাই তিনি মনে-মনে না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেন না—"হয়ত আর কিছুদিন পরে টিনা ওই পাষাণ লোকটার কথা ভুলে যাবে; তখন হয়ত··"

এতদিন ধরিয়া সকলেই যে-দিনটির অপেক্ষা করিতেছিল, একদিন সেদিনটি দেখা দিল। শরতের সোনার আলোয় লেবু-গাছের মাথাগুলি তখন ঝল্‌মল্ করিতেছিল, সেদিন তখন পাঁচটা বাজে-বাজে। এমন সময় লেডি আশারের গাড়ী আসিয়া গাড়ী-বারান্দার তলায় ঢুকিল। ক্যাটেরিনা ঘরে বসিয়া কাজ করিতে-করিতে গাড়ীর চাকার শব্দ, দরজা খোলা, বন্ধ করা ও কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিল। ছ'টার সময় খাবার ঘণ্টা পড়িবে; লেডি শেভারেল বলিয়া দিয়াছেন, সে যেন একটু আগে থাকিতে ড্রয়িংরুমে যায়। টিনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড়-চোপড় পরিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ নিজের এতটা শক্তি ও সাহস দেখিয়া সে নিজেই বেশ খুসী হইয়া উঠিল। অ্যান্টনি বাড়ী আসিয়াছে, মিস্ আশারকে দেখিতেও কৌতূহল হইতেছে, নূতন লোকজনের সাম্‌নে নিতান্ত শাদামাটা চেহারা দেখাইবারও বিশেষ ইচ্ছা নাই, এই-সকল নানা উত্তেজনায় টিনার ঠোঁটে একটু রক্তের উচ্ছাস দেখা দিল, সাজ-

সজ্জাও একটু সহজ হইয়া আসিল। আজ যখন সন্ধ্যাবেলা সকলে তাহাকে গান করিতে বলিবে, তখন সে গানে সকলকে মাতাইয়া তুলিবে। মিস্ আশার যে তাহাকে নেহাৎ একটা যে-সে ভাবিবে তাহা টিনা কি করিয়া সহ্য করে! তাই সে নিজের এই শ্রেষ্ঠতাটুকুর আনন্দেই সযত্নে তাহার নূতন ধূসর রঙের পোষাকটি ও চেরি রঙের ফিতাটি লইয়া সাজ-সজ্জায় মন দিল। সে-ই যেন বাগ্‌দত্তা বধূ! মুক্তার দুল দুইটি পরিতেও সে ভুলিল না। টিনার কান দুটি অমন সুন্দর বলিয়া স্যর ক্রিষ্টফার গৃহিণীকে বলিয়া তাহাকে গোল মুক্তার এই দুলজোড়া দেওয়াইয়াছিলেন।

অত তাড়াতাড়ি গিয়াও টিনা দেখিল ড্রয়িংরুমে স্যর ক্রিষ্টফার, লেডি শেভারেল ও মিঃ গিল্‌ফিলের গল্প চলিতেছে। কর্ত্তা ও গৃহিণী পুরোহিতকে ভাবী বধূর রূপ বর্ণনা শুনাইতেছেন।—মেয়েটি খাসা দেখিতে, কিন্তু মায়ের মতন একেবারেই নয়, বাপের মতন বোধহয় আদল আসে।

টিনা ঘরে ঢুকিতেই তাহার দিকে ফিরিয়া স্যর্ ক্রিষ্টফার বলিলেন, "বাঃ, বাঃ, কিহে মেনার্ড, তোমার কি মনে হয়? টিনার এত রূপ কোনোদিন দেখেছিলে? গিন্নির পোষাকের ছাঁট থেকে একটুক্‌রো কাপড় নিয়েই ত দেখ্‌ছি টিনার ক্ষুদে পোষাকটি হয়েছে। ক্ষুদে বাঁদরীকে সাজাতে একখানা রুমালের বেশী কাপড়ের কোনো দরকার দেখি না।"

লেডি আশারের দিকে একবারটি চাহিয়াই গৃহিণী বুঝিয়াছেন যে সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে ইনি হার মানাইতে পারেন না। আনন্দে তাই তাঁহার প্রশান্ত মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। টিনার রূপের তারিফ শুনিয়া তিনিও হাসিয়া সায় দিলেন। টিনার ধরণটা তখন

অত্যন্ত ধীর উদাসীনের মতন। মনের মধ্যে তুমুল সংগ্রামের পর এম্‌নি একটা ভাটাপড়ার মতন ভাব আসে। টিনা সরিয়া গিয়া পিয়ানোর কাছে বসিয়া গানের বইগুলা সাজাইতে লাগিল। সকলের প্রশংসমান দৃষ্টিতে অবশ্য তাহার বেশ একটা আনন্দই হইতেছিল, সঙ্গে-সঙ্গে মনে হইতেছিল, এইবার দরজাটা খুলিলেই কাপ্তেন উইব্রো ঢুকিবে, তাহার সঙ্গে খুব প্রফুল্ল মুখে কথা বলিতে হইবে। কিন্তু পায়ের শব্দ ও গায়ের গোলাপের গন্ধে তাহার সাড়া পাইবামাত্রই টিনার বুকের ভিতর কেমন যেন ধড়াস ধড়াস করিয়া উঠিল। অ্যান্টনি আসিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া পুরানো সুরে "কি ক্যাটেরিনা, ভাল আছ ত? বাঃ বেশ তাজা দেখাচ্ছে ত তোমায়," বলিবার পর যেন টিনার জ্ঞান হইল।

তাহাকে অমন দিব্য উদাসীন ভাবে কথা বলিতে দেখিয়া রাগে টিনার গাল দুটি লাল হইয়া উঠিল। সে যে এখন আর-একজনের ভালবাসায় ডুবিয়া রহিয়াছে। টিনার জন্য তাহার মনে ঘা লাগিতে যাইবে কি দুঃখে! পর মুহূর্ত্তেই আবার টিনার মন বদ্‌লাইয়া গেল—"আঃ, আমি কি বোকা! বেচারা লোকের সাম্‌নে ত আর কিছু বল্‌তে কইতে পারে না।" বিপরীত মনোভাবের এই-রকম দ্বন্দ্বে মুহূর্ত্তগুলিই টিনার কাছে যুগ হইয়া দাঁড়াইতেছিল। দরজাটা তখনি আবার খুলিতেই তাহার চমক ভাঙিল। ঘরের সকলে চাহিয়া দেখিলেন দুইটি মহিলা ঢুকিতেছেন।

মেয়েটির চেহারাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে, গোলগাল বেঁটেখাটো মা-টির ঠিক উল্টা। এককালে ইনিও সুন্দরী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। রংটা ছিল জোলো গোলাপী, তখন চটক ছিল বটে, কিন্তু সে রং বেশীদিন থাকে না। নাক চোখ নেহাৎ চলনসই ছিল, তবে যৌবনের লাবণ্যে গোলগাল পুতুলটির মতন বেশ দেখাইত। মিস্ আশ্বার বেশ্ লম্বা,

শরীরের গঠনে বেশ্ কমনীয়তা আছে, কিন্তু নেহাৎ পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে নয়। চলার মধ্যে কেমন একটা সুন্দর শ্রী আছে; সেই-সঙ্গে বেশ্ একটা আত্ম-তৃপ্তির ভাবও যেন ফুটিয়া উঠিতে চায়। চুলগুলির গাঢ় পিঙ্গল রং, তাহার পাউডারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, মুখের চারি পাশে কতকগুলি চুল থোকা থোকা হইয়া ঘিরিয়া রহিয়াছে; পিছন দিকে একপিঠ ঘন কোঁকড়া চুল কোমর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ঠোঁট দুটি পাৎলা, কপাল খুব সংকীর্ণ, চোখ চলনসই রকমের, কিন্তু চোখা খাঁড়া নাক আর সুগোল গোলাপী গালে সমস্ত মুখখানা বেশ জম্‌কাল হইয়া উঠিয়াছে। পোষাকটি গাঢ় কালো, শোকের পরিচ্ছদ, গহনা যা দুই একটি আছে তাহাও কালো পাথরের। ধপ্‌ধপে ফর্‌সা হাত দুখানি ও মুখখানি কালোর মাঝখানে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেয়েটিকে প্রথম দেখিলে চোখ যেন ধাঁধিয়া যায়। লেডি শেভারেল টিনার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলে সে যখন সদয় হাসি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিল, টিনা যেন মরমে মরিয়া গেল। বেচারীর এতদিনের স্বপ্ন এক নিমেষেই ধূলিতে মিশাইয়া গেল।

লেডি আশার কাহার যেন নকল করিতেছেন, এমনিভাবে খুব আড়ম্বরের ভান করিয়া বলিলেন, "স্যর ক্রিষ্টফার, আপনার ঘরবাড়ী দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। ফার্লে-টা আপনার ভাগ্যের না-জানি কি বিশ্রীই লেগেছে। কর্ত্তার ত আর বাড়ীঘর-মাঠ-ময়দানের দিকে নজর ছিল না। আমি কিছু বল্‌লেই বল্‌তেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেখে দাও, যদ্দিন বন্ধু-বান্ধবকে ভাল করে ভোজ দিতে আর ভাল এক বোতল মদ জোগাতে পার্‌ব, তদ্দিন বাড়ীর ছাদ ধোঁয়ায় কালো হলেও কেউ কথাটি বল্‌বে না।' উনি যা অতিথির সেবাটা কর্‌তেন, সে আর কি বল্‌ব!"

মা পাছে কোনো দুঃখের কথা তুলিয়া বসেন, তাই মিস্ আশার তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সাঁকোটা পার হয়ে আস্‌বার সময় দেখ্‌লাম, বাগান থেকে বাড়ীটা ভারি চমৎকার দেখায়। অ্যাণ্টনি ত আগে থাক্‌তে একটা কথাও বলে রাখেনি, কাজেই প্রথম দেখায় আরো সুন্দর লেগেছে। ভুল ধারণা করিয়ে দিয়ে প্রথম দর্শনের সুখটা মাটি কর্‌তে ও একেবারেই নারাজ। অ্যাণ্টনির কাছে শুনেছি, এই বাড়ীর পিছনে আপনি কত সময় আর কত চিন্তা কল্পনাই না খরচ করেছেন। বাড়ীটা আগাগোড়া না দেখে আর এর সব নক্সার ইতিহাস না শুনে ত আমার মন স্থির হচ্ছে না।"

জমিদার মহাশয় বলিলেন, "দেখো, বুড়ো মানুষকে পুরোনো কথায় মাতিয়ে দিয়ে বিপদে পোড়ো না যেন। পুরোনো ছবি আর নক্সার পাতা উল্টোনোর চাইতে ভাল কাজ বোধ হয় তোমায় একটা দিতে পার্‌ব। আমাদের বন্ধুবর গিল্‌ফিল্ তোমার জন্যে একটা সুন্দর ঘোড়া জোগাড় করেছেন; সেটায় চড়ে সারা দেশটা ঘুরে আস্‌তে পার। তুমি যে কেমন জাঁদ্‌রেল ঘোড়্‌সোয়ার সে কথা অ্যাণ্টনি আগেই আমাদের জানিয়েছে।"

মিস্ আশার হাসিতে মুখখানা আলো করিয়া মিঃ গিল্‌ফিলের দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিল; ধরণটা এমনি, যেন দয়া আর ধরে না, যাহার দিকে চাহিবেন সেই যেন মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

মিঃ গিল্‌ফিল্ বলিলেন, "ঘোড়াটা দেখেশুনে না নিয়েই আমায় ধন্যবাদ দেবেন না। গত দু'বচ্ছর লেডি সারা লিণ্টর এই ঘোড়াটায় চড়েছিলেন। তবে সকল কাজেই যখন সব মহিলার মিল হয় না, তখন এক্ষেত্রেও ত না হতে পারে।"

এদিকে যখন নানারকম কথাবার্ত্তা চলিতেছে অ্যাণ্টনি তখন চিম্‌নীতে

ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া। মিস্ আশার কথা বলিতে বলিতে তাহার দিকে তাকাইতেছিল, সেও একবার করিয়া তাহার অলস চোখদুটি তুলিয়া চাহনিতে সায় দিতেছিল। টিনা ভাবিতেছিল, "মেয়েটি ওকে কি ভালই বাসে!" অ্যাণ্টনি যে কেবল সায় দিয়াই ক্ষান্ত, নিজের তরফ থেকে বিশেষ কিছু দেখাইতেছে না, ইহাতেই কিন্তু টিনার মনে একটু শান্তিও আসিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, অ্যাণ্টনিকে যেন আগের চেয়েও ক্ষীণ ও রক্তহীন দেখাইতেছে। সে ভাবিল, "ও যদি এ মেয়ে-টিকে খুব বেশী ভাল না বাসে, যদি আগেকার কথা মনে পড়ে ওর একটুও দুঃখ হয়, তবে বোধ হয় আমি সবই সইতে পারি, এমন কি স্যর ক্রিষ্টফারের সুখ হবে মনে করে আনন্দেই সইতে পারি।"

আহারের সময়ের একটা ঘটনায় যেন টিনার মনের কথারই সায় পাওয়া গেল। টেবিলে তখন মিষ্টান্ন প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে। কাপ্তেন উইব্রোর কাছেই একটা জেলির শিশি ছিল; নিজের একটু লইবার ইচ্ছা হওয়াতে সে প্রথমে মিস্ আশারের দিকে পাত্রটা আগাইয়া দিল। সুন্দরীর মুখখানা একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল; সে বেশ একটু চড়া গলায় বলিয়া উঠিল, "আমি যে কোনোকালে জেলি খাই না, তা কি তুমি এতদিনেও টের পাওনি?"

অ্যাণ্টনির ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশেষ ধারাল বলা চলে না, কারণ মিস্ আশারের গলার স্বরের ঝাঁঝটা তাহার কানেই পৌঁছিল না; বেশ সহজভাবেই সে বলিল, "তাই নাকি? আমি ভাবতাম তুমি বুঝিবা ওর খুবই ভক্ত। ফার্লের খাবার টেবিলে না সব সময়ই খানিকটা সাজানো থাকত?"

"আমি কি ভাল বাসি না বাসি সে দিকে দেখি তোমার কোনো খোঁজই নেই।"

মধুর কণ্ঠে বিনীত উত্তর হইল, "তুমি যে আমায় ভালবাস, সেই ভাবনাতেই আমি ভরপুর।"

এক টিনা ছাড়া আর কেহই এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি লক্ষ্য করে নাই। স্যার ক্রিষ্টফার তখন একমনে লেডি আশারের রাঁধুনীর বর্ণনা শুনিতে ব্যস্ত—সে নাকি খাসা মাংসের ঝোল রাঁধিত, তাই স্যার জনের তাহাকে অত পছন্দ ছিল, তিনি কিনা ঝোল ভাল না হইলে খাইতে পারিতেন না; কাজেই লোকটা পিঠে করিতে না জানিলেও ছ'বৎসর কাজে বাহাল ছিল। লেডি শেভারেল ও মিঃ গিল্‌ফিল্ তখন রুপার্ট কুকুরটার রকম দেখিয়া হাসিতেছিলেন; সে জমিদার মহাশয়ের থালাটা শুঁকিয়া আসিয়া প্রভুর হাতের তলা দিয়া মাথাটা গলাইয়া দিয়া আর সকলের থালা দেখিতেছিল।

মেয়েরা ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া আসিলে লেডি আশার লেডি শেভারেলের সঙ্গে গল্প ফাঁদিলেন। মানুষ মরিলে পশমী কাপড় পরাইয়া গোর দেওয়াটা তাঁহার বিশেষ পছন্দ হয় না।

"অবিশ্যি নিয়ম যখন আছে তখন একটা পশমী পোষাক ত থাক্‌বেই। তবে তা' বলে তলায় সুতী কাপড় পরাতে ত আর বারণ নেই। আমি ত চিরকালই বল্‌তাম, 'আজ যদি স্যার জন মারা যান, তবে আমি কামিজ গায়ে দিয়ে তাঁকে গোর দেবো।' কাজের বেলাও তাই করেছিলাম। আপনাকেও বলে রাখ্‌ছি, স্যার ক্রিষ্টফারের বেলা এই রকম কর্‌বেন। আপনি বুঝি স্যর জনকে দেখেননি। উঃ মস্ত লম্বা লোক ছিলেন তিনি; নাকটা ঠিক বিয়েট্রিসের মতো ছিল। পোষাকের দিকে তাঁর নজর ছিল ষোল আনা।"

মিস্ আশার অমায়িকভাবে একটুখানি হাসিয়া টিনার পাশে আসিয়া বসিল। হাসিটা যেন বলিতে চায়, "আমাকে তোমার গর্ব্বিতা ভাব্‌বার

কথা বটে, তবে আমি একটুও গর্ব্বিতা নই।” সে বলিল, “অ্যাণ্টনি বলে, আপনি চমৎকার গাইতে পারেন। আশা করি আজ সন্ধ্যায় একটা গান শোনাবেন।”

টিনা না হাসিয়া শান্তস্বরে বলিল, “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমায় গাইতে বল্‌লেই আমি গাই ”

“আপনার অমন চমৎকার ক্ষমতা দেখে হিংসে হয়। বাস্তবিক, আমার একেবারে সুর-বোধই নেই। সামান্য একটা সুরও আমি গাইতে পারি না; কিন্তু গান জিনিষটা আমার ভারি ভাল লাগে। সত্যি, এ দুর্ভাগ্য বই আর কি? তবে যতদিন এখানে আছি, ততদিন আমার খুবই মজা। কাপ্তেন উইব্রো বলেছেন আপনি আমাদের রোজই গান শোনাবেন।”

টিনা গম্ভীরভাবে বলিল, “আপনার সুর-বোধ নেই শুনে আমি ভেবেছিলাম, আপনি গান-টানের ধার দিয়েও যান না।” কথাটা সোজা সুজি হইলেও কেমন যেন বিদ্রূপের মতন শুনাইল।

“সত্যি বল্‌ছি, আমি একেবারে গানের নামে পাগল। আর অ্যাণ্টনিও গানের খুব ভক্ত। আমি যদি গেয়ে বাজিয়ে ওঁকে শোনাতে পার্‌তাম তবে আমার কি আনন্দই না হ'ত। উনি অবিশ্যি বল্‌লেন যে আমি গান না গাইলেও ওঁর বেশী ভাল লাগে। আমার কথা ভাব্‌তে গেলে নাকি ওঁর গানের কথা মোটেই মনে হয় না। আচ্ছা, কি ধরণের সঙ্গীত আপনার ভাল লাগে?”

“কি জানি! আমার সব-রকমের সুন্দর সঙ্গীতই ভাল লাগে।”

“ঘোড়ায় চড়াটাও কি আপনার গানবাজ্‌নার মতন ভাল লাগে?”

“না; আমি কোনো দিন ঘোড়ায় চড়ি না। চড়্‌তে গেলেই বোধ হয় ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌তাম।”

"না, না; একটু অভ্যেস হয়ে গেলে কখনো ভয় পেতেন না। আমি জন্মে কখনো ভীতু ছিলাম না। নিজের জন্যে আমার যত না ভয়, অ্যাণ্টনির বোধ হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। ওঁর সঙ্গে যেদিন থেকে বেড়াতে সুরু করেছি, সেদিন থেকে দায়ে পড়েই একটু সাবধান হতে হয়েছে, নইলে তিনি আমার ভাবনাতেই অস্থির হন।"

টিনা কোনো উত্তর দিল না; মনে মনে ভাবিল, "কি বক্‌ছে, বাবা, উঠে গেলে বাঁচি। ওর ইচ্ছেটা আমি কেবলি ওর মিষ্টি স্বভাবের প্রশংসা করি আর অ্যাণ্টনির গল্প করি।"

ঠিক সেই সময় মিস্ আশার ভাবিতেছিল, "মিস্ সার্টিটা একটা আস্ত বোকা। গাঁইয়ে লোকগুলো প্রায়ই এমন হয়। তবে মেয়েটাকে যেমন মনে করেছিলাম তার চেয়ে সুন্দর দেখ্‌ছি। অ্যাণ্টনি বলেছিল দেখ্‌তে ভাল নয়।"

সুখের বিষয় এই সময় লেডি আশার কন্যাকে কারুকার্য্যকরা গদিগুলি দেখাইতে ডাকিলেন; মিস্ আশার সাম্‌নের সোফায় উঠিয়া গিয়া লেডি শেভারেলের সহিত সূচিশিল্প ও বুটিদার পর্‌দা প্রভৃতির বিষয়ে কথা আরম্ভ করিল। মা দেখিলেন, এখানে তাঁহার বিশেষ স্থান নাই; তিনি আসিয়া টিনার পাশে বসিলেন।

কথা আরম্ভ হইল অবশ্য এই বলিয়াই, "শুন্‌লাম তুমি নাকি খুব ভাল গাইয়ে। ইটালীয়ানরা সবাই বেশ গায়। বিয়ের পরে স্যর জনের সঙ্গে আমি ইটালীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ভেনিসে গেলাম। ওই যে-দেশে গণ্ডোলা চড়ে লোকে ঘোরে ফেরে; জানো বোধ হয়। তুমি দেখি চুলে পাউডার দাও না। বিয়েট্রিসও দ্যায় না; যদিও অনেকে বলে যে ওর কোঁক্‌ড়া চুলে পাউডার দিলেই ভাল দ্যাখায়। ওর খুব চুল, সত্যি না? আমাদের আগের ঝিটা বেশ বেঁধে দিত, এটার চেয়ে

ঢের ভাল। কিন্তু হলে কি হয়, সে কি কর্‌ত জানো? ধোপার বাড়ী দেবার আগে বিয়েট্রিসের মোজাগুলো নিয়ে নিজে পর্‌ত। কাজেই আর তাকে রাখা চল্‌ল না। বল, চলে কি আর?"

টিনা প্রশ্নটাকে বাক্যের অলঙ্কারস্বরূপ ধরিয়া চুপ করিয়াই রহিল। লেডি আশার আবার বলিলেন, "কি বল, এখন কি আর চলে?" যেন টিনা 'হাঁ' কি 'না' না বলিলে আর তাঁহার শান্তি নাই। অগত্যা সে কোনো-রকমে আস্তে-আস্তে 'না' বলিল। তিনি আবার গল্পের ফোয়ারা খুলিলেন।

"ঝিগুলো মানুষকে বড় জ্বালায়। বিয়েট্রিস আবার এমন পিট্‌পিটে যে কি বল্‌ব! আমি ত অহরহই বল্‌ছি, 'দেখ বাছা, অমন বামুনের গরু কপালে জোটে না।' ঐ যে মেয়ের ঘাঘ্‌রাটা দেখ্‌ছ, এখন অবিশ্যি গায়ে বেশ মানিয়েছে, কিন্তু এই নিয়ে তিন চার বার ওকে খোলা আর সেলাই করা হয়েছে। মেয়ে আমার ঠিক ওঁর মতন। তাঁর নিজের সব কাজে অম্‌নি পিট্‌পিটানি ছিল! লেডি শেভারেলও কি পিট্‌পিটে নাকি?"

"তা খানিকটা বটে। তবে মিসেস শার্প ওঁর কাছে এই কুড়ি বচ্ছর রয়েছে তাই সুবিধে।"

"আমাদের গ্রিফিনকে যদি কুড়ি বচ্ছর রাখা যেত ত হত ভাল। সে-সব আমার কপালে নেই, ওর যে শরীর ওকে ছাড়্‌তেই হবে। মেয়েটা এমনি একগুঁয়ে কিছুতেই যদি একটু তেতো খায়। তোমাকেও ত কেমন দুর্ব্বল দেখাচ্ছে। এক কাজ কোরো, উপোস করে সকালে 'ক্যামোমিলে'র চা খেয়ো। বিয়েট্রিস আমার যেমন শক্ত তেম্‌নি সুস্থ; জন্মে কখনো ওষুধ খায় না। কিন্তু আমার যদি কুড়িটা মেয়ে থাক্‌ত আর সব কটার যদি শরীর খারাপ হত, আমি বাপু সব কটাকে ধরে ক্যামোমিলের চা গেলাতাম। তুমি খাবে ত? কথা দাও।"

"ধন্যবাদ; আমার কোনো অসুখ-বিসুখ নেই, আমি চিরকাল অম্‌নি রোগা আর ফ্যাকাশে।"

লেডি আশারের দৃঢ় বিশ্বাস "ক্যামোমিলের" চা'তে জগতের সব-কিছু অসম্ভব সম্ভব হইয়া যায়। "হয় কিনা হয় দেখই না বাছা," বলিয়া তিনি আবার অনর্গল বকিয়া চলিলেন। পুরুষেরা একটু শীঘ্র আসিয়া পড়াতে অগত্যা গল্পের স্রোত বদ্‌লাইয়া গেল। এইবার স্যর ক্রিষ্টফারের পালা। ভদ্রলোক বোধ হয় ভাবিতেছিলেন, অন্ততঃ কবিত্বের খাতিরেও "বছর চল্লিশ" পরে প্রথম প্রেয়সীর দর্শনটা না মেলাই ভাল।

কাপ্তেন উইব্রো অবশ্য মামী ও মিস্ আশারের দলেই ভিড়িলেন। মিঃ গিল্‌ফিল্ দেখিলেন টিনা বেচারী দূরে এক কোণে চুপটি করিয়া বোবার মতন বসিয়া আছে। তাহাকে এই অশোভন অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি তাহার কাছে গিয়া তাঁহার কোন্ বন্ধু আজ সকালে বেড়া ডিঙাইতে গিয়া ঘোড়ার পেট ফুঁড়িয়া ও নিজের হাত ভাঙিয়া আসিয়াছে, সেই কথা বলিতে বসিলেন। টিনা যে তাঁহার কথায় একেবারেই মন না দিয়া ঘরের আর-একদিকে চাহিয়া ছিল, তাহা তিনি দেখিয়াও দেখিলেন না। ঈর্ষার হাতে মানুষ অনেক যন্ত্রণাভোগ করে; একটা বড় আশ্চর্য্য জিনিষ এই যে যেদিকে তাকাইলে চোখ যেন ফাটিয়া আসে, সেই দিক হইতেই চোখটা কিছুতেই ফেরানো যায় না।

খানিক পরে সকলেই গল্প করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল। স্যর ক্রিষ্টফার বোধ হয় সকলের বেশী। তাই তিনি ক্লান্তি দূর করিবার জন্য এই সুন্দর প্রস্তাবটি করিলেন—

"কি গো টিনা, আজ কি তাস খেল্‌তে বস্‌বার আগে আমাদের গান-টান কিছু শোনাবে না?"

হঠাৎ ভদ্রতার ত্রুটিটা মনে পড়াতে লেডি আশারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চয় তাস খেলে থাকেন ?"

"হাঁ নিশ্চয়ই। আহা বেচারা স্যর জনের তাস খেলা না হলে একরাত্ত চল্‌ত না !"

টিনা তখনই আসিয়া বাজ্‌নার সাম্‌নে বসিল। গান ধরিতেই দেখিল, অ্যাণ্টনি আস্তে-আস্তে সরিয়া আসিয়া বাজ্‌নার পাশে দাঁড়াইল। টিনার তাহাতে কতই না আনন্দ! সুখের স্পর্শে তাহার গলায় যেন নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিল। মিস্ আশার যখন মহা আড়ম্বর করিয়া প্রশংসমানভাবে আসিয়া অ্যাণ্টনির কাছে দাঁড়াইল তখন টিনা বেশ বুঝিল যে এ ঘটাটা সত্যকার আনন্দের অভাবই জানাইতেছে। নিজের শ্রেষ্ঠতার গর্ব্বে যে অবজ্ঞার ভাবটা তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে গানের শেষটাও বিশেষ কিছু মন্দ হইল না।

গান শেষ হইলে কাপ্তেন উইব্রো বলিল, "বাঃ টিনা, তোমার গলা যে দেখ্‌ছি আগের চেয়েও ভাল হয়ে উঠেছে। ফার্লেতে যে মিস্ হিবার্টের সরু বাঁশীর মতো গলার গান শুন্‌তাম, তাতে আর তোমার গানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ; কি বল বিয়েট্রিস্, তাই না ?"

"বাস্তবিক! মিস্ সার্টি, আপনাকে দেখ্‌লেই মানুষের হিংসে হয়। আচ্ছা, তোমাকে ক্যাটেরিনা বল্‌লে তোমার কিছু আপত্তি আছে কি ? অ্যাণ্টনির কাছে তোমার গল্প এত শুনেছি যে মনে হয় আমিও যেন তোমাকে কতকাল থেকে চিনি। তুমি আমায় ক্যাটেরিনা বল্‌তে দেবে ত ?"

"তা' আবার বল্‌তে ? সকলেই ত আমায় হয় ক্যাটেরিনা নয় টিনা বলে ডাকে।"

স্যর ক্রিষ্টফার ঘরের আর-এক-কোণ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে

বাদ্‌রী আয় আয়, আরো গান কর্‌তে হবে। এখনো যে অৰ্দ্ধেকও হয়নি।”

টিনা ত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে খুবই রাজি। গান করিবার সময় সেই ত হয় এ রাজ্যের রাণী। মিস্ আশার ত শুধু প্রশংসার ভান করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া থাকে। এই ছোট হৃদয়খানির ভিতর হিংসা যেন কি-একটা ঝড় তুলিয়া দিয়াছিল। টিনা এতদিন পাখীটির মতন আপন মনে গান গাহিয়াই কাটাইয়াছে। গায়ে পড়িয়া সে কাহারো কাছে যায় নাই। যে দু'খানি পাখা তাহাকে আদরে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, আনন্দে সে তাহারই আশ্রয়ে দিনগুলি কাটাইতেছিল। এতদিন প্রেমের মধুর তালেই তাহার হৃদয় নাচিয়াছে; কখনো বা সামান্য ভয়ে বুকটি দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। আজ শান্তি আর নাই। আজ জয়গর্ব্ব ও বিদ্বেষের আঘাতে তাহার সমস্ত হৃদয় দোলা দিয়া উঠিয়াছে।

গানের শেষে স্যর ক্রিষ্টফার ও তাঁহার গৃহিণী, লেডি আশার ও মিঃ গিল্‌ফিল্‌কে লইয়া তাস খেলিতে বসিলেন। টিনা খেলা দেখার ছলে জমিদার মহাশয়ের হাতের কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। নবীন প্রণয়ী দুইটি পাছে মনে করে যে সে সাধিয়া আসিয়া তাহাদের গায়ে পড়িতেছে, তাই সে এই আশ্রয় লইল। প্রথমে জয়ের আনন্দেই তাহার মনটা খুসী হইয়াছিল। গর্ব্বের বেশ একটা শক্তিও আছে। সেই জোরও তাহার খানিকটা লাভ। আগুনের ধারে মিস্ আশারের কাছ-ঘেঁসিয়া তাহার চেয়ারের পিছনে হাত দিয়া একটু হেলিয়া যেখানে অ্যাণ্টনি প্রেমিকের মতন বসিয়া ছিল, টিনার দৃষ্টি কিন্তু সেই দিকে। বুকের ভিতর কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার নিশ্বাস আটকাইয়া দিতেছিল। চোখটা এক-রকম না তুলিয়াই, সে দেখিতে পাইল, অ্যাণ্টনি মিস্

আশারের হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহার হাতের গহনা দেখিতেছে। দু'জনের মাথা দু'জনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, বিয়েট্রিসের কোঁকড়া চুলগুলি উড়িয়া আসিয়া অ্যাণ্টনির গালে ঠেকিতেছিল, সে তাহার গহনাপরা হাতখানা ঠোঁটের কাছে তুলিয়া ধরিল। টিনার মুখচোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল, সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কি একটা খুঁজিবার ছলে একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া শেষে চট্ করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে গিয়া একটা মোমবাতি লইয়া সে বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ঘরে গিয়া তাহার কি কান্না! "হে ভগবান্, আমি যে আর সইতে পারি না!" আঙুলগুলা মুঠা করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে কপালে ঠুকিতে লাগিল, যেন এখনি ভাঙিয়া ফেলিবে।

তারপর সে খুব জোরে পায়চারি করিতে লাগিল।

"দিনের পর দিন এম্নি চল্‌তে থাক্‌বে, আর আমাকে তাই বসে-বসে দেখ্‌তে হবে, হা আমার কপাল!"

কিছু একটা আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য যেন তাহার সমস্ত শরীরটা কেমন করিয়া উঠিতেছিল। টেবিলের উপর একটা ছোট রুমাল ছিল। সেইটাকে তুলিয়া সে কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পাকাইয়া মুঠিতে শক্ত করিয়া ধরিল। আজ যেন তাহার ইটালীয় রক্তটা সজাগ হইয়া বিদ্রোহ সুরু করিয়া দিয়াছে।

সে ভাবিতেছিল, "শেষে কিনা অ্যাণ্টনি আমার মনের দিকে একবারটি না তাকিয়ে আমার চোখের সাম্‌নে এম্‌নিতর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে চলেছে। ও দেখ্‌ছি সব ভুল্‌তে পারে। আমাকে ও কতইনা ভালবাসার কথা শোনাত! বেড়াবার সময় ওইনা আমার হাতখানা নিজের হাতের

মধ্যে তুলে নিত ; ওইনা রোজ সন্ধ্যায় আমার চোখে চোখে তাকাবার জন্যে কাছে এসে দাঁড়াত!”

অতীতের এই-সব মধুর মুহূর্ত্তগুলি চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেই তাহার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতে লাগিল—“উঃ কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর!” বিছানায় পড়িয়া কতক্ষণ ধরিয়া সে কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইল।

ঘরে যে কতক্ষণ পড়িয়া ছিল, তাহা সে টেরই পায় নাই ; মন্দিরের ঘণ্টা তাহার চেতনা ফিরাইয়া দিল। মনে হইল, লেডি শেভারেল হয়ত খোঁজ করিতে লোক পাঠাইবেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়িতে আরম্ভ করিল, আর যেন নীচে যাইতে না হয়। চুলটা খুলিয়া একটা আল্‌গা পোষাক পরিতে-না-পরিতেই শুনিল, দরজায় কে ঠক্‌ঠক্‌ করিতেছে ; তখনি শার্পগিন্নির গলা—“টিনাদিদি, গিন্নিমা জিগেস কর্‌লেন, তোমার কি কিছু অসুখ-বিসুখ করেছে?”

টিনা দরজা খুলিয়া বলিল, “ধন্যবাদ, মিসেস শার্প; আমার বড় মাথা ধরেছে। গিন্নিমাকে বল গিয়ে গান কর্‌বার পর থেকেই মাথাটা কেমন ধরে উঠেছে।”

“ওমা গো! তবে ওখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌ছ যে? মারা পড়্‌বে দেখ্‌ছি, এখনো শুয়ে পড়নি কেন? এস আমি চুলটা বেঁধে ঢেকে-ঢুকে গরম করে শুইয়ে দি।”

“না, না, ধন্যবাদ; সত্যি বল্‌ছি, আমি এখুনি শুয়ে পড়্‌ব। শুভরাত্রি, শার্পি মণি ; অত বোকো না, আমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো এখুনি ঘুমিয়ে পড়্‌ব।”

টিনা ধাইমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। শার্পগিন্নি কিন্তু অত সহজে ভুলিবার পাত্রী নয়। তাহার পালিত খুকীটিকে বিছানায় না শোয়াইয়া সে কিছুতেই ছাড়িবে না, বেচারী টিনার আঁধার ঘরের সাথী বাতিটিকে সুদ্ধ সে তুলিয়া লইয়া গেল।

কিন্তু বুকের ভিতর যাহার কান্না গুম্‌রাইয়া উঠিতেছে সে বিছানায় পড়িয়া থাকে কি করিয়া? সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। এই শীতের কন্‌কনে বাতাস আর অসোয়াস্তিই আজ তাহার বন্ধু। শরীরের কষ্টে তাহার মনের যাতনা হয়ত ডুবিয়া যাইতে পারে। সেদিন ত্রয়োদশী কি চতুর্দ্দশী, চাঁদ তখন আকাশের মাঝখানে। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের টুক্‌রোগুলি তাহার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। টিনা চাঁদের আলোতেই ঘরের চারিদিক দেখিতে পাইতেছিল। সে উঠিয়া জানালার পর্‌দাটা সরাইয়া দিয়া ঠাণ্ডা সার্সীর গায়ে কপালটা চাপিয়া প্রশস্ত মাঠ ও বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল।

চাঁদের আলোটা কেমন যেন বিষাদ-মাখা। দুরন্ত শীতের বাতাস তাহার সকল মাধুর্য্য সকল আরাম উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্নায় স্তব্ধ হইয়া ঘুমাইবার জন্য গাছগুলি উন্মুখ; নিষ্ঠুর বাতাস তাহাদের দোলা দিয়া দিয়া হয়রান করিয়া তুলিতেছে। ঘাসগুলিও থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। দেখিয়া তাহারও যেন শীত ধরিয়া গেল। ডোবার ধারে উইলো-গাছগুলি অদৃশ্য বাতাসের নিষ্ঠুর পীড়নে শাদা হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আজ তাহারই মতন অসহায়, আপনার দুঃখে আপনি ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির এই বিষণ্ণ মূর্ত্তিই আজ তাহার চোখে ভাল লাগিতেছে। ইহাতে যেন একটু করুণার আভাস পাওয়া যায়। প্রণয়ীদের নির্দ্দয় সুখের চেয়ে ভাল। সে-সুখে সহানুভূতির লেশমাত্র নাই। তাহা দুঃখের কাছে একটু নতও হয় না, বুক ফুলাইয়া আপন আনন্দে বিভোর হইয়া চলিয়া যায়।

টিনা জানালার গায়ে মুখটা চাপিয়া ধরিল; চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। কাঁদিয়া সে যেন বাঁচিল; বুকের ভিতর আগুন পুরিয়া শুক্‌নো চোখে বসিয়া সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। লেডি শেভারেলের

সাক্ষাতে যদি এই উন্মত্ত আবেগ তাহাকে পাইয়া বসে তবে ত আর সে আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিবে না।

আর স্যর ক্রিষ্টফার! আহা তিনি যে টিনাকে বড় স্নেহ করেন; আজ অ্যাণ্টনির বিবাহের কথায় তাঁহার আনন্দ যেন ধরিতেছে না। আর টিনা কিনা সমস্তক্ষণ বসিয়া-বসিয়া মনটাকে বিষ করিয়া তুলিতেছে?

টিনা কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "হে ভগবান, তুমি দয়া কর! আমি যে ওই ছাই কথা না ভেবে থাক্‌তে পারছি না!"

শীতের বাতাসে জ্যোৎস্নার মধ্যে এই ভাবে টিনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া রাত্রি-শেষে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা লইয়া আবার শুইয়া পড়িল; শ্রান্তিরূপে নিদ্রা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

যখন এই ছোট ব্যথিত হৃদয়খানি দুঃখের গুরুভারে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, প্রকৃতি তখনো চিরউদাসীনের মতন শান্তভাবে আপন ভীষণ অবিচলিত সৌন্দর্য্যে আপনি নিমগ্ন। আকাশের তারকারাজি তখনো সেই চিরপুরাতন পথে ছুটিয়া চলিয়াছে; নদীর জোয়ার তখনো কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়া সুদূরের তৃষিত তৃণটিকেও ধন্য করিতেছিল। সূর্য্য তখনো ক্ষিপ্রগামিনী পৃথিবীর অপরদিকে কত অতি-ব্যস্ত জাতিদের দিনের আলো জোগাইতেছিল। মানুষের চিন্তা ও কাজের স্রোত দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিতেছিল। জ্যোতিষী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সেবায় নিমগ্ন। বড় বড় জাহাজ ঢেউয়ের মাথায় নাচিয়া চলিতেছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যের কঠিন শ্রমে ও বিদ্রোহের ভীষণ তেজে কেবল তখন ক্ষণিকের জন্য ভাটা পড়িয়াছিল; কিন্তু নিদ্রাহীন রাজনৈতিক কাল সকালের ভাবী সঙ্কট স্মরণ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিলেন। এই প্রবল স্রোত কি ভীষণ বেগে কত অজানা পথের উপর দিয়া কোন্ অজানা লোকের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। বালিকা টিনার সুখদুঃখ তাহার কাছে অতি

সামান্য, অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। সকলের ছোট পাখীটি সারাদিন খুঁজিয়া ছোট ঠোঁটে একটুখানি খাবার লইয়া গিয়া যখন দেখিতে পায় বাসাটি শূন্য, ছিন্নভিন্ন, তখন উদ্বেগে কাঁপিতে থাকে, সে যেমন কাহারো চোখে পড়ে না, কাহারো দয়া পায় না, জগতের এই ভীষণ তাণ্ডব নৃত্যের কাছে টিনার দুঃখও তেম্‌নি কাহারো চোখে পড়ে না, কাহারো করুণা পায় না। সে যে অতি ছোট, অতি তুচ্ছ।

ছয়ের পরিচ্ছেদ।

পরদিন সকালে যখন মার্থা গরম জলের পাত্র হাতে করিয়া আসিয়া টিনার গাঢ় ঘুম ভাঙাইয়া দিল, তখন রোদে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে, বাতাসের বেগও অনেক কম। তাহার চোখছুটি তখনো ব্যথা করিতেছিল, শরীরও শ্রান্ত, কিন্তু তবু যেন গত রাত্রের সমস্ত বেদনা কেমন মিথ্যা স্বপ্নের মতন মনে হইতেছিল। সে উঠিয়া পড়িয়া কেমন যেন হতবুদ্ধির মতন কোনো-প্রকারে কাপড়চোপড় পরিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইতেছিল আর যেন কোনো কষ্টই তাহাকে কাঁদাইতে পারিবে না। এমন কি নীচে লোকজনের মাঝখানেও তাহার ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। মানুষের সংস্পর্শে তাহার এই জড়তাটা তাহা হইলে হয়ত কাটিয়া যাইতে পারে।

রাত্রিতে আমরা যে-সকল অপরাধ করি, যত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিই, ভোরের বেলার স্বর্গীয় আলো চোখে পড়িতেই রাত্রের সে-সব কাজ আমাদের লজ্জায় লাল করিয়া তোলে; সূর্য্যকিরণ সোনার পাখা মেলিয়া দেবদূতের মতন আমাদের পিছনের আত্মম্ভরিতার নিরানন্দ পথ ছাড়াইয়া নূতন পথে লইয়া আসে। টিনা কাহারো নীতি-সূত্র কি ধর্ম্মমত কিছুই যদিও জানিত না, তবুও কিজানি কেন সকালে উঠিয়া তাহার মনটা খারাপ হইয়া গেল; মনে হইতেছিল কাল যেন সে বড় বোকামি করিয়াছে, কি একটা অপরাধও করিয়াছে। আজ

সে ভাল হইতে চেষ্টা করিবে ; আজ সকালে প্রার্থনা করিতে বসিয়া সে সেই দশবৎসর বয়স হইতে যে প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছে, তাহাই করিল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে এইটুকু জুড়িয়া দিল, "হে ভগবান্, এ বেদনা সহ্য কর্‌তে তুমিই আমার সহায় হোয়ো।"

সে দিন সে প্রার্থনার ফলও যেন পাইল! খাইবার সময় তাহার চেহারা সম্বন্ধে দুই-একটা কথা শুনিবার পর বাকি সকালটা বেশ ধীরভাবেই কাটিয়াছিল। কাপ্তেন উইব্রো ও মিস্ আশার ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় সে দিন ভোজ ; টিনা দুই-একটা গান করিবার পরেই, লেডি শেভারেল শরীর ভাল নয় বলিয়া, তাহাকে ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিলেন। সেদিন ঘুমটাও হইল বেশ। আনন্দ কি বেদনা যাহাই ভাগ্যে থাকুক, ভোগ করিবার জন্য শরীর মনের শক্তিটা তাজা করিয়া তোলা দরকার।

পরদিন সকাল হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ, সবাই আজ বাড়ী থাকিবে। তাই স্যর ক্রিষ্টফার বলিলেন, আজ সারা বাড়ী ঘুরিয়া অতিথিদের বাড়ীর নূতন নক্সার গল্প, পারিবারিক পুরানো ছবি ও স্মৃতিচিহ্নগুলির ইতিহাস বলা হইবে। যখন প্রস্তাব করা হইল, তখন ড্রয়িংরুমে মিঃ গিল্‌ফিল্ ছাড়া আর সকলেই ছিলেন। মিস্ আশার যাইবার জন্য উঠিয়া কাপ্তেন উইব্রোর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে তাকাইলেন। আশা ছিল দেখিলেই তিনিও উঠিবেন। তিনি কিন্তু একখানা খবরের কাগজ হাতে করিয়া তাহার দিকে চোখ নামাইয়া আগুনের ধারে চুপটি করিয়া বসিয়া রহিলেন।

মিস্ আশারের উৎসুকদৃষ্টি দেখিয়া লেডি শেভারেল বলিলেন, "অ্যাণ্টনি, তুমি আস্‌ছ না ?"

উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া দিয়া অ্যাণ্টনি বলিল, "আমায় যদি মাপ কর,

তবে আজ আর যাব না, সকাল বেলাই কেমন একটু সর্দ্দি-সর্দ্দি লাগ্‌ছে, ঘরগুলো স্যাঁৎসেতে, হাওয়াটাও ঠাণ্ডা, কেমন ভয় কর্‌ছে যেতে।"

মিস্ আশারের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি মুখে কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। লেডি আশারও বাহির হইয়া পড়িলেন।

টিনা তখন সেলাই হাতে জানালার ধারে বসিয়া। এই প্রথম তাহারা দুজনে নির্জ্জনে একত্র হইল; টিনা ভাবিত অ্যাণ্টনি বুঝি তাহাকে এড়াইয়া চলে। কিন্তু এখন যে সে তাহাকেই কিছু বলিতে চায়, সে ত স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। নিশ্চয়ই আজ সে মমতা দেখাইয়া দুটো সমবেদনার কথা বলিবে। অ্যাণ্টনি উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে একটা আসনে বসিল।

"হ্যাঁ, টিনা, এতদিন ছিলে কেমন?" কথাগুলাও যেমন, গলার স্বরও তেমনি। কথা শুনিয়াই টিনার অপমান বোধ হইতেছিল। গলার স্বরের সঙ্গে আগেকার স্বরের আকাশ-পাতাল প্রভেদ; কথাগুলি কেমন যেন ভাসা-ভাসা, তাহার ত কোনো অর্থই হয় না। সে একটু ঝাঁঝাল সুরে উত্তর দিল, "তা' তুমি না জিগ্‌গেস কল্লেও চল্‌ত বোধ হয়। তাতে ত আর তোমার কিছু যায় আসে না।"

"এতদিন ধরে এই মিষ্টি কথাটি বুঝি আমার জন্যে জমিয়ে রেখেছিলে?"

"আমার কাছে তোমার মিষ্টি কথা শোন্‌বার বিশেষ দর্‌কার আছে বলে ত বোধ হচ্ছে না।"

কাপ্তেন উইব্রো চুপ। অতীতের কথার জের তুলিবার তাহার মোটেই ইচ্ছা নাই, বর্ত্তমান সম্বন্ধেও কোনো মন্তব্যকে তাহার বিশেষ ভয়। অথচ তাহার ইচ্ছাটা যে টিনার সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহারই করে। তাহাকে একটু আদর দেখাইতে, কিছু উপহার দিতে ও নিজের সম্বন্ধে

তাহার মনটাকে খুসী করিয়া তুলিতেই তাহার ইচ্ছা। কিন্তু মেয়ে জাতটাই কেমন যেন একরোখা! তাহাদের কোনো জিনিস বিচার করিয়া বুঝাইয়া দেখায় কাহার সাধ্য! খানিক পরে অ্যাণ্টনি বলিল, "টিনা, আমি মনে করেছিলাম, আমার ব্যবহারে তুমি বরং আমায় ভালই বল্‌বে, তা না তুমি এই-রকম রেগে চটে বসে আছ। আমি আশা করেছিলাম তুমি বুঝ্‌বে যে সকলের ভাল ভেবে দেখ্‌তে গেলে এই-রকম করাটাই মঙ্গল। তোমার সুখের পক্ষেও এটা মঙ্গলজনক।"

টিনা বলিল, "দোহাই তোমার, আমার সুখের জন্যে মিস আশারকে অত ভালবাসা দেখিও না।"

সেই মুহূর্ত্তেই ঘরের দরজাটা খুলিয়া মিস্ আশার আসিয়া ঢুকিলেন। বাজ্‌নার উপর ছোট থলিটা ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন লইয়া যাইতে হইবে। তিনি টিনার আরক্ত মুখের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া কাপ্তেন উইব্রোকে ঠাট্টার সুরে, এই বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, "আশ্চর্য্য বটে; ঠাণ্ডা লেগেছে বলে জান্‌লার ধারে এসে বসেছ।"

অ্যাণ্টনিকে বিশেষ অপ্রস্তুত হইতে দেখা গেল না। সেই খানেই আরো কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া সে উঠিয়া টিনার কাছে একটা টুল টানিয়া লইয়া বসিল। তাহার পর টিনার হাত ধরিয়া বলিল, "টিনা, আমার দিকে একটু সদয়দৃষ্টি দাও; এস বন্ধুর মত ঝগড়া-ঝাঁটি সব মিটিয়ে ফেলি। আমি চিরকালই তোমার বন্ধু থাক্‌ব।"

টিনা হাতখানা টানিয়া লইয়া বলিল, "ধন্যবাদ! তোমার অসীম দয়া! কিন্তু এখন দয়া করে এখান থেকে সরে যাও। মিস্ আশার হয়ত আবার এখুনি আস্‌বেন।"

টিনার কাছে বসিয়া অ্যাণ্টনির পুরানো মোহটা যেন ফিরিয়া

আসিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, "মিস্ আশার চুলোয় যাক্ গিয়ে।" সে হাত দিয়া টিনার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া মুখ নীচু করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু টিনা এক ঝট্‌কা দিয়া তাহার বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া ঘরের বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, চোখে জল টল্ টল্ করিয়া উঠিতেছিল।

সাতের পরিচ্ছেদ।

কয়লার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হইয়া আসিলে লোকে যেমন মৃত্যুর ভয়ে অর্দ্ধ অচেতন অবস্থাতেই প্রবল চেষ্টায় নিজেকে টানিয়া আনিয়া মুক্ত বাতাসের মধ্যে ফেলে, টিনা তেমনি করিয়া অ্যাণ্টনির নিকট হইতে আপনাকে টানিয়া আনিয়াছিল। সে যখন ঘরে পৌঁছিল তখনও পুনরুজ্জীবিত পুরানো প্রণয়ের নেশা কাটে নাই। তাহার প্রেমাস্পদের এই আকস্মিক প্রেমাভিনয়ে সে এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল যে আনন্দ ও বেদনার দ্বন্দ্বে কে জয়ী হইয়াছে তাহা সে বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছিল না। কি একটা জাদুস্পর্শে যেন তাহার মনোরাজ্যটা তোল্‌পাড় করিয়া দিয়াছে—ভবিষ্যৎটা কেমন যেন ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে, শীতকালের প্রখর রুদ্র আলোকে যেমন বেদনাময় সত্যের মূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া থাকে, তাহা আর নাই, এ যেন ভোরের বেলার কুয়াসার আলো, কেবল সম্ভাবনার মৃদু আভাস দিতেছে।

নিজেকে বেশ নাড়া দিয়া জাগাইয়া তুলিবার জন্য তাহার শরীরটাকে চঞ্চল করিয়া তোলা দর্‌কার। বৃষ্টি পড়িলেও বাহিরে বেড়াইতে যাইতে হইবে। সুখের বিষয় এই, যে, আকাশের ঘন মেঘের পর্দ্দাটা একজায়গায় যেন ফাঁক হইয়া আসিতেছিল, সম্ভবতঃ দুপুরের মধ্যে পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে। টিনা মনে মনে ভাবিল, "মিঃ বেট্‌সের জন্যে যে গলাবন্ধটা করেছি সেইটা নিয়ে মস্‌ল্যাণ্ড্‌সে যাওয়া যাক, তা'হলে আর বাহিরে যাওয়াটা লেডি শেভারেলের চোখে ঠেক্‌বে না।" হলঘরের দরজার কাছে মাদুরের উপর রিউপার্ট ডাল্‌কুত্তাটা বসিয়া ভাবিতেছিল—আজ

যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি প্রথম ঘরের বাহির হইবে তাহাকেই সে উৎসাহ দিয়া ও সঙ্গদান করিয়া ধন্য হইবে। টিনাকে দেখিয়াই তাহার হাতের তলায় কালো-হল্‌দে-মেশানো মস্ত মাথাটা গুঁজিয়া, মহা উৎসাহে লেজ নাড়িয়া সে অস্থির। শেষে আনন্দের আতিশয্যে একলাফ দিয়া টিনার মুখ চাটিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল; টিনার মুখ চাটিতে অবশ্য খুব বেশী উঁচু হওয়ার দরকার হয় না। কুকুরটার বন্ধুত্বে তাহার মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছিল। পশুদের বন্ধুত্বে শুধুই আনন্দ, তাহারা কোনো প্রশ্নও করে না, সমালোচনাও করে না।

"মস্‌ল্যাণ্ড্‌স্‌" ময়দানের এক টেরে; ডোবা হইতে ছোট একটা জলধারা বাহির হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল; এমন বাদ্‌লার দিনে বেড়াইবার পক্ষে এর চেয়ে খারাপ জায়গা বোধ হয় আর জুটিত না; বৃষ্টি তখনি কমিয়া আসিতেছিল এবং একটু পরেই থামিয়া গেল বটে, কিন্তু প্রায় সমস্ত পথটার দুই ধারেই গাছের সারি দুইদিক হইতে ডাল মেলিয়া পথের উপর জল বর্ষণ করিতেছিল। এই ভিজে রাস্তার উপর দিয়া ছাতা হাতে করিয়া অতি কষ্টে চলিতে চলিতে যদিও টিনার হাতপা ব্যথা হইয়া উঠিল, তবু যে পাগল-করা উত্তেজনার হাত হইতে সে মুক্তি চাহিতেছিল, এই শারীরিক পরিশ্রম ও কষ্টই তাহা জুটাইয়া দিল। মিঃ গিল্‌ফিল্‌কে মাঝে মাঝে যখন বিষাদ ও হিংসায় পাইয়া বসিত তখন তিনি সারাদিন শিকার করিয়া শ্রান্ত হইয়া তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন; টিনার ক্ষুদ্র শরীরের পক্ষে এইটুকু পরিশ্রমই তাঁহার শিকারের সমান। প্রকৃতির নির্দোষ আফিং শ্রান্তিতেই তাহাদের মুক্তি।

"মস্‌ল্যাণ্ড্‌সে" যাইতে হইলে জলচর ছাড়া সকল জীবকেই একটি ছোট্ট সুন্দর খিলান-করা কাঠের সাঁকো পার হইতে হইত। টিনা যখন সেখানে পৌঁছিল, সূর্য্য তখন মেঘের উপর জয়লাভ করিয়া

মালীর কুঁড়ের চারিধারের লম্বা এল্‌ম্‌-গাছগুলির ডালে ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র ছড়াইতে ব্যস্ত; আলোর স্পর্শে জলবিন্দুগুলি হীরা হইয়া হাসিতেছিল; দেওয়াল ও ছাদের গায়ের লতার ভিতর দিয়া আলোর ডাকে আগুন-বরণ ফুলগুলি আবার মাথা তুলিতেছিল। দাঁড়কাকগুলা নানারকম গলায় একঘেয়ে সুরে কা কা জুড়িয়া দিয়াছিল; তাহারাও যেন সে দিন মানুষের বুদ্ধির একটু ধার পাইয়াছিল, তাই বোধ হয় ঋতু পরিবর্ত্তনের বিষয়ে কথা বলিবার সুযোগটা ছাড়িতে পারে নাই। চারিধারে শ্যাওলা ও তাহার মাঝে-মাঝে জোলো আগাছা দেখিয়াই বোঝা যায় যে মিঃ বেট্‌সের নিভৃত বাসাটি খুব শুক্‌নো দিনেও বেশ স্যাঁৎসেতে থাকে। তবে তাহার মতে শরীরের ভিতরটা গরম রাখিবার ঔষধ জানিলে বাহিরের সামান্য একটু ঠাণ্ডায় কিছু বিশেষ ক্ষতি হয় না।

এই কুটীরটি টিনার বড় প্রিয়। কাকদের ভেঙাইয়া কচিগলায় কা কা করিতে-করিতে ভিজা ঘাসের মধ্যে ব্যাঙের লাফানি দেখিয়া ছোট হাত দুখানিতে তালি দিতে-দিতে টিনা যখন মিঃ বেট্‌সের কোলে চড়িয়া আসিয়া মালীর হাঁসমুর্‌গীগুলোর ডাক শুনিয়া বিস্ময়ে বড় বড় চোখ দুটি মেলিয়া থাকিত, সেই সময় হইতেই এখানকার প্রতি শব্দ প্রতি দ্রব্য তাহার পরিচিত। আজ তাহার চোখে ইহারা যেমন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে তেমন আর কোনো দিন হয় নাই। মিস্ আশারের এলাকার বাহিরে এ জায়গাটি। তাঁহার ভুবনমোহন রূপ, সভ্য-ভব্য মতামত কিছুরই প্রভাব এখানে নাই। টিনা মনে করিয়াছিল মিঃ বেট্‌স্ এখনই খাইতে আসিবে না, তাহার অপেক্ষায় সে ততক্ষণ বসিয়া থাকিবে।

টিনার ধারণাটা কিন্তু ঠিক হয় নাই। আরাম-কুর্সিটার মধ্যে মুখে একখানা রুমাল চাপা দিয়া মিঃ বেট্‌স্ পড়িয়া ছিল; ঝড়বৃষ্টির দিনে

মানুষের বাহিরে যাইবার উপায় থাকে না, কাজেই সকাল সন্ধ্যার খাওয়ার মাঝখানের অতটা বাজে সময় কাটাইবার এইটাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া তাহার বোধ হইয়াছিল। শিকলে বাঁধা কুকুরটার ভীষণ চীৎকারে জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিল, তাহার স্নেহপুত্তলি টিনা আসিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া নীচু কুঁড়ের চালে প্রায় মাথা ঠুকিয়াই সে দরজার কাছে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসিল। কুকুরটা তখন রিউপার্টের সঙ্গে ভাব করিতে ব্যস্ত।

মিঃ বেট্‌সের চুলে এখন পাক ধরিয়াছে, কিন্তু শরীরটা এখনো বেশ শক্ত আছে। গলায় জড়ানো রুমালের পাশে লাল মুখখানা আরো লাল দেখাইতেছিল, কোমরে একখানা নীল কাপড় জড়ানো থাকাতে চেহারায় বেশ একটা রঙের বাহার খুলিয়াছিল।

মিঃ বেট্‌স্ চীৎকার করিয়া বলিল, "ও হরি! এ যে টিনি-মণি, এমন দিনে তুমি কোত্থেকে? কাদার ভেতর হাঁসের মতো ছপ্ ছপ্ কর্‌তে কর্‌তে বেশ ভিজ্‌ছ! তা' যা'হোক তোমায় দেখে যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে তা' আর কি বল্‌ব। ওরে ও :হেস্থার, টিনার ছাতাটা নিয়ে মেলে দিয়ে আয়।" বুড়ী কুঁজো ঝি আসিয়া ছাতাটা লইয়া গেল। মিঃ বেট্‌স্ আবার বলিল, "এস, এস, টিনিমণি, ঘরে এসে আগুনের ধারে বসে পা-টাগুলো গরম করে নাও, শেষে আবার ঠাণ্ডা লেগে অসুখ কর্‌বে, একটু গরম কিছু খাও।"

মিঃ বেট্‌স্ পথ দেখাইয়া দরজাগুলার কাছে মাথা হেঁট করিয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। বসিবার ঘরের আরামকুর্সির উপরের নানা-রঙের-তালি-জোড়া গদিটা ঝাড়া দিয়া কুর্সিটা সুদ্ধ জ্বলন্ত আগুনের কাছে সরাইয়া দিল। সেখানে বসিলে বেশ মানুষ-পোড়া হওয়া যায়।

টিনা বলিল, "ধন্যবাদ বেট্‌স্ কাকা; আগুনের অত কাছে চেয়ারটা

দিও না, হেঁটে-হেঁটেই বেশ গরম হয়ে উঠেছি।” টিনা ছেলেবেলার কাকা জ্যাঠা ডাক এখনো ছাড়ে নাই।

বেট্‌স্ বলিল, “হ্যাঁ হ্যাঁ, তা’ তো হয়েছে, কিন্তু জুতো জোড়া যে ভিজে তপ্ তপ্ করছে, পা দুখানা এগিয়ে দাও। খাসা মস্ত মস্ত পা যা হো’ক তোমার, না? যেন এক জোড়া চামচে। তুমি যে ওই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াও কি করে তাই আমি ভেবে পাই না। হ্যাঁ, এখন শরীরটা গরম কর্‌বার জন্যে কি খাবে বলো ত।”

“না, না, তোমায় অনেক ধন্যবাদ, আমার কিছু চাই না। এই ত খেয়ে এলাম।” এই বলিয়া টিনা পকেটের ভিতর হইতে গলাবন্ধটা টানিয়া বাহির করিল। তখনকার দিনে পকেটগুলো খুব মস্ত-মস্তই হইত। “এই দেখ, বেট্‌স্ কাকা, তোমাকে এইটা দিতে এসেছি। তোমার জন্যেই বিশেষ করে এটা করেছি। তুমি শীতকালে এইটা পর্‌বে কিন্তু ঠিক; লালটা ব্রুক্‌স বুড়োকে দিয়ে দিও।”

“বাঃ বাঃ, টিনিমণি, এ যে রূপের ফোয়ারা একেবারে। তুমি কি না আমার মতো একটা বুড়োর জন্যে তোমার ছোট্ট ছোট্ট আঙুলগুলি দিয়ে এত করে এটা কর্‌লে। টিনি মায়ের আমার কত দয়া! পর্‌ব বৈ কি, আমি নিশ্চয় পর্‌ব। বুক ফুলিয়ে পরে বেড়াব। শাদা আর নীল ডোরাগুলি দিয়ে এর যা’ রূপ খুলেছে; চমৎকার!”

“হ্যাঁ, তোমার রঙে লালটার চেয়ে এটা ঢের বেশী মানাবে। নূতনটা পর্‌লে মিসেস্ শার্প একেবারে তোমায় দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে, আমি ঠিক জানি।”

“দূর বাঁদর মেয়ে; আমার আবার রং। ঠাট্টা কচ্ছ বুঝি? হ্যাঁ, রং যদি বল্‌তে হয় ত ওই কনের রং বটে! গাল দুটি যেন গোলাপ-ফুল। ঘোড়ার পিঠে ওকে যা দেখায়! তীরের মতো সোজা হয়ে বসে,

যেন ছাঁচে ঢালা মূর্ত্তি! মিসেস্ শার্প বলেছে, বাড়ীর মেয়েরা যখন খেতে নাম্‌বে তখন আমাকে দরজার আড়ালে লুকিয়ে রাখ্‌বে, তা' হলেই কনের সাজগোজ রূপ সব দেখ্‌তে পাব। সে বল্‌ছিল, গিন্নি বয়সকালে যেমন ছিলেন, এ বউ বোধ হয় তার চেয়েও সুন্দর হবে। গাঁয়ের কাছাকাছি কোনো মেয়েই ওর কাছে লাগে না।"

সকলের উপরেই মিস্ আশারের যে একটা ছাপ পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া টিনার আবার নিজেকে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল ; সে ক্ষীণ স্বরে বলিল, "হ্যাঁ, মিস্ আশার সত্যি খুব সুন্দর দেখ্‌তে।"

"মেয়েও বোধ হয় বেশ ভাল হবে। কর্ত্তাগিন্নির মনের মতন উপযুক্ত বউই হবে। কনের ঝি বল্‌ছিল মেয়ে বড় রাগী আর কাপড়-চোপড়ের একটু কিছু দোষ হলেই খিট্‌খিট্ করে। তা' ছেলেমানুষ ; ছেলেমানুষ ত অমন করেই থাকে। বড় হলে স্বামীপুত্তুর হলে তাদের ভাবনা নিয়ে যখন থাক্‌বে, তখন ওটুকু সেরে যাবে। স্যর ক্রিষ্টফার ত বেশ খুসীই হয়েছেন দেখি। সেদিন সকালে আমায় বল্‌ছিলেন, 'কি বেট্‌স্, তোমাদের যে নূতন গিন্নি হচ্ছেন, তাঁকে কেমন লাগ্‌ছে।' আমি বল্‌লাম, 'আজ্ঞে, মহারাজ, অমন চমৎকার মেয়ে আমি জন্মে দেখিনি। কাপ্তেন সাহেব সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করুন। আপনি বেঁচে থাকুন, দেখে কত আনন্দ পাবেন।' মিঃ ওয়ারেন বল্‌ছিল, কর্ত্তা শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়েটা সেরে ফেল্‌তে চান ; শরৎকালটা কাট্‌বার আগেই বোধ হয় হয়ে যাবে।"

মিঃ বেট্‌স্ যখন এই রকম বক্‌বক্ করিয়া চলিয়াছিল, টিনার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা তখন কেমন-যেন যন্ত্রণায় সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।

স্তর ক্রিষ্টফার বড় ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। যাক, আমি তবে আজ আসি, বেট্‌স্ কাকা; এতক্ষণ হয়ত লেডি শেভারেল আমায় খুঁজ্‌ছেন; তোমারও ত খাবার সময় হয়ে এল।"

"না, না, আমার খাবার সময়ের জন্যে কোনো ভাবনা নেই, তবে গিন্নিমার যদি দর্‌কার থাকে তবে আর তোমায় কি করে ধরে রাখি? গলাবন্ধটার জন্যে তোমায় যতখানি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, তার অর্দ্ধেকও ত দেওয়া হয়নি। সত্যি, এটা ভারি চমৎকার হয়েছে। কিন্তু টিনি, আজ তোমায় অমন ফ্যাকাশে মনমরা মতন দেখাচ্ছে কেন বলো ত? তোমার শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই। ভিজে ভিজে এমন করে বেড়ানো ত তোমার শরীরের পক্ষে ভাল নয়।"

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া রান্নাঘরের মেজের উপর হইতে ছাতাটা তুলিয়া লইয়া টিনা বলিল, "না, ভালই হয়েছে। এইবার সত্যি যাই; বিদায়।"

টিনা কুকুরটাকে ডাকিয়া লইয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। মালী তাহার দিকে চাহিয়া দুই পকেটে হাত দিয়া বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল, "আজকাল যেন মেয়েটা আরো কেমন শুকিয়ে উঠ্‌ছে। আমার বাগানের সাইক্লামেন ফুলের মতোই হয়ত ও ঝরে যাবে। একে দেখ্‌লেই ফুলগুলির কথা কেমন যেন আপনা-আপনিই মনে জেগে ওঠে। শাদা-শাদা ফুলগুলি ছোট্ট সরু বোঁটার আগায় কেমন ঝুলে আছে, ঠিক টিনারই মতো।"

বেচারী টিনা আবার আপন পথে ফিরিয়া চলিল; অন্তরের উত্তেজনা ডুবাইবার জন্য বাহিরের ঠাণ্ডা জোলো বাতাসের প্রতি আর তাহার টান নাই। তাহার আড়ষ্ট শীতার্ত্ত হৃদয় বাহিরের বাতাসে আরো ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। ভিজে ডালপালার ভিতর দিয়া সোনালি রৌদ্র তখন

দেবতার প্রসন্ন মূর্ত্তির মতন হাসিতেছিল; পাখীগুলি মধুরকণ্ঠে শরতের আগমনী গাহিতেছিল; যেন পাখীর গলা, আকাশ, বাতাস, সকলি বর্ষার বারিধারায় ধুইয়া মুছিয়া সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। এই আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের খেলার ভিতর দিয়া টিনা আপনার বেদনাই বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। আহত শশক-শাবক যেমন কোমল তৃণক্ষেত্রের ভিতর দিয়া কোনো-প্রকারে আপনার ছোট দেহখানি টানিয়া লইয়া যায়, সুস্বাদু তৃণের স্বাদ তাহার পক্ষে যেমন বৃথা, টিনার পক্ষে এ মাধুর্য্যও তেমনি বৃথা। স্যর ক্রিষ্টফারের আনন্দ, মিস্ আশারের সৌন্দর্য্য ও তাহার বিবাহের কথা বলিয়া মিঃ বেট্‌স টিনার তন্দ্রা ঘুচাইয়া দিয়াছে; নিষ্ঠুর আঘাতে তাহাকে জাগাইয়া অতিপরিচিত বাস্তবের কঠোর মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। ভাবুক হৃদয়ের দশাই এই; হৃদয় যখন যে ভাবে ভরিয়া উঠে চিন্তাও তাহার অনুসরণ করে; মানুষের কথাই তাহাদের কাছে সত্য ঘটনা হইয়া উঠে; মিথ্যা হইলেও সে কথা তাহাদের ইচ্ছামত হাসায়, ইচ্ছামত কাঁদায়। টিনা আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল; যে হতাশা ও বেদনা লইয়া গিয়াছিল, তাহা ঘুচাইতে পারে নাই; নূতন একটা কষ্টই বরং বাড়াইয়া আনিয়াছে। অ্যাণ্টনি তাহাকে আজ আরো দুঃখ দিয়াছে। আজ সকালে সে টিনার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে অপমান ছাড়া কি বলা যায়? যখন সে অনুতাপের কথা, দুঃখের কথা শুনিতে চাহিয়াছিল, যখন সে সহানুভূতির আশায় ছিল, তখন অমন হাল্কাভাবে আদর দেখাইতে আসিয়া ত সে তাহাকে তাচ্ছিল্যই করিয়াছে। টিনার কোন মর্য্যাদাই ত সে রাখে নাই।

আটের পরিচ্ছেদ।

সেদিন সন্ধ্যায় মিস্ আশারের ধরণধারণে গর্ব্ব যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। টিনাকে সে নেহাৎ উপেক্ষা করিয়াই চলিতেছিল। আজ একটা বড়-রকমের প্রলয়কাণ্ড না হইয়া যায় না। কাপ্তেন উইব্রো যেন কিছু দেখিয়াও দেখে নাই, ব্যাপারটাকে একেবারেই আমল না দিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য সে টিনার দিকে একটু অতিরিক্ত-রকম মনোযোগ দিতে লাগিল। মিঃ গিল্‌ফিল্ বলিয়া কহিয়া টিনাকে তাঁহার সঙ্গে খেলাইতে রাজি করিয়াছিলেন। লেডি আশার ও স্যর ক্রিষ্টফারও তাসখেলায় ব্যস্ত; মিস্ আশার আজ লেডি শেভারেলকে লইয়া গল্প জমাইতে বদ্ধপরিকর। অ্যাণ্টনিই কেবল একলা পড়িয়া। সে আস্তে আস্তে টিনার কাছে গিয়া তাহার পিছনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া খেলা দেখিতে লাগিল। সকাল বেলার কথা তখনো টিনার মনটা জুড়িয়া বসিয়া; তাহার মুখখানা আগুন হইয়া উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে বলিয়া উঠিল, "তুমি এখান থেকে চলে যাও।"

সমস্ত ঘটনাটাই মিস্ আশারের চোখের উপর ঘটিল, টিনার আরক্ত মুখখানা সে দেখিতেই পাইতেছিল, পরে দেখিল টিনা অধীরভাবে কি একটা বলিয়া উঠিতেই অ্যাণ্টনি সরিয়া গেল। আর-একটি লোক এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি খুব মন দিয়া দেখিতেছিলেন। মিস্ আশারের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণও তাঁহার চোখ এড়াইতে পারে নাই। এই লোকটি মিঃ গিল্‌ফিল্; এই ঘটনাটির ফলে যে কতখানি দুঃখের সৃষ্টি হইবে, তাহা মনে করিয়া টিনার ভাবনায় তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে ঝড়বৃষ্টির কোনো উৎপাতই ছিল না, আকাশটি বেশ ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার; কিন্তু মিস্ আশারের সেদিন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে মন সরিল না। লেডি শেভারেল বুঝিলেন, প্রণয়ীযুগলের মধ্যে কিছু ঝগড়াঝাঁটি হইয়াছে। অগত্যা দুইজনকে কোনো ফিকিরে ড্রয়িংরুমে নির্জ্জনে আনিয়া ফেলিয়া বিদায় লইলেন। মিস্ আশার আগুনের কাছে সোফায় বসিয়া কি-একটা সেলাই করিতে ব্যস্ত; আজ যেন তাঁহার সেলাইটা শেষ করিয়া না ফেলিলে কিছুতেই চলিবে না। কাপ্তেন উইব্রো সাম্‌নেই বসিয়া, হাতে একখানা খবরের কাগজ। আপন মনে নিতান্ত সহজভাবে একটু একটু পড়িতেছেন; মিস্ আশার যে অবজ্ঞা-ভরে চুপ করিয়া আপনার পুঁতির কাজ লইয়া ব্যস্ত, তাহাতে তাঁহার খেয়ালই নাই। ইচ্ছা করিয়াই কাপ্তেন উইব্রো আজ উদাসীন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাগজখানা হাতে করিয়া রাখিয়া যখন আর সেখানা শেষ না হওয়ার ভান করা চলে না তখন বাধ্য হইয়াই সেখানা রাখিতে হইল। সেই সময় মিস্ আশার বলিয়া উঠিলেন, "তোমার সঙ্গে মিস্ সার্টির বড় বেশী-রকম ভাব দেখা যাচ্ছে।"

"টিনার সঙ্গে? ও হ্যাঁ, তা বটে। জানোই বোধ হয় ও চিরকালই বাড়ীর সকলের আদুরে। আমরা ত ঠিক ভাই-বোনের মতোই মানুষ।"

"সাধারণতঃ ভাইরা কাছে এলে বোনদের মুখ লাল হয়ে ওঠে বলে ত শুনিনি।"

"লাল হয় নাকি? আমি ত কোনো দিন লক্ষ্য করি নি। কিন্তু ও বড় ভীরু মেয়ে।"

"কাপ্তেন উইব্রো, আপনি আর ভণ্ডামি না কর্‌লেই বোধ হয় ভাল হয়। আমি ঠিক জানি তোমাদের মধ্যে কিছু একটা আছে। মিস্ সার্টি কাল যে-রকম চটে-মটে তোমায় কথা শোনালে, তুমি কোনো বিশেষ অধিকার না দিলে কখনও ও-অবস্থার মেয়ে তা সাহসই কর্‌ত না।"

"আহা বিয়েট্রিস, একটু বুঝে-সুজে কথা বলো; আচ্ছা ভেবেই দেখ না, কি এমন কারণ থাক্‌তে পারে যার জন্যে আমি বেচারী টিনার সঙ্গে অমন কিছু কর্‌তে যাব। ওর মধ্যে কি মানুষকে অমন ভাবে আকর্ষণ কর্‌বার মতন কিছু আছে? স্ত্রীলোক না বলে ওকে শিশু বল্‌লেই ত চলে। ছোট্ট মেয়েটির মতো একটু নিয়ে খেলা করা আদর দেওয়া ছাড়া ওর সম্বন্ধে ত লোক আর কিছু ভাব্‌তেই পারে না।"

"অনুগ্রহ করে একটি কথা বল্‌বেন কি? কাল যখন আমি হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়্‌তেই তার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, হাত দুটো ঠক্‌ঠক্‌ করে কেঁপে উঠ্‌ল, তখন আপনাদের কিসের খেলা হচ্ছিল?"

"কাল সকালে?—ও, মনে পড়েছে বটে। জান না আমি যে ওকে যখন তখন গিল্‌ফিলের নাম করে ক্ষ্যাপাই; সে যে টিনা ছাড়া চোখে আর কিছু দেখেই না। টিনা বোধ হয় ওকে খুব পছন্দ করে, তাই ও রকম জ্বালাতন কর্‌লেই চটে যায়। আমি এখানে আস্‌বার অনেক বছর আগে থাক্‌তেই ওরা দুটি খেলার সাথী ছিল; আর স্যর ক্রিষ্টফার তো ওদের বিয়ে দিতে স্থিরসঙ্কল্প।"

"কাপ্তান উইব্রো, তুমি মোটেই খাঁটি লোক নও। কাল রাত্রে তুমি টিনার চেয়ারে ঠেস দেওয়াতে সে যখন লাল হয়ে উঠ্‌ল তার সঙ্গে ত এর কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার নিজের মন যদি ঠিক না হয়ে থাকে, তবে দয়া করে নিজের উপর অত্যাচার কোরো না। মিস্ সার্টির আকর্ষণের শ্রেষ্ঠতার কাছে আমি হার মান্‌তে রাজি আছি। আমার দিক থেকে আমি তোমায় সম্পূর্ণ মুক্তি দিচ্ছি। যে লোক প্রতারণা কর্‌তে পারে তার উপর আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, তার ভালবাসার সামান্য ভাগও আমি চাই না।"

এই বলিয়া মিস্ আশার উঠিয়া দাঁড়াইল। গর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া

ঘরের বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই কাপ্তেন উইব্রো তাহার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

"বিয়েট্রিস লক্ষীটি, একটু ধীর হও। অমন রাগের মাথায় আমার বিচার কোরো না। আর একবারটি বোসো, মণি।" এই বলিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া অ্যাণ্টনি তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া সোফায় বসাইল। নিজেও তাহার পাশে বসিল। হাতে ধরিয়া ফিরানোতে কি কোনো নিবেদন শুনানোতে মিস্ আশারের মনে-মনে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাঁহার সেই উদ্ধত উদাসীন মূর্ত্তি অচল অটল। অ্যাণ্টনি বলিল, "বিয়েট্রিস, তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস কর্‌তে পারো না? অনেক কথা হয়ত এমন আছে, যার ঠিক কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখ্‌তে পারো না।"

"যার কৈফিয়ৎ দিতে পারো না, এমন জিনিস থাক্‌বেই বা কেন? কোনো ভদ্রলোকের এমন অবস্থায় পড়াই ঠিক নয়, যার কৈফিয়ৎ সে তার ভাবী স্ত্রীর কাছে দিতে পারে না। নিজের ব্যবহারটা ভদ্রোচিত বলে সে তার ভাবী স্ত্রীকে কখনই মেনে নিতে বল্‌বে না; তাকে জান্‌তে দেবে সত্যই সেটা তাই। মহাশয়, আমায় এখন অনুগ্রহ করে যেতে দিন।"

সে উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অ্যাণ্টনি তাহাকে একহাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আট্‌কাইয়া রাখিল। অত্যন্ত করুণস্বরে সে বলিল, "আচ্ছা, বিয়েট্রিস্, তুমি কি একটুও বোঝ না যে এমন অনেক জিনিস থাক্‌তে পারে যার সম্বন্ধে মানুষের কিছু বলা শক্ত?—সেগুলো নিজের জন্যে না হ'লেও অন্যের খাতিরে গোপন রাখ্‌তে সে বাধ্য। আমার সম্বন্ধে সব কথাই তুমি আমায় জিগ্‌গেস কর্‌তে পার, কিন্তু অন্যের গোপন কথা বলাতে জোর কোরো না। আমার কথাটা বুঝ্‌লে না?"

মিস্ আশার নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়, বুঝেছি বৈকি। তুমি যখন কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেমালাপ কর, তখন সেটা হয় তার গোপন কথা, কাজেই তার জন্যে তোমার সেটা গোপন রাখাই উচিত। কাপ্তেন উইব্রো, এ-রকম মিথ্যা বাক্য ব্যয় করা কিন্তু বৃথা। তোমার আর মিস্ সার্টির সম্বন্ধটা যে সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী সে ত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সেটা যে কি তা যখন তুমি বোঝাতে পারছ না, তখন আর তোমার সঙ্গে কথা বলার আমি কোনো দরকার দেখছি না।"

"আঃ কি আপদ! বিয়েট্রিস তুমি দেখ্‌ছি আমায় পাগল করে ছাড়্‌বে। কোনো মেয়ে যদি কাউকে ভালবাসে, তা'হলে সে বেচারা কি কর্‌তে পারে বলো ত? এমন ঘটনা ত অহরহই ঘটে থাকে; কিন্তু লোকে তো আর তার কথা বলে বেড়ায় না। কোনো ভিত্তির লেশ মাত্র না থাক্‌লেও অমন মোহ মানুষের মনে জাগে, বিশেষতঃ যে মেয়ে পুরুষ-মানুষ প্রায় দেখ্‌তেই পায় না, সে যাকে পায় তাকেই ভালবেসে বসে। কোনো-রকম নাই না পেলে ওটা আপনি আবার সেরে যায়। তোমার যদি আমায় ভাল লাগ্‌তে পারে, তা হলে অন্য কারুরও লাগ্‌লে তোমার অতটা আশ্চর্য্য হওয়া ঠিক নয়। তার জন্যে বরং তোমার তাদের ভাল বলাই উচিত।"

"ও, তোমার বক্তব্যটা তা হলে এই যে তুমি কিছু মাত্র নজর না দেওয়াতেও ও-ই তোমায় ভাল বেসে ফেলেছে।"

"লক্ষীটি, আমায় ওসব বলাতে জোর কোরো না। আমি যে তোমায় ভালবাসি, তোমার একান্ত অনুগত, এইটুকু জানাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। ওগো দুষ্টু রাণী, জানোই ত তোমার রাজ্য জয় করে নেবার আর কারুর সাধ্য নেই। নিজের ক্ষমতা দেখাবার জন্যে কেন বৃথা আমায় যন্ত্রণা দাও? অত নিষ্ঠুর হোয়ো না; জানোই ত লোকে বলে,

.প্রেমরোগ ছাড়া আমার আর-একটা হৃদ্‌রোগ আছে, এমন দুটো চারটে ব্যাপার ঘট্‌লে সে রোগটা আরো বেড়ে যায়।"

মিস্ আশার একটু নরম হইয়া বলিল, "কিন্তু একটা কথার উত্তর তোমায় দিতে হবে। অতীতে কি বর্ত্তমানে তুমি কখনো মিস্ সার্টিকে ভালবেসেছ কি না? তার কথা শোন্‌বার আমার কোনো দরকার নেই, কিন্তু তোমার কথা জান্‌বার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

"টিনাকে আমার খুব ভাল লাগে; অমন সোজা ক্ষুদে মেয়েটিকে কার না ভাল লাগে? তাকে আমি অপছন্দ করি এটা বোধ হয় তুমিও চাও না। কিন্তু ভালবাসা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। টিনার মতন মেয়েকে লোকে ভাইএর মতো স্নেহ কর্‌তে পারে, কিন্তু ভালবাস্‌তে পারে যাদের তারা হল আর-এক-রকম মেয়ে।"

শেষ কথাটা বলিয়া অ্যাণ্টনি মিস্ আশারের মুখের দিকে স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল ও তাহার যে হাতখানি এতক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল। কাজেই কথাটার অর্থ বেশ পরিষ্কারই বোঝা গেল। মিস্ আশারের পরাজয় হইল। সত্যই তো অ্যাণ্টনির পক্ষে টিনার মতন নগণ্য তুচ্ছ বিবর্ণ মেয়েকে ভালবাসা যে স্বপ্নেও সম্ভব নয়—মিস্ আশারের মতন সুন্দরীকে পূজা করাই তো তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব। তাহার এই সুন্দর উপাসকটির জন্য যে অন্যান্য তরুণীরা নিরাশায় ম্লান হইতে থাকিবে সে তো আরো আনন্দেরই কথা। বাস্তবিক সে যে ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। আহা বেচারী মিস্ সার্টি! কি আর হইবে, সময়ে মোহ কাটিয়া যাইবে।

কাপ্তেন উইব্রো এইবার সুযোগ বুঝিয়া বলিল, "আর অপ্রীতিকর কথার আলোচনায় কাজ নেই, মণি। তুমি টিনার কথাটি কাউকে বোলো না; তার সঙ্গে একটু সদয় ব্যবহার কোরো—আমার খাতিরেই

এইটুকু কর্‌বে বলো ; কেমন ? ও হো, এখন যে তোমার ঘোড়ায় চড়্‌বার সময়। দেখ আজ কি চমৎকার দিন ; ঠিক বেড়াবার উপযুক্ত। যাই ঘোড়া আন্‌তে বলি গিয়ে। হাওয়া খাবার জন্যে আমার মন ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। আমায় ক্ষমার চিহ্ন-স্বরূপ একটি চুম্বন দাও, আর বেড়াতে যাবে বলো।”

মিস্ আশার দুইটি অনুরোধই রক্ষা করিয়া সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। অ্যান্টনি ঘোড়ার সন্ধানে আস্তাবলে চলিল।

নয়ের পরিচ্ছেদ।

মিঃ গিল্‌ফিলের মনটা তখন বড়ই খারাপ। প্রবীণারা গাড়ী করিয়া বাহির হইয়া গেলে কখন্ টিনাকে একলা লেডি শেভারেলের বসিবার ঘরে পাইবেন সেই খোঁজেই তিনি ঘুরিতেছিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইতেই তিনি দরজায় ঘা দিলেন।

মিষ্ট মধুর স্বরে ডাক আসিল, "ভিতরে এস।" জলধারার কলস্বরে তৃষিতের মন যেমন পুলকিত হইয়া উঠে, এই সুধাকণ্ঠস্বরে তাঁহার মন তেমনি পুলকিত হইয়া উঠিত।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন টিনা যেন কেমন অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়াইয়া; হঠাৎ যেন চমক্ ভাঙিয়া কিসের ধ্যান ছাড়িয়া উঠিয়াছে। মেনার্ডকে দেখিয়া সে যেন একটু আশ্বস্ত হইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কেমন বিরক্ত হইয়া উঠিল, মেনার্ড আবার কেন তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া তাহাকে ভয় পাওয়াইতে আসিল। টিনা বলিল, "ওঃ তুমি, মেনার্ড! লেডি শেভারেলকে খুঁজ্‌ছ?"

তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "না ক্যাটেরিনা, আমি তোমাকেই চাই। তোমাকে আমার বিশেষ কিছু বল্‌বার আছে। তোমার কাছে আধঘণ্টাটেক বস্‌তে পারি কি?"

টিনা অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, প্রচারক মহাশয় পার বৈকি। ব্যাপারখানা কি?"

টিনার মুখোমুখি বসিয়া মিঃ গিল্‌ফিল্ বলিলেন, "টিনা, আমি যা বল্‌তে এসেছি, আশা করি তা' শুনে তুমি বেদনা পাবে না। তোমাকে আমি সত্যি সত্যি স্নেহ করি, তোমার জন্যে আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন, তাই এ কথা বল্‌ছি, অন্য কোনো ভাব থেকে নয়। আর-সব কথা আমি এখন ধর্‌ছিই না। তুমি তো জানই, জগতের সব-কিছুর চেয়ে আমার কাছে

তুমি বড়। কিন্তু যে ভাবের প্রতিদান তুমি করতে পারছ না, তা আমি জোর করে তোমায় শোনাব না। দশ বছর আগে যে মেনার্ড ছিপের সুতোয় জট পাকিয়ে দিলে তোমায় বকত সেই মেনার্ডই আজ ভাইএর মতন তোমায় কিছু বল্‌তে চায়। যে সব কথায় তুমি কষ্ট পাও এমন কথা আমি যে কোনো নীচ অভিপ্রায় থেকে স্বার্থের খাতিরে বল্‌ছি তা বোধ হয় তুমি বিশ্বাস করবে না?"

টিনা অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "না, না, তুমি খুব ভাল।"

মিঃ গিল্‌ফিল্‌ একটু ইতস্ততঃ করিয়া মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "কাল সন্ধ্যায় যা দেখ্‌লাম তাতে আমার আশঙ্কা হচ্ছে—আমার ভুল হয়ে থাক্‌লে, টিনা দয়া করে আমায় ক্ষমা কোরো—আমার মনে হচ্ছে যে তুমি···কাপ্তেন উইব্রো এত নীচ যে সে তোমার ভালবাসা নিয়ে খেলা করতে পারে, সে তোমার প্রেমের অপমান করছে, সে তোমার সঙ্গে এখনো এমন ব্যবহার করে যা অন্য কোনো মহিলার ভাবী স্বামীর পক্ষে করা অন্যায়।"

রাগে চোখ ঘুরাইয়া টিনা বলিল, "মেনার্ড, তুমি বল্‌তে চাও কি? তুমি কি বল্‌তে চাও যে আমি তাকে আমার কাছে ভালবাসার কথা বল্‌তে দি? আমার সম্বন্ধে এ-রকম ভাব্‌বার তোমার কি অধিকার আছে? তুমি কাল সন্ধ্যায় কি দেখেছ বল্‌তে চাও?"

"টিনা, রাগ কোরো না। তুমি কোনো অন্যায় করেছ এ সন্দেহ আমি করিনি। আমার কেবল সন্দেহ হয় যে ওই হৃদয়হীন পশুটা তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে, যাতে তোমার তার প্রতি ভালবাসাটা জেগে থাক্‌বে, এবং ফলে তোমারো মনের শান্তি দূর হবে, অন্য অনেকেরো অমঙ্গল হবে। তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি যে তোমাদের মধ্যে যা কিছু ঘটে, মিস্‌ আশারের সে দিকে বেশ নজর আছে, তিনি নিশ্চয় তোমায়

হিংসে কর্‌তেও সুরু করেছেন। টিনা, আমি তোমায় করজোড়ে অনুরোধ কর্‌ছি, খুব সাবধানে থেকো, ও-লোকটার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কোরো কিন্তু ওকে আমল দিও না। এতদিনে বোধ হয় বুঝেছ যে তুমি তাকে যে ধন দিয়েছ, ও তার কিছুমাত্র যোগ্য নয়। এই-রকম আহাম্মকের মতো হেলাফেলা করে ও তোমায় যে দুঃখ দিয়েছে তাতে ওর বোধ হয় একটুও দুশ্চিন্তা হয়নি, নাড়ীর স্পন্দন একবার বাড়্‌লে ওর তার চেয়ে ঢের বেশী ভাব্‌না হয়।"

টিনা রাগিয়া বলিল, "মেনার্ড, তার সম্বন্ধে তোমার এ-রকম বলা ঠিক নয়। তুমি তাকে যা ভাব্‌ছ সে তা নয়। সে বাস্তবিকই আমার কথা ভাব্‌ত। সে বাস্তবিকই আমায় ভালবাস্‌ত। কেবল তার মামার ইচ্ছামত কাজ করা তার ইচ্ছা।"

"ও তা তো নিশ্চয়। আমি জানি ওর যাতে সুবিধা হয় সেটা ও কেবলমাত্র সৎ-উদ্দেশ্যেই করে।"

মিঃ গিল্‌ফিল্‌ চুপ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে রাগিয়া উঠিয়া তিনি নিজের উদ্দেশ্যই মাটি করিতেছেন। আবার তখনি শান্ত ও স্নেহার্দ্র স্বরে বলিতে লাগিলেন, "টিনা, আমি তার সম্বন্ধে যা ভাবি সে কথা আর বল্‌ব না। সে তোমায় ভালবাস্‌ত কি না-বাস্‌ত জানি না, তবে মিস্ আশারের সঙ্গে তার যা সম্বন্ধ তাতে তুমি তার প্রতি একবিন্দু ভালবাসা পুষে রাখ্‌লেও দুঃখ ছাড়া আর কিছু পাবে না। ভগবান জানেন, আমি এক মুহূর্ত্তের কথায় তোমার ভালবাসা দূর কর্‌তে বল্‌ছি না। সময়, দূরত্ব ও সত্যপথে চল্‌বার চেষ্টাই এর প্রতিকার। এখন বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে চাইলে যদি স্যর ক্রিষ্টফার আর লেডি শেভারেল বিরক্ত না হতেন, তবে আমি তোমায় এই সময় একবার আমার বোনের বাড়ী বেড়িয়ে আস্‌তে বল্‌তাম। তারা

স্বামীস্ত্রী দুজনেই খুব ভাল লোক, তোমায় ঠিক ঘরের মেয়ের মতো আদর যত্নে রাখ্‌ত। কিন্তু বিশেষ একটা কোনো কারণ না দেখিয়ে তো আর অনুরোধ কর্‌তে পারি না; আমার বিশেষ ভয়, পাছে এতে স্যর ক্রিষ্টফারের মনে অতীত ঘটনা সম্বন্ধে কিম্বা তোমার বর্ত্তমান মনের ভাব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ জাগিয়ে ফেলি। তোমারো বোধ হয় তাই মনে হয়, না টিনি ?

মিঃ গিল্‌ফিল্‌ আবার চুপ করিলেন, কিন্তু টিনা কোনো কথা বলিল না। সে জানালার বাহিরে আর-একদিকে চাহিয়া ছিল, তাহার চোখদুটি জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। মিঃ গিল্‌ফিল্‌ উঠিয়া তাহার কাছে আসিয়া হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "টিনা, গায়ে পড়ে তোমার মনে ব্যথা দিলাম, আমায় ক্ষমা করো। মিস্‌ আশারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তোমার চোখে পড়েনি মনে করে আমার বড় ভয় হচ্ছিল। আমার এইমাত্র ভিক্ষা, তুমি এই কথাটি মনে রেখো যে তোমার নিজেকে সাম্‌লে রাখার শক্তির উপরে সমস্ত পরিবারের শান্তি নির্ভর কর্‌ছে। যাবার আগে বল যে আমায় ক্ষমা করেছ।"

টিনা ছোট হাতখানি বাড়াইয়া তাঁহার বড় বড় দুটি আঙুল চাপিয়া ধরিল; তাহার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল; সে বলিল, "মেনার্ড, বন্ধু, তুমি কত ভাল! আমি তোমার সঙ্গে বড় খারাপ ব্যবহার করেছি। কিন্তু আমার হৃদয় যে ভেঙে যাচ্ছে। আমি কি যে করি তা নিজেই ভেবে পাই না। বিদায়।"

গিল্‌ফিল্‌ নীচু হইয়া ছোট হাতখানি চুম্বন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পিছন দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে দিতে দাঁতে দাঁত ঘসিয়া তিনি বলিলেন, "পাজি কোথাকার! স্যর ক্রিষ্টফার না থাক্‌লে আমি ওকে পিটিয়ে ছাতু করে ফেল্‌তাম।"

দশের পরিচ্ছেদ।

সেদিন সন্ধ্যায় মিস্ আশারের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া খুব লম্বা একটা চক্কর দিয়া অ্যাণ্টনি বাড়ী ফিরিয়াই নিজের পোষাক-পরিচ্ছদের ঘরে গিয়া ঢুকিল। ঘরে একখানা প্রকাণ্ড আয়না; অ্যাণ্টনি অত্যন্ত ক্লান্ত দুর্ব্বলের মতন তাহার সম্মুখে গিয়া বসিল। আয়নায় তাহার সুন্দর চেহারার যে ছায়া পড়িয়াছিল সেটা অন্যদিনের চেয়ে অনেকখানি ম্লান শ্রান্ত ও অবসন্নই বটে; সে যে-রকম উদ্বেগের সঙ্গে নিজের নাড়ী দেখিতেছিল ও বুকে হাত রাখিয়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করিতেছিল, সেটাও এ-রকম চেহারার পক্ষে নিতান্ত অশোভন নয়।

চেয়ারে হেলান দিয়া হাতদুটা মাথার পিছনে রাখিয়া আয়নার দিকে চাহিয়া সে পড়িয়া ছিল। মনের ভিতর কত চিন্তার স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। "দুই হিংসুটে সন্দিগ্ধ মেয়ের মাঝখানে প'ড়ে আচ্ছা বিপদ বাধিয়েছি যা হোক্! দু'জনেই একেবারে মার-মূর্ত্তি, ছুঁতে-না-ছুঁতেই দপ করে' জ্বলে ওঠে। আর আমার ত এই শরীরের অবস্থা। সব ছেড়েছুড়ে এমন একটা দেশে পালাতে পারলে বাঁচি, যেখানে মেয়েমানুষের নামগন্ধ নেই, কুঁড়ের বাদ্‌শার মতো বেশ চোখ বুজে পড়ে থাকা যায়। নেহাৎ যদি মেয়েমানুষ থাকে, তবে তারাও যেন একেবারে ঘুমের দেশের হয়, হিংসা কি সন্দেহ করবার মতো টন্‌টনে নজর থাকলে মুস্কিল। এই তো আমি সারাক্ষণটি আর-সকলের ভালর চেষ্টায় রয়েছি, নিজেকে খুসী রাখ্‌বার দিকে নজরটিও দিই না; তা' পুরস্কার পেলাম কি? না মেয়েমানুষের চোখের আগুন আর মুখের

বিষ বর্ষণ। বিয়েট্রিসের মাথায় যদি আবার কিছু-একটা সন্দেহের ভূত চাপে—আর চাপাটা কিছু আশ্চর্য্যও নয়, টিনা যে অবুঝ মেয়ে—আমি যে তা' হলে কি কর্‌ব তার ঠিক নেই। বিয়েট্রিস তো প্রলয়কাণ্ড করে ছাড়্‌বে। আর এ বিয়েতে যদি কোনো বাধা পড়ে,—বিশেষ করে ওই ধরণের বাধা হ'লে বুড়ো ভদ্রলোক তো নিঘ্‌ঘাত মারা পড়্‌বে। হাজার হ'লেও আমি ওঁকে এমন ঘা কিছুতেই দিতে দেবো না। তা' ছাড়া পুরুষমানুষের বিবাহিত জীবন ব'লে তো একটা কিছু চাই; বিয়েট্রিসকে বিয়ে করা ছাড়া ভাল উপায় এর আর কি হতে পারে? চমৎকার দেখ্‌তে যা হোক, অমন প্রায় দেখা যায় না। আমার ওকে বাস্তবিকই খুব ভাল লাগে। রাগ আছে বটে, তা' আমি ওর কোনো কাজেই বাধা দেবো না, কাজেই তাতে কিছু আসে যাবে না। বিয়েটা চুকে গেলে বাঁচ্‌তাম বাবা! এ-সব গোলমেলে জ্বালাযন্ত্রণা আমার মোটেই সয় না। আজকাল তো শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। সকাল বেলা টিনার কাণ্ড নিয়ে মাথাটা একেবারে ঘুরে গিয়েছিল। বেচারী টিনা! কি বোকা মেয়ে, আমায় কি না অমন করে ভাল বাস্‌তে গেল! ওর বোঝা উচিত ছিল, যে, ব্যাপারটা এই-রকম হওয়া ঠিক সম্ভব নয়। আমি যে ওকে কতটা দয়া মায়া করি তা যদি ও বুঝ্‌ত! মনটাকে ঠিক করে বন্ধু-ভাবে দেখ্‌লেই তো হয়।—তা' মেয়েমানুষ তেমন জিনিসই নয় যে বুঝিয়ে পড়িয়ে সোজা পথে চালানো যায়। বিয়েট্রিসের স্বভাব বেশ ভাল; আমার তো মনে হয় টিনার সঙ্গে ও ভাল ব্যবহারই কর্‌বে। টিনা যদি আমার ওপর রাগ করে' গিল্‌ফিল্‌কে ভালবাসে, তা হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। লোকটা টিনার স্বামী হবার উপযুক্ত বটে। ওকে খুব সুখে রাখ্‌বে; আর ক্ষুদে ফড়িংটিকে সুখে সংসার কর্‌তে দেখ্‌তে আমারো খুব ইচ্ছা করে। আমার অবস্থা যদি অন্য-রকম হত তা

হ'লে আমি নিজেই ওকে বিয়ে কর্‌তাম। কিন্তু স্যর ক্রিষ্টফারের প্রতি তো আমার একটা কর্ত্তব্য আছে, তার দায়িত্ব ঠেলা কিছুতেই সম্ভব নয়। মামা একটু জোর কর্‌লে বোধ হয় ও গিল্‌ফিল্‌কে বিয়ে কর্‌তে রাজি হ'তে পারে। মামার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ও কথা কইতে পার্‌বে না তা' আমি ঠিক জানি। আর একবার যদি বিয়েটা হয়ে যায় তা' হ'লে আর কোনো ভাব্‌না নেই; টিনার যে-রকম স্নেহপ্রবণ স্বভাব; স্বামীর আদরে সোহাগে আমার নামও ভুলে যাবে। ওদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি ঘটিয়ে দিতে পার্‌লেই নিশ্চয় ওর সুখের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। যাদের কোনো মেয়েমানুষে কখনো ভাল-বাসেনি তাদের কিন্তু খুব কপাল-জোর। বাবা! এ এক বিষম দায়!" এই সময় সে ঘাড়টা ফিরাইয়া আয়নায় নিজের মুখের পাশের দিকটা দেখিল। দেখিয়া, কি কষ্টকর কর্ত্তব্যবোধে জানি না, খানসামাকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টাটা বাজাইয়া দিল।

ইহার পর কয়েক দিন কোনো-রকম উৎপাতের চিহ্ন দেখা যায় নাই। কাজেই কাপ্তেন উইব্রো ও মিঃ গিল্‌ফিল্‌ দুজনেরই উদ্বেগটা একটু কমিয়াছিল। পার্থিব সকল জিনিসেরই শান্তি হয়। ঝড়ের রাত্রে ক্রুদ্ধ পবনদেবও গাছপালা কাঁপাইয়া জানালা ভাঙিয়া পথহারা অসংখ্য দৈত্যশিশুর মতন গর্জ্জন করিবার আগে এক-একবার মুহূর্ত্তের জন্য শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন।

মিস্‌ আশারের আজকাল খুব খোস মেজাজ। কাপ্তেন উইব্রোরও আগের চেয়ে তাঁহার দিকে মনোযোগটা খুব বেশী; টিনার সম্বন্ধে ব্যবহারও খুব সতর্ক। মিস্‌ আশারেরও টিনার প্রতি অসীম দয়া। দিন-গুলিও বেশ পরিষ্কার ছিল। রোজ সকালে ঘোড়ায় চড়ার ধুম পড়িয়া যাইত, সন্ধ্যায় প্রত্যহই ভোজ। লাইব্রেরী-ঘরে স্যর ক্রিষ্টফার ও লেডি

আশারের পরামর্শটাও বোধ হয় বেশ পাকিয়া উঠিতেছিল; আর দিন-পনের পরেই বোধ হয় ভাবী কুটুম্বিনীরা বিদায় লইবেন; তাহার পর ফার্লেতে বিবাহের আয়োজন লাগিয়া যাইবে। জমিদার মহাশয় দিন-দিনই তাজা হইয়া উঠিতেছেন। যাহারা তাঁহার মৎলবের উপকরণ-রূপে দেখা দেয় সে-সব লোকদের প্রতি তাঁহার খুব সুনজর। নিজের ইচ্ছাশক্তি ও উজ্জ্বল আশার আলোকে তিনি তাহাদের মধ্যে কোনো মন্দ দেখিতে পান না। ভবিষ্যৎ মোহিনীমূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায়। তাই মিস্ আশারের মধ্যে সুগৃহিণী ও মিষ্টস্বভাবা বধূর উপাদানই কেবল তাঁহার চক্ষে পড়িল। মিস্ আশার বাহিরের সকল বিষয়ে সুরুচির পরিচয় দিয়া স্যর ক্রিষ্টফারের স্নেহ জয় করিয়া লইলেন। লেডি শেভারেলের মধ্যে কোনো ভাবেরই উচ্ছ্বাস কখনো দেখা যায় না; তিনি শান্তভাবে থাকেন; মুখে সন্তোষের ভাব ফুটিলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হয়। তাহার উপর রমণীর সমালোচনা রমণীরা একটু সূক্ষ্ম ভাবেই করিয়া থাকেন বলিয়া লেডি শেভারেলের মতটা অতখানি উপরে উঠিতে পারে নাই; সুন্দরী বিয়েট্রিসের স্বভাবটি তাঁহার বেশ উদ্ধত ও ঝাঁঝালো বলিয়াই সন্দেহ হইত। স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ও শ্রদ্ধা রাখা সকল স্ত্রীর উচিত বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এবং আত্ম-সংযমের গুণে তিনি কোনোদিন আর-কোনো অনুচিত ভাবকে প্রকাশ পাইতেও দেন নাই বলিয়া অ্যাণ্টনির উপর বিয়েট্রিসের কর্ত্তৃত্বের ভাবটাও তাঁহার চোখে মোটেই ভাল ঠেকিত না। যে-রমণী সাধ করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে শিখিয়াছে, অধীনতার গৌরবেই তাহার গর্ব্ব; রমণীর দাম্ভিকতা তাহার চোখে নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। লেডি শেভারেলের সমালোচনাটা অবশ্য তাঁহার মনের বাহিরে প্রকাশ্যে কখনো 'দেখা দেয় নাই। তাঁহার চিন্তার অন্তঃপুরেই তাহার

ব্যাস। কথাটা বিশ্বাস-যোগ্য না মনে হইলেও এটা সত্যই, যে, ভাষার আশ্রয় লইয়া নিজের সমালোচনার জোরে তিনি স্বামীর মনের সুখটি হরণ করেন নাই।

টিনার খবর কি? শরতের নির্ম্মল আকাশের উজ্জ্বল আলোক যখন এই পরিবারের আনন্দে শুভ্র হাসি ছড়াইতেছিল, টিনার দিন তখন কি ভাবে কাটিতেছিল? মিস্ আশারের ব্যবহারে এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনের সে কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইত না। তাঁহার সদয় ব্যবহারে ও হাসিমুখের কৃপাবর্ষণে টিনার অসহ্য যন্ত্রণা হইত, ইচ্ছা করিত, রাগিয়া চটিয়া দুই কথা শুনাইয়া দেয়। সে ভাবিত, "অ্যাণ্টনি হয়ত ওকে বলেছে, বেচারী টিনাকে একটু দয়া কোরো।" এ অসহ্য অপমান! তাহার বোঝা উচিত ছিল যে টিনার পক্ষে মিস্ আশারের উপস্থিতিটুকুই যন্ত্রণাদায়ক, মিস্ আশারের মিষ্ট হাসিতে তাহার অঙ্গ জ্বলিয়া যায়; মিস্ আশারের মিষ্ট কথায় তাহার গায়ে যেন বিষাক্ত হুল ফুটায়, সে পাগল হইয়া উঠে। আর অ্যাণ্টনি—সেদিন সকাল বেলাকার ব্যাপারটা ধরা পড়িয়া যাওয়াতে—সে যে টিনার প্রতি ওটুকু ভালবাসা দেখানোর জন্য অনুতাপ করিতেছে তাহা তো স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। বিয়েট্রিসের সন্দেহ দূর করিবার জন্য সে আজকাল টিনার সঙ্গে নিতান্ত পরের মতন উদাসীন ভাবে একটু ভদ্রতা করিয়াই সরিয়া পড়ে। তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া আছে এই বিশ্বাসেই তো বিয়েট্রিস টিনার প্রতি অত অপার কৃপা বর্ষণ করে। বেশ্ তাহাই হউক! এই-রকম হওয়া উচিতও বটে। টিনার ত অন্য-রকম ইচ্ছা করা উচিত নয়। কিন্তু যাহাই হউক, তবু এ কথা স্বীকার না করিয়া যে সে পারে না,—অ্যাণ্টনি বড় নিষ্ঠুর। টিনা কখনো অমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারিত না। অমন করিয়া ভালবাসাইয়া—অত মিষ্ট কথা

বলিয়া, অত আদর সোহাগ দেখাইয়া—আজ নিষ্ঠুরের মতন এমন ব্যবহার করিতেছে যেন অতীতে এসব কিছুই ঘটে নাই। সে যে তাহাকে অমৃত বলিয়া বিষ পান করাইয়াছে, তখন তা' বড়ই মধুর লাগিয়াছিল—কিন্তু আজ বিষ যখন তাহার সমস্ত শরীরে রক্তের অণু-পরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছে, তখন নিষ্ঠুর সে তাহাকে অসহায় ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সারাদিন বুকের মধ্যে এই ঝড় পুষিয়া দুঃখিনী বালিকা রাত্রে একাকী আপনার নির্জ্জন ঘরে আশ্রয় লইত। রুদ্ধ ঝড় তাহাকে দলিত করিয়া বাহির হইয়া পড়িত। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে অর্দ্ধেক রাত্রি ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইত। কঠিন শীতল ভূমি ছিল তাহার শয্যা, শ্রান্তি ও অব-সাদ তাহার সঙ্গী। তাহার একলার দুঃখের কথা ত কোনো প্রাণীকে শুনাইবার জো ছিল না, তাই স্তব্ধ উৎকর্ণ রাত্রিকেই সে তাহার দুঃখের গাথা শুনাইত। তাহার একমাত্র সান্ত্বনা নিদ্রা আসিয়া অব-শেষে দুঃখিনীকে কোলে টানিয়া তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিত। রাত্রে দুঃখ নিবেদন করিয়া প্রতিদিন প্রভাতের কাছে সে যে শান্তির প্রতিদান পাইত, তাহাই তাহাকে সারাদিন চালাইয়া লইত।

তরুণ কোমল দেহগুলি যে কত দীর্ঘকাল ধরিয়া গোপন দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কোনো মানুষের মমতা-মাখা চক্ষেই তাহাদের সংগ্রামের চিহ্ন ধরা পড়ে না। টিনার চেহারা স্বভাবতই একটু দুর্ব্বল ধরণের, গায়ের রংও তাহার ম্লান, ধরণধারণও শান্ত চুপ্‌চাপ। কাজেই তাহার বেদনার কি অব-সাদের কোনো চিহ্ন বাহিরে সহজে ধরা পড়িবার নয়। একমাত্র গানটাতেই তাহার অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিত, কিন্তু সেদিকে তাহার কোন শক্তিক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যায় নাই। এটা যে কেমন

করিয়া হইত, তাহা সে নিজেই অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। দুঃখে ভাঙিয়াই পড়ুক কি রাগে জ্বলিয়াই মরুক গানে তাহার অরুচি হইত না। অ্যাণ্টনির ঔদাসীন্যে যখন বুক ফাটিয়া কান্না আসিত, কিম্বা মিস্ আশারের অযাচিত দয়ায় রাগে যখন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইত, তখনও গান তাহার দুঃখ হরণ করিয়া হৃদয় জুড়াইয়া দিত। হৃদয়মন পূর্ণ করিয়া মধুর গম্ভীর স্বরলহরী উঠিয়া যেন তাহার হৃদয়ের সকল ব্যথা মুছিয়া লইত, পাগল-করা সকল উন্মাদনা ঘুচাইয়া দিত।

কাজেই লেডি শেভারেলের চক্ষে টিনার কোনো পরিবর্ত্তনই ধরা পড়ে নাই। একমাত্র মিঃ গিল্‌ফিল্ মাঝে-মাঝে লক্ষ্য করিতেন যে জ্বরের অগ্রদূতের মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার গাল দুটিতে রক্তের ঢেলার মতন লাল ছাপ দেখা দিতেছে, চোখের কোলে ঘন হইয়া কালি পড়িতেছে, অমন সুন্দর চোখের দৃষ্টিও যেন কেমন উদাস উদাস, স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল আভা আর তাহাতে নাই। দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার মন কিসের আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিত।

কিন্তু বাহিরে যেটুকু দেখা দিয়াছিল, সে ত কিছুই নয়। প্রতি রাত্রির এই প্রবল উত্তেজনা, এই আকুল ক্রন্দন, এর চেয়ে অনেক গভীর দুঃখের সৃষ্টি করিতেছিল।

এগারর পরিচ্ছেদ।

সে দিন রবিবার। সকালবেলাই বৃষ্টি নামিয়াছে। তাই এবার আর গির্জ্জায় যাওয়া হইল না। মিঃ গিল্‌ফিলের সন্ধ্যায় একবার কাজ আছে, সকালে বাড়ীর মন্দিরের কাজটাও আজ তিনিই করিবেন।

সকাল এগারটার সময় উপাসনা। ঠিক তার দু'-চার মিনিট আগেই টিনা ড্রয়িংরুমে আসিয়া ঢুকিল; আজ তাহার মুখখানি যেন কালীবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এমন চেহারা দেখিয়া লেডি শেভারেল ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "টিনা, তোমার হয়েছে কি ?" টিনা বলিল, "মাথাটা আজ বড় বেশী ধরেছে।" লেডি শেভারেল আর তাহাকে কিছুতেই উপাসনায় যোগ দিতে দিলেন না; যত্ন করিয়া ঢাকাঢুকি দিয়া আগুনের কাছে একটা সোফায় তাহাকে শোয়াইয়া হাতের কাছে একটা ধর্ম্মপুস্তক রাখিয়া বিদায় লইলেন। ঠিক সময়োপযোগী বই বটে। তবে টিনার মনের অবস্থা অনুকূল হওয়াও ত চাই !

বইখানা মানসিক রোগের খাসা ঔষধ। তবে দুঃখের বিষয়, টিনার বেলা ঠিক খাটে না। টিনা বইখানা কোলে করিয়া দেয়ালের গায়ে টাঙানো সেকালের সেই প্রসিদ্ধ স্যর অ্যাণ্টনির স্ত্রীর ছবিখানার দিকে বড় বড় চোখ দুটি তুলিয়া উদাসভাবে চাহিয়া রহিল। ছবিখানার দিকে তাহার চোখ ছিল বটে, কিন্তু মন ছিল না। সুখী রমণী যেমন করিয়া দুঃখিনী দুর্ব্বলা ভগিনীর দিকে একটু সহৃদয় ঔদাসীন্য ও একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তাকায়, তুলিতে আঁকা এই সুন্দরী গৌরীও যেন তেম্‌নি করিয়া টিনার দিকে চাহিয়া ছিলেন।

টিনা তখন আসন্ন ভবিষ্যতের চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, অ্যান্টনির বিবাহের কথা আর নিজের দুঃখের কথা।

টিনা ভাবিতেছিল, "তার আগে খুব একটা বড়-রকম অসুখ করে যদি আমি মরে যাই তা হলে বেশ হয়। অসুখের সময় বেশ কোনো ভাবনা থাকে না। প্যাটির যখন খুব অসুখ তখন ত তাকে খুব সুখী মনে হত। যার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল, তার বোধ হয় সে তখন কোনো খোঁজখবরই রাখ্‌ত না। ফুলের গন্ধে তার বড় আনন্দ ছিল, তাই আমি তার জন্যে ফুল নিয়ে নিয়ে যেতাম। হা ভগবান্, আমার কি কিছু ভাল লাগ্‌তে নেই! যদি আর-কিছুর কথা ভাবৃতে পার্‌তাম—! মনের এই অসহ্য জ্বালাটা যদি জুড়োয় তা হলেই বাঁচি; সুখী না হয় নাই হলাম। আমার কিছু চাই না, স্যর ক্রিষ্টফার আর লেডি শেভারেল যাতে খুসী হবেন আমি তাই কর্‌ব। কিন্তু ওই দারুণ হিংস্র রাগটা যখন আমায় পেয়ে বসে তখন যে আমার জ্ঞান বুদ্ধি কিছু থাকে না। কি কর্‌ব ভেবে পাই না; মনে হয় পৃথিবীটা যেন পায়ের তলা থেকে সরে গেছে। মাথা আর বুকের ভিতর কিসের একটা তাণ্ডব নৃত্য কেবল বুঝ্‌তে পারি। ভীষণ একটা কিছু করে বস্‌বার জন্যে মনটা যেন পাগল হয়ে ওঠে। উঃ, আমার মতন এমন ভীষণ ইচ্ছা বোধ হয় আর কারো কখনো হয়নি। আমার মনটা বোধ হয় পাপে পূর্ণ। কিন্তু ভগবান নিশ্চয় আমায় দয়া কর্‌বেন; আমার যে কি দুঃখ সইতে হচ্ছে তিনি ত তা জানেন।"

এমনি করিয়া কতক্ষণ কাটিয়া গেল। হঠাৎ ঘরের বাহিরে কাহার গলার স্বর শুনিয়া টিনার চমক ভাঙিল, দেখিল উপদেশের বইখানা কোলের উপর হইতে গড়াইয়া পড়িয়াছে। নীচু হইয়া বইখানা তুলিতে গিয়া দেখে পাতাগুলো মুড়িয়া গিয়াছে; ভয়ে মুখখানা কেমন করিয়া,

খাড়া হইয়া বসিতে-না-বসিতে লেডি আশার, বিয়েট্রিস, আর অ্যান্টনি আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। মুখে সকলেরি হাসি, চলাফেরাতেও বেশ একটা চটপটে ভাব। মন্দিরের উপদেশ শেষ হইয়া গেলে শান্তি ও মুক্তির যে চিহ্নগুলি শ্রোতাদের মুখে ফুটিয়া ওঠে, তাঁহাদের মুখেও তাহার আভাস।

লেডি আশার ঘরে ঢুকিয়াই তাড়াতাড়ি টিনার পাশে আসিয়া বসিলেন। একচোট ঝিমাইয়া তিনি বেশ তাজা হইয়া উঠিয়াছেন; এখন খানিকটা কথা বলিয়া লইতে পারিলে যেন বাঁচেন।

"হ্যাঁ, তারপর মিস্ সার্টি, এখন কেমন আছ?—একটু ভালই তো দেখাচ্ছে। তুমি একলাটি চুপ্ করে বসে আছ ভেবে এলাম। এই মাথা ধরাটরা ওসব আর কিছু নয়, সব দুর্ব্বলতার ফল। নিজের ওপর বেশী চাপ দিও না, আর একটু তেতোটেতো খেয়ো। তোমার বয়সে আমারো এম্নি মাথা ধরা রোগ ছিল, বুড়ো স্যাম্সন ডাক্তার মাকে বল্‌তেন, 'দেখুন ঠাকরুণ, আপনার মেয়ের রোগের গোড়া হচ্ছে দুর্ব্বলতা।' স্যাম্সন ডাক্তার লোকটি ভারি মজার ছিলেন। যাক, আজ সকালে উপদেশটা যদি শুন্‌তে—চমৎকার! বাইবেলের সেই দশ কুমারীর কথা বল্‌ছিলেন; পাঁচজন ছিল বোকা, আর পাঁচজন বুদ্ধিমতী, জানই তো। মিঃ গিল্‌ফিল্ সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন! ভারি চমৎকার ছেলেটি কিন্তু। যেমন শান্ত স্বভাব তেম্নি মিষ্টি ব্যবহার, আবার তাস খেলাতেও হাত বেশ। আহা, আমাদের ফার্লেতে যদি থাক্‌তেন। স্যর জন বোধ হয় একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাস খেলার সময় এঁকে কেউ রাগ্‌তে দেখে না। তাঁরও এতে খুব বাই ছিল। আমাদের ওখানের পুরোহিতটা ভারি খিট্‌খিটে। খেল্‌তে বসে টাকা হার্‌লে চটে অস্থির হয়। পাদ্রী মানুষের টাকা গেলে চটাটা তো আমার মোটেই উচিত মনে হয় না; তোমার মনে হয় নাকি? কি বল?"

মিস্ আশার মাঝে পড়িয়া মুরুব্বিআনা চালে বলিয়া উঠিলেন, "আহা মা, কি যে কর! দোহাই তোমার, রাজ্যের বাজে প্রশ্ন করে বেচারী টিনাকে হায়রান করে তুলো না।—তোমার এখনো মাথাটা ভারি ধরে রয়েছে, না ভাই টিনা? আমার এই ওষুধের শিশিটা নিয়ে পকেটে রাখ। মাঝে মাঝে ওটাতে আরাম পাবে বোধ হয়।"

টিনা বলিল, "না, ধন্যবাদ, আপনারটা কেড়ে নেবো না।"

"না ভাই, সত্যি বল্‌ছি, আমি ওটা ব্যবহার করি না; তোমায় নিতেই হবে।" মিস্ আশার জেদ করিয়া টিনার হাতে সেটা গুঁজিয়া দিতে গেলেন। টিনার মুখখানা ঠিক সিঁদুরের মতন লাল হইয়া উঠিল। একটু বিরক্তভাবে শিশিটা ঠেলিয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "অনেক ধন্য-বাদ আপনাকে; আমি ওসব কখনো ব্যবহার করি না। ওসব আমি মোটেই ভালবাসি না।"

মিস্ আশার আশ্চর্য্য হইয়া রূপার শিশিটা নিজের পকেটে রাখিলেন। গর্ব্বে এমন ঘা পড়াতে তাঁহার মুখখানা অন্ধকার; কথা একেবারে বন্ধ। অ্যাণ্টনি একটু ভয়ের সঙ্গেই ব্যাপারটা দেখিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "দেখ, দেখ, বাইরে আকাশ কেমন পরিষ্কার হয়ে গেছে। খাবার আগে এখনো বেশ একপাক ঘুরে আসা যায়। এস বিয়েট্রিস, টুপি আর ক্লোকটা নিয়ে বেরিয়ে এস, আধঘণ্টাটাক বাঁধানো রাস্তাটায় বেড়িয়ে আসি।"

লেডি আশার বলিলেন, "হ্যাঁ যাওনা, আমিও যাই দেখি গিয়ে স্যর ক্রিষ্টফার বারান্দায় বেড়াচ্ছেন কি না।"

দরজাটা ভেজাইয়া মহিলা দুটি বাহির হইবা মাত্র অ্যাণ্টনি আগুনের দিকে পিছন ফিরিয়া টিনার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া আপত্তির সুরে বলিয়া উঠিল, "দেখ টিনা, একটু দয়া করে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা

কোরো। তুমি মিস্ আশারের সঙ্গে বেশ অভদ্র ব্যবহার করেছ, তিনি এতে বেশ ব্যথা পেয়েছেন। একবার ভেবে দেখ দেখি, তোমার ব্যবহারটা তাঁর কাছে কি-রকম অদ্ভুত ঠেকেছে। এর কারণ তিনি ভেবেই পাবেন না।" একটু কাছে আসিয়া টিনার হাতখানা ধরিতে চেষ্টা করিয়া সে আবার সুরু করিল, "লক্ষ্মীটি টিনা, নিজের ভাল ভেবেই আমার অনুরোধটা রেখো, তাঁর আদরযত্নগুলো একটু ভদ্রভাবে নিয়ো। তিনি বাস্তবিক তোমার প্রতি খুব সদয়, তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে দেখ্‌লে আমিও সুখী হব।"

দুর্ব্বল রোগী যেমন ছোট একটি পাখীর পাখার ঝাপটেও চম্‌কাইয়া উঠে, তেমনি অল্পেতেই ঘা খাওয়া যেন তখন টিনার রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; অ্যাণ্টনির কথাগুলি নিতান্ত নির্দ্দোষ হইলেও বোধ হয় সে চটিয়া উঠিল, এরকম হিতৈষী সাজিয়া আপত্তি করিতে আসা তো একেবারেই অসহ্য। সে তাহার যা' অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা ত কথায় প্রকাশ করা যায় না। সেজন্য একটুও অনুতাপ না করিয়া আজ কিনা আবার হিতৈষী সাজিয়া বসিল। এ আবার এক নূতন অত্যাচার! এমন হিতৈষী সাজাই ত তাহার আস্পর্দ্ধা।

টিনা হাতখানা টানিয়া লইয়া রাগিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার ভাবনা আপনাকে ভাবৃতে হবে না, কাপ্তেন উইব্রো! আমি তো আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে যাই না।"

"টিনা, অমন চটে উঠো না, আমার উপর অমন অবিচার কোরো না। তোমার জন্যেই ত আমার এত ভাবনা। তুমি যে আমাদের দু'জনের সঙ্গেই কি এক অদ্ভুত রকম ব্যবহার কর, মিস্ আশার তা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন। এতে আমায় যে কি মুস্কিলের অবস্থায় পড়্‌তে হয়··· আমি তাঁকে কি যে বল্‌ব তার ঠিক নেই।"

কথা শুনিয়া টিনা আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। সে উঠিয়া পড়িয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌বে? বোলো যে আমি একটা বোকা হতভাগা মেয়ে, তোমায় ভালবেসে ফেলেছি, তাই তাঁর হিংসায় জ্বলে মরি; আর বোলো যে তুমি আমার সঙ্গে চিরকাল বন্ধুর মত ব্যবহার করে এসেছ, এক দয়া ছাড়া তোমার মনে আমার সম্বন্ধে আর কোনো ভাবেরই কখনো উদয় হয়নি। তাঁকে এই বোলো, তা হলেই তাঁর তোমার সম্বন্ধে আরো ভাল ধারণা হবে।"

বড় নিষ্ঠুর কঠিন বিদ্রূপ মনে করিয়াই টিনা কথাগুলি বলিয়াছিল; এ বিদ্রূপে যে সত্যের বিষ একবিন্দুও আছে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। ভাবিয়া বিচার করিয়া সে নিজেকে কোনো দিন অত্যাচরিত মনে করে নাই, আপনা হইতেই তাহার মনে এই ব্যথাটি জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই বেদনার আড়ালে, ঈর্ষার উন্মাদনার আড়ালে, প্রতিহিংসার অদম্য ইচ্ছার আড়ালে, এই অসহ্য যন্ত্রণার আড়ালে লাঞ্ছিতার মনে স্বচ্ছ শিশির-কণার মত অ্যাণ্টনির প্রতি বিশ্বাস এখনো উজ্জ্বল হইয়া ছিল। এখনো সে এইসকল চিন্তার জন্য মনে মনে নিজেকেই দোষী করিত, তাহার এখনো এই বিশ্বাস ছিল যে অ্যাণ্টনি যাহা করিতেছে তাহা ভালর জন্যই। এখনো হৃদয়ের প্রতিবিন্দু প্রেম বিদ্বেষের ইন্ধন জোগাইতে যায় নাই। টিনা মনে করিত, বাহিরে দেখিলে অ্যাণ্টনিকে তাহার সম্বন্ধে যতখানি উদাসীন মনে হয় বাস্তবিক সে তা' নয়, মনে মনে এখনো নিশ্চয় তাহার টিনার উপর টান আছে; প্রেমে নিষ্ঠার অভাবের চেয়েও যে জিনিসটায় রমণীর বেশী ঘৃণা, অ্যাণ্টনিকে সেই কঠিন অপরাধে অপরাধী মনে করা টিনার পক্ষে এখনো অসম্ভব। রাগে পাগল হইয়া উঠিয়া এর চেয়ে বড় এর চেয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর কিছু সে খুঁজিয়া পায় নাই বলিয়াই এ কথা বলিয়াছিল।

সে যখন ঘরের প্রায় মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রাগে উত্তেজনায় তাহার ছোট শরীরখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, ঠোঁট দুখানায় রক্তের লেশ মাত্র নাই, চোখ দুটা জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। হঠাৎ ঘরের দরজা খুলিয়া গেল; ফুটন্ত ফুলের মত হাসি ছড়াইয়া ইন্দ্রাণীর মত সুন্দরী মিস্ আশার নূতন সাজে সাজিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তরুণী সুন্দরী যখন মনে করে যে তাহার উপস্থিতিতে কাহারো মনে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইবে, তখন সে এমনি মনভুলানো হাসি হাসিয়াই দেখা দিতে আসে। টিনার দিকে চোখ পড়িতেই বিস্ময়ে তাহার মধুর হাসি কোথায় মিলাইয়া গেল; রাগিয়া উঠিয়া সে সন্দিগ্ধভাবে কাপ্তেন উইব্রোর দিকে তাকাইল; তাহার মুখে তখন কেমন একটা শ্রান্তি ও বিরক্তির ভাব।

"কাপ্তেন উইব্রো, আপনি বোধ হয় এখন ব্যস্ত আছেন? আমি তবে একলাই বেড়াতে যাই।"

অ্যাণ্টনি ছুটিয়া তাঁহার দিকে আসিয়া বলিল, "না, না, এই যে, চল আমি আস্‌ছি।" তাহার পর মিস আশারকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বেচারী হতভাগিনী টিনা তখন একলা পড়িয়া আপনার উন্মত্ত ব্যবহারে আপনি লজ্জায় ঘৃণায় মরিতেছিল।

বারোর পরিচ্ছেদ।

কাঁকরবাঁধান পথের উপর আসিয়া পড়িয়াই মিস্ আশার বলিল, "তোমাদের অভিনয়ের এর পরের দৃশ্যটা কি হবে জান্‌তে পারি কি? পরের দৃশ্যটা সম্বন্ধে আগে থেকে কিছু জানা থাক্‌লে বেশ লাগে।"

কাপ্তেন উইব্রো একেবারে চুপ। সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই-সব ব্যাপারে তার জ্বালাতন ধরিয়া গিয়াছিল। মানুষের জীবনে এক একটা এমন মুহূর্ত্ত আসে, যখন সে ক্রুদ্ধ রমণীর কোনো কথার আর প্রতিবাদ করিতে চাহে না; নীরবতাই তাহার একমাত্র সম্বল। অ্যাণ্টনি মনে-মনে ভাবিতেছিল, "দূর-কর-ছাই, আর পারা যে দায় হল! এইবার আবার উল্টা দিকে গুঁতো খাই!" সে দূরে দিক্‌চক্রবালের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, ভ্রূ-দুটা কুঞ্চিত, মুখখানায় ভয়ানক বিরক্তির ভাব। মিস্ আশার তাহাকে এত বিরক্ত হইতে কখনো দেখে নাই।

দুই তিন মিনিট চুপ করিয়া মিস্ আশার আবার উদ্ধতভাবে বলিতে লাগিল, "কাপ্তেন উইব্রো, আপনি বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছেন যে এই ঘটনার আমি একটা ভালোরকম জবাবদিহি চাই।"

নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইবার জন্য একটা প্রবল চেষ্টা করিয়া অ্যাণ্টনি বলিল, "বিয়েট্রিস, আমি তোমায় আগেই যা বলেছি, তার বেশী আর আমার কিছু বল্‌বার নেই। আমি আশা করেছিলাম, যে, তুমি আর এ বিষয়ে কথা তুল্‌বে না।"

"তুমি যা কৈফিয়ৎ দিয়েছ, সেটা মোটেই সন্তোষজনক নয়। আমার কেবল এইটুকু বল্‌বার আছে যে, তোমার সম্বন্ধে মিস্ সার্টির চালচলন

যে-রকম, তাতে তার অধিকারটা তোমার ও আমার এই সম্পর্কটার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। আর সে আমার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করে, তার চেয়ে বেশী অপমান আর কিছুতেই হতে পারে না। এ-রকম অবস্থায় আমি কিছুতেই এ বাড়ীতে থাক্‌ব না; আর মাকে এর কারণগুলোও স্যর ক্রিষ্টফারকে বল্‌তে হবে।"

অ্যাণ্টনির বিরক্তি ভয়ে পরিণত হইল; সে বলিয়া উঠিল, "বিয়েট্রিস, দয়া করে শান্ত হও, এ-রকম ব্যাপারে একটু বুঝেসুজে চল্‌তে চেষ্টা করো। আমি জানি এ বড় কষ্টকর ব্যাপার, কিন্তু তুমি যে টিনা বেচারীর কোনো অমঙ্গল চাও না সে কথাও আমি নিশ্চয় জানি, মামার কোপে তাকে ফেল্‌তে তুমি নিশ্চয় চাও না। একবার ভেবে দেখ, বেচারার অসহায় অবস্থাটা। সে যে নিতান্তই পরের অনুগ্রহের ভিখারী।"

"তুমি যে খুব চালাক লোক তা' বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি; আর ছল করে এড়াতে হবে না। ওসব কথায় আমায় ভোলাতে পার্‌বে না। তুমি যদি মিস্ সার্টির কাছে প্রেমের ভান না কর্‌তে যেতে, যদি তাকে ভালবাসা না দেখাতে, তবে সে কখনো তোমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার কর্‌তে সাহস পেত না। আমার ত মনে হয় আমার সঙ্গে তোমার বাগ্‌দানটা সে তোমার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয়ই মনে করে। আমায় মিস্ সার্টির প্রতিদ্বন্দ্বী করে দেওয়ার জন্মে আমি তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। কাপ্তেন উইব্রো, তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ।"

"বিয়েট্রিস, আমি শপথ করে বল্‌ছি যে টিনা আমার প্রতি খুব অনুরক্ত বলে আর মেয়েটিও বেশ বলে আমি তাকে স্বভাবতই একটু স্নেহের ও দয়ার চক্ষে দেখি, আমার কাছে সে তার বেশী আর কিছু নয়। কালই যদি গিল্‌ফিলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায় তা'হলে আমি খুব খুসী হই। আমি যে তাকে ভালবাসি না, এটা বোধ হয় তার খুব বড়

প্রমাণ। অতীতের কথা বল্‌তে হলে বলি, হ্যাঁ, হয়ত আমি মাঝে-মাঝে তাকে একটু বেশী টান দেখিয়েছি, কিন্তু সেটার অর্থ ও ভুল বুঝেছে আর জিনিসটাকেও একটু বাড়িয়ে দেখেছে। এমন কোন্ পুরুষমানুষ আছে যে অমন একটু-আধটু না করে থাক্‌তে পারে?"

"কিন্তু তার ওরকম ব্যবহারের ভিত্তি কি? আজ সকালে কাঁপ্‌তে-কাঁপ্‌তে মুখ-চোখ শাদা করে ও তোমায় কি এমন কথা বল্‌ছিল?"

"জানি না। খিট্‌খিটে স্বভাবের জন্যে আমি ওকে কি একটা বল্‌ছিলাম। ইটালীর রক্ত কি না মেয়ের; কোন্ কথায় যে কি ভাবে চটে ওঠে বলা যায় না। ও মেয়ে একেবারে রণচণ্ডী; দেখ্‌তেই অমন শান্ত।"

"কিন্তু ওর ব্যবহার যে কি-রকম নির্লজ্জ আর অভদ্র, তা' ওর জানা উচিত। বল্‌তে কি, লেডি শেভারেল যে ওর মুখেমুখে উত্তর আর ঠ্যাকার দেখ্‌তে পান্ না, ভেবে আমি অবাক্ হয়ে যাই।"

"বিয়েট্রিস, দোহাই তোমার, তাঁর কাছে এসব কথার এতটুকু উল্লেখ কোরো না। মামীর কি-রকম সব বিষয়ে কড়াকড়ি দেখেছ ত। যে পুরুষ তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেনি তাকে যে কোনো মেয়ে ভালবাস্‌তে পারে, এমন তাঁর মাথায় ঢোকেই না।"

"আচ্ছা, আমি মিস্ সার্টিকে নিজেই বুঝিয়ে দেবো যে তার ব্যবহারটা আমি ভাল করেই লক্ষ্য করেছি। এটা তার প্রতি দয়াই হবে।"

"না, লক্ষ্মী, ওতে ক্ষতি ছাড়া আর কিছু হবে না। ওকে আপন মনে থাক্‌তে দেওয়াই সবচেয়ে ভাল ওষুধ। ওটা ক্রমে কেটে যাবে। আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস অল্পদিনের মধ্যেই ওর গিল্‌ফিলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে। বালিকার মোহ অল্পেতেই একজনের উপর থেকে আর-একজনের উপর গিয়ে পড়ে। ওরে বাপ্‌রে! বুকটা যা ধড়াস্-ধড়াস্

করতে সুরু করেছে। ভাল হওয়া ত দূরে থাক দিন-দিন ধড়ফড়ানি বেড়েই চল্‌ল।"

টিনার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা এইখানেই থামিয়া গেল। কাপ্তেন উইব্রো সেই সময়েই বেশ একটা পরিষ্কার ফন্দি আঁটিয়া রাখিলেন। তার পরদিন লাইব্রেরী-ঘরে স্তর ক্রিষ্টফারের সঙ্গে নিজের বিবাহ সম্পর্কীয় কথা বলিতে গিয়াই ফন্দিটা কাজে লাগাইবার পথও হইয়া গেল।

দর্‌কারি কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া যাইবার পর অ্যাণ্টনি দুই পকেটে হাত দিয়া দেয়ালের গায়ে আল্‌মারীতে সাজানো বইগুলির নাম দেখিতে দেখিতে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর পাইচারী করিতেছিল। হঠাৎ কি একটা কথা মনে আসাতে একটু অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল, "ভাল কথা, টিনা আর গিল্‌ফিলের বিয়েটা কবে হচ্ছে? বেচারা মেনার্ডের অবস্থা দেখ্‌লে দুঃখ হয়। আমাদের বিয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই তাদেরটাও হয়ে যাক না কেন? টিনার সঙ্গে ওর বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে বলেই ত মনে হয়।"

স্তর ক্রিষ্টফার বলিলেন, "আমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল, ক্রিচ্‌লি বুড়ো মরার পর কাজটা হয়; বুড়ো ত আর বেশী দিন বাঁচ্‌বে না। তাহলে মেনার্ডের সংসারে প্রবেশ আর পাদ্রীর পদ লাভ দুটোই একসঙ্গে হয়। তা যাক, ওটা কোন কাজের কথাই নয়। বিয়ে হয়ে গেলেই যে ওদের এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে এমন কোনো বাঁধা নিয়ম নেই। আমার ক্ষুদে বাঁদ্‌রী ত এখন দেখ্‌ছি বড়সড়ই হয়ে উঠেছে। বেরাল-ছানার মত ছোট্ট একটা খোকা-কোলে ক্ষুদে গিন্নিটিকে খাসা দেখাবে!"

"কিছুর অপেক্ষায় কাজটা ফেলে রাখা আমার মোটেই ভাল বলে মনে হয় না। আপনি যদি টিনাকে কিছু দিয়ে যেতে চান, তা'হলে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার কাজে সাহায্য করতে রাজি আছি।"

"বাবা, তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। তা মেনার্ড তো নিজেই যথেষ্ট পাবে। তার উপর আমি যা শুনেছি—কথাটা ঠিকই শুনেছি—তাতে সে নিজের হাতে উপার্জ্জন করে টিনাকে সুখে রাখতে চায় বলেই মনে হয়। যাক, তুমি আমার মাথায় কথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে ভালই করেছ ; আগে এ কথা ভাবিনি বলে নিজের উপরই রাগ হচ্ছে। এই গাধা ছেলেটার আর বিয়েট্রিসের কথা ভাব্‌তে-ভাব্‌তে এমনি মজে গিয়েছিলাম যে বেচারা মেনার্ডকে একেবারে ভুলেই মেরে দিয়েছি। বয়সে তো সেই বড়—বাড়ীর কর্ত্তা হয়ে বস্‌বার সময় এখন বেশ হয়েছে।"

স্যর ক্রিষ্টফার চুপ করিয়া একবার নস্যের কৌটাটার সদ্ব্যবহার করিলেন, তাহার পর প্রায় নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাড়ীর সব কটা কাজ একসঙ্গে সেরে নিলে বেড়ে হবে।"

অ্যাণ্টনি তখন দূরে এক কোণে দাঁড়াইয়া গুন্‌গুন্ করিয়া কি একটা সুর গাহিতে ব্যস্ত।

সেদিন সকালেই মিস্ আশারের সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার সময় অ্যাণ্টনি কথায় কথায় বলিল যে, স্যর ক্রিষ্টফার টিনার বিয়েটা তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন, সেও কাজ্‌টা আগাইয়া দিতে যথাসম্ভব সাহায্য করিবে। টিনার পক্ষে এর চেয়ে ভাল আর কিছু হইতে পারে না—সে তাহার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত,—সে কি আর বোঝে না!

স্যর ক্রিষ্টফারের মাথায় একটা কথা আসিলে হয়! তৎক্ষণাৎ সেটা না সারিয়া ফেলিলে তিনি বাঁচেন না। মনস্থির করিতেও তিনি যেমন তৎপর, কাজেও তেমনি চট্‌পটে। দুপুরবেলা খাওয়ার পরই মিঃ গিল্‌ফিল্‌কে বলিলেন, "মেনার্ড, আমার সঙ্গে একবার লাইব্রেরীতে এস দেখি। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

ঘরে ঢুকিয়া দুজনে বসিবামাত্রই স্যর ক্রিষ্টফার নস্যের কৌটাতে একটা টোকা দিয়া, যেন হঠাৎ কি একটা সুখবর দিতে যাইতেছেন এমনি ভাবে হাসিয়া সুরু করিলেন, "বাবা মেনার্ড, এই শরৎকালটা কাটবার আগেই বাড়ীতে দুটি সুখী দম্পতির প্রতিষ্ঠা করলে হয় না? একজোড়ার চাইতে সেই ত ভাল। কি বল?"

এক চিম্‌টি নস্য লইয়া এক মুহূর্ত্ত থামিয়া একটু দুষ্টু-দুষ্টু হাসি হাসিয়া তিনি আবার খুব টানা সুরে বলিলেন, "কি বল হে?"

মেনার্ডের মুখখানা শাদা হইয়া উঠিতেছিল। নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই একটু বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "আপনি কি বল্‌ছেন, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

"দূর ধূর্ত্ত কোথাকার! বুঝ্‌ছ না বৈকি? অ্যাণ্টনির পরেই আমার হৃদয়ে কার স্থান তা তুমি বেশ উত্তম রূপেই জানো। অনেক কাল আগেই তো তোমার মনের কথা আমায় বলেছ, আজ আর নূতন করে কিছু বল্‌বার নেই। টিনা দিব্যি বড়সড় হয়ে উঠেছে, বেশ ক্ষুদে গিন্নিটি হবে এখন। পাদ্রীর পদটা খালি হয়নি অবিশ্যি—তা' তাতে কিছু আসে যায় না। তোমাদের কাছে রাখ্‌তে পেলে আমরা কর্ত্তাগিন্নি খুব খুসী হব। আমাদেরি তো সুখ তাতে বেশী। পাপিয়াটি হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে উড়ে গেলে আমাদের বড় কষ্ট হবে।"

মিঃ গিল্‌ফিলের অবস্থাটা যেমন মুস্কিলের, তেমনি কষ্টকর। স্যর ক্রিষ্টফার পাছে টিনার মনের অবস্থাটা জানিয়া কি বুঝিয়া ফেলেন সেই ভয়ে তিনি অস্থির; অথচ তাঁহার জবাবটাও ওই অবস্থার ভিত্তির উপরেই নির্ভর করিতেছে।

গলাঝাড়া দিয়া অনেক চেষ্টার পর তিনি বলিলেন, "দেখুন, আপনার শুভকামনা আমি অন্তরের সঙ্গেই বুঝেছি—আপনি যে পিতার মতন

আমার সুখের জন্য ব্যস্ত সেজন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। এসব বিষয়ে আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। কিন্তু আমার প্রতি টিনার মনের ভাব এমন নয় বোধ হয়, যাতে সে আমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারে। এই আমার একমাত্র আশঙ্কা।"

"তুমি কি কোনো দিন তার মত জান্‌তে চেয়েছিলে?"

"আজ্ঞে না; কিন্তু এসব কথা না জিগ্‌গেস কর্‌লেও বোধ হয় জানা যায়।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ রেখে দাও গিয়ে! ও বাঁদ্‌রী তোমায় নিশ্চয় ভালবাসে। তুমিই না তার প্রথম খেলার সাথী! তোমার আঙুল কেটে গেলে ও কি-রকম কাঁদ্‌ত তা আমার এখনো মনে আছে। তা'ছাড়া তোমাকে সে স-রবে না হোক নীরবে বাগ্‌দত্ত স্বামী বলে জানিয়েছে। জানোই ত, তোমার কথা তার কাছে বল্‌তে হলে আমি ওটা ধরে নিয়েই সর্ব্বদা কথা বলি। তোমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে বলেই আমি ধরে নিয়েছি। অ্যাণ্টনিও তাই বলে। অ্যাণ্টনির ত বিশ্বাস, টিনা তোমায় ভালবাসে; আর দেখ, ওর অল্পবয়সীর চোখ,—এসব বিষয় পরিষ্কার দেখ্‌বারই ত কথা। আজ সকালে আমার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বল্‌ছিল; তোমার আর টিনার প্রতি তার বন্ধুভাব দেখে আমি বেশ খুসীই হয়েছি।"

শরীরের সমস্ত রক্তটা যেন ছুটিয়া আসিয়া মিঃ গিল্‌ফিলের মুখখানা রাঙাইয়া দিল। দাঁতে দাঁতে পিষিয়া হাত দুটা শক্ত মুঠি করিয়া কোনো-রকমে তিনি নিজেকে সাম্‌লাইয়া রাখিলেন। রাগে তখন তিনি প্রায় অন্ধ। স্যর ক্রিষ্টফার তাঁহার মুখের চেহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তিনি অবশ্য অর্থটা বুঝিলেন উল্টা-রকমের। মনে করিলেন, টিনাকে পাওয়ার আশা ও না-পাওয়ার আশঙ্কার সংগ্রামেই তাঁহার এ মনোভাব। তিনি

বলিলেন, "মেনার্ড, তুমি বড় বেশী লাজুক। তোমার মত ষণ্ডামার্কর অমন ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া সাজে না। তুমি নিজে যদি তাকে নাই বল্‌তে পার, আচ্ছা আমার উপর ভার দিয়ে যাও।"

বেচারা মেনার্ড ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "স্যর ক্রিষ্টফার, আপনি যদি দয়া করে টিনাকে এখন এ বিষয়ে কিছু না বলেন, তবে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌ব। আমার মনে হয়, অসময়ে এমন প্রস্তাব কর্‌লে, সে আমার কাছ থেকে আরো দূরেই সরে যাবে।"

এই-রকম বিরুদ্ধ ভাবের কথায় স্যর ক্রিষ্টফারের মনটা একটু চটিয়া উঠিতেছিল। তিনি একটু তীব্র সুরে বলিলেন, "তোমার এই ধারণা ছাড়া টিনা তোমায় এখনো যথেষ্ট ভালবাসে না এ কথা বলার কোনো কারণ দেখাতে পার কি? না, শুধুশুধুই বকে যাচ্ছ?"

"সে আমাকে বিবাহ করার মত ভালবাসে না, আমার এই দৃঢ় ধারণা। এর বেশী আমি কিছু বল্‌তে পারি না।"

"তা হলে সে ধারণার কোনো মূল্যই নেই। আমি লোকের সম্বন্ধে যা ভাবি, সেগুলো সচরাচর ঠিক বলেই প্রমাণ হয়; টিনাকে যদি আমি নিতান্তই ভুল না বুঝে থাকি, তবে সে যে কেবল তোমাকেই স্বামীরূপে পাবার আশায় আছে, এ কথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি। আমি যা ভাল বুঝি তাই কর্‌তে দাও। মেনার্ড, আমায় বিশ্বাস কর, আমি তোমার কোনো ক্ষতি কর্‌ব না।"

আর বেশী কিছু বলিবার সাহস মিঃ গিল্‌ফিলের ছিল না। কিন্তু স্যর ক্রিষ্টফারের সঙ্কল্পের ফলে আবার কি হয় সেই ভয়েই তাঁহার প্রাণ কাতর। অ্যাণ্টনির উপর তাঁহার যে কি রাগ হইতেছিল বলা যায় না। টিনার ও নিজের দুঃখের কথা ভাবিয়াও তিনি কূল পাইতেছিলেন না। রাগে দুঃখে পাগল হইয়া তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। টিনা

তাঁহাকে কি মনে করিবে? হয়ত সে ভাবিবে যে তিনিই স্যর ক্রিষ্টফারের প্রস্তাবের মূলে; অন্তত সায় দিয়াছেনও তো ভাবিতে পারে। এ বিষয়ে হয়ত যথাসময়ে টিনার সঙ্গে কোনো কথা বলার ভাগ্য তাঁহার ঘটিবেই না। যাহা হউক, একখানা চিঠি লিখিয়া পোষাক পরার ঘণ্টা পড়ার পর টিনার ঘরে দিয়া আসিলে বোধ হয় কাজ চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে হয়ত সে বেশী-রকম উত্তেজিত হইয়া পড়িবে; খাইতে আসিতে পারিবে না; সন্ধ্যাটাও অশান্তিতে কাটিবে। রাত্রে শুইতে যাইবার সময় দিয়া আসিলে হয়। মন্দিরে উপাসনার পর মিঃ গিল্‌ফিল্‌ কোনো রকমে সুবিধা করিয়া টিনাকে ড্রয়িং রুমে লইয়া আসিয়া চিঠিখানা দিলেন। টিনা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া উপরে গিয়া সেখানা পড়িল,—

"স্নেহের টিনা,—স্যর ক্রিষ্টফার যদি তোমাকে আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলেন, সেটা আমার বলানো মনে কোরো না। তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত কর্‌বার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বেশী জোর দিয়ে বল্‌তে সাহস হলো না। হয়ত এমন সব প্রশ্ন তাতে উঠ্‌ত, যার উত্তর দিতে গেলে তোমার দুঃখের ভরা বাড়ানো বই কমানো হত না। স্যর ক্রিষ্টফারের কাছে যা শুন্‌বে তার জন্য তোমায় আগে থাক্‌তে একটু প্রস্তুত করে দিতে আর তোমার মনের প্রত্যেকটি ভাব যে আমার কাছে কতখানি পবিত্র তাই জানাতে এই চিঠি লিখ্‌লাম। আমার এ কথাটি তুমি নিশ্চয় আগেই বিশ্বাস করেছ। আমার জীবনের যে আশাটি সব চেয়ে প্রিয় তাও আমি ছেড়ে দিতে পারি; কিন্তু তোমার দুঃখের ভার আমি নিজের হাতে এক বিন্দুও বাড়াতে পার্‌ব না।

"কাপ্তেন উইব্রোই স্যার ক্রিষ্টফারকে এমন সময় এ কাজ করাতে চেষ্টা কর্‌ছে। সেই তাঁর মনে এ কথাটা তুলে দিয়েছে। স্যার ক্রিষ্টফারের কাছে পাছে আচম্‌কা কথাটা শোনো তাই আগে থেকে বলে রাখ্‌লাম।

দেখ্‌ছ ত কাপুরুষটার হৃদয় কেমন! টিনা, তুমি আমার সকলের চেয়ে প্রিয়, আমায় সকল কাজে বিশ্বাস কোরো। যত বড় দুঃখই আসুক না কেন, তোমার বিশ্বাসী বন্ধু মেনার্ডকে হঠাতে পার্‌বে না।"

কাপ্তেন উইব্রোর কথাটা পড়িয়া টিনার বুকে এমন গভীর আঘাত লাগিয়াছিল যে নিজের আসন্ন বিপদের কথা ভাবিবার তাহার অবসরই হয় নাই। স্যর ক্রিষ্টফার যে কি বলিবেন, আর সেই বা কি উত্তর দিবে তাহা সে ভাবিলই না। এত বড় অন্যায়ের আঘাতে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; ভয়ের জন্য এক বিন্দু জায়গাও তখন তাহার মনে ছিল না। বিষাক্ত পোষাকের কবলে পড়িয়া মানুষ যখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে, তখন আসন্ন মৃত্যুর ভাবনা কোথায় থাকে?

অ্যাণ্টনি এমন কাজ করিল! ইহার কারণ আর কি হইতে পারে? তাহার ভালবাসাকে সে হেলায় তুচ্ছ করিয়া গিয়াছে; মিস্‌ আশারের সঙ্গে সম্বন্ধটা সহজ করিবার জন্য সে টিনার প্রতি তাহার সকল কর্ত্তব্য সকল ভালবাসাকে আজ এমন নীচভাবে বলি দিয়াছে! না, না। এ তাহার চেয়েও নীচ অভিপ্রায়ের কাজ! সে ইচ্ছা করিয়া গায়ে পড়িয়া বুঝি এই নিষ্ঠুর আঘাত দিয়াছে! টিনাকে সে কতখানি ঘৃণা করে, তুচ্ছ ভাবে, তাই বোধ হয় এই উপায়ে দেখাইয়াছে। অ্যাণ্টনি তাহাকে কোনো দিন ভাল বাসিয়াছিল, তাহার এই নির্ব্বোধের মত বিশ্বাসকে অ্যাণ্টনিই আজ এম্‌নি করিয়া ভাঙিয়া দিয়াছে।

টিনা ভাবিতেছিল, স্বচ্ছ একটি শিশিরবিন্দুর মত যে বিশ্বাস ও প্রেমটুকু এতদিনও উজ্জ্বল হইয়া ছিল, আজ তাও শুকাইয়া গেল। আজ তাহার হৃদয় মরুভূমির মত শুষ্ক; তাহাতে শুধু বিদ্বেষ আগুনের মত জ্বলিতেছে। অ্যাণ্টনির উপর অবিচার হইবে মনে করিয়া ভয়ে এখন আর নিজের মনের প্রবল বিদ্রোহ চাপিয়া রাখিবার কোনো দরকার

নাই। মেনার্ড ঠিক কথাই বলিয়াছে, সে আজ তাহাকে অনায়াসে পথের ধূলির মত তুচ্ছ করিয়াছে; এতদিন উদাসীনভাবে তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছে; আজ সে নীচের মত, নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করিয়াছে। টিনার রাগ করিবার, তীব্র বেদনায় জ্বলিয়া উঠিবার কারণ যথেষ্টই আছে; এতদিন যে-সব চিন্তা তাহার অন্যায় বলিয়া মনে হইয়াছিল আজ তাহা ন্যায় বলিয়াই মনে হইতেছে।

বিকারগ্রস্ত রোগীর ভীষণ যন্ত্রণার মত এই চিন্তাগুলি যখন টিনার মনের ভিতরটা পুড়াইয়া বহিয়া যাইতেছিল, তখন সে একফোঁটাও চোখের জল ফেলে নাই। হাতদুটা শক্ত মুঠি করিয়া অভ্যাসমত অধীরভাবে সে পাইচারি করিতে লাগিল। আগুনের মত চোখ দুটা অস্থির ভাবে কাহাকে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; সাম্‌নে পাইলেই বাঘিনীর মত ঘাড়ে গিয়া পড়িবে।

দাঁতে দাঁতে পিষিয়া বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া সে বলিতে লাগিল, "একবার যদি কথা বল্‌তে পাই ত বল্‌ব, যে, তাকে আমি ঘৃণা করি, অতি জঘন্য মনে করি, তাকে দেখ্‌লে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়।"

হঠাৎ যেন কি একটা নূতন চিন্তা তাহার মাথায় আসিল, পকেট হইতে চাবিটা বাহির করিয়া একটা দেরাজ টানিয়া খুলিয়া ফেলিল; ছেলেবেলা হইতে কত স্মরণচিহ্ন সে এইখানে যত্নে রাখিয়াছিল। দেরাজের ভিতর হইতে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো একটি ছোট ছবি বাহির করিল, তাহার একধারে হারে গাঁথিয়া পরিবার জন্য ছোট একটি আংটা, উল্টা দিকে কাচের আড়ালে দুই গোছা চুল কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের গাঁট করিয়া বাঁধা। একটা গুচ্ছ কালোচুলের, আর একটি একটু লাল্‌চে সোনালি ধরণের। এক বৎসর আগে অ্যাণ্টনি তাহাকে গোপনে

এইটি উপহার দিয়াছিল। টিনার জন্যই বিশেষ করিয়া ছবিখানা করানো। মাসখানেকের মধ্যে ছবিখানা সে বাহির করে নাই। অতীতকে উজ্জ্বল করিয়া চোখের উপর ধরিয়া কি লাভ! আজ সে ছবিটাকে বজ্রমুঠিতে চাপিয়া ধরিয়া চিম্‌নীর তলার পাথরটাতে ছুঁড়িয়া মারিল। এই বুঝি পায়ে দলিয়া জুতার ঠোক্করে সেটাকে গুঁড়া করিয়া নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকের শেষ চিহ্নটুকুও লোপ করিয়া দিবে?

না, তাহা নয়, টিনা ছুটিয়া ঘরের অন্যদিকে চলিয়া গেল। গিয়া দেখে তাহার এত যত্নের এত আদরের অমূল্যরত্নের আজ কি দশা! কতদিন সে এই ছোট ছবিটুকুকে আদরে সোহাগে চুম্বনে ভরাইয়া দিয়াছে; তাহার বিছানায় বালিশের তলায় কত রাত ইহার কাটিয়া গিয়াছে; ভোর না হইতেই সবার আগে এই মুখখানিই তাহার মনে জাগিয়া উঠিত। অতি সুখের সেই যে দিনগুলি, আর ত ফিরিয়া আসিবে না, তাহাদের স্মৃতি বহন করিয়া এই যে একটিমাত্র চিহ্ন ছিল, তাহার আজ কাচখানা ভাঙিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা, চুলগুলি বাহিরে পড়িয়া, হাতীর-দাঁতের পাত্‌লা পাতটাও ফাটিয়া গিয়াছে। টিনার সে তীব্র জ্বালা হঠাৎ নিবিয়া গেল; অনুতাপে সে আবার চোখের জলে ভাসিতে লাগিল।

বেচারী আস্তে আস্তে গিয়া এত আদরের ছবিটিকে কুড়াইয়া আনিল; আবার সযত্নে সাজাইয়া রাখিবার জন্য চুলগুলি খুঁজিতে লাগিল। ফাটিয়া-চটিয়া ছবিখানা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। টিনা ম্লান মুখে তাহার অতীতের আদরের মূর্ত্তিটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। চুল আর ছবি দুই এখন আল্‌গা; কাচের ঢাকা ত আর নাই। কি আর করে, বেচারী অতি সন্তর্পণে একখানা কাগজে জড়াইয়া আবার

সেই দেরাজের কোণে ছবিটি লুকাইয়া রাখিয়া দিল। আহা বেচারী! যাহা করিয়া ফেলিয়াছে তাহা ত আর ফিরিবে না। ভগবান যদি দয়া করিয়া আগেই মনটা নরম করিয়া দিতেন?

টিনা এইবার শান্ত হইয়া বসিয়া আবার মেনার্ডের চিঠি পড়িতে লাগিল। দুইবার পড়িল, তিনবার পড়িল, কিন্তু কি যে পড়িল তাহার ঠিক নাই। মনের উপর দিয়া এতক্ষণ যে ভীষণ ঝড় বহিয়াছে তাহা যেন টিনার বোধশক্তিটাও উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। কথাগুলির যে কি মানে তাহা আর সে এখন কিছুতেই মনে আনিতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ পরে যেন সব পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। স্যর ক্রিষ্টফারের সঙ্গে দেখা করার কাল :ত ঘনাইয়া আসিল। যাঁহার ভয়ে বাড়ীর সকলে তটস্থ, তাঁহাকে সে কি করিয়া চটাইয়া দিবে। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা যে টিনার পক্ষে অসম্ভব। কি যে করিবে তাহার ঠিক নাই। তাঁহার বিশ্বাস টিনা মেনার্ডকে ভালবাসে; কথায় বার্ত্তায় সর্ব্বদাই সেটা একেবারে ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া রাখেন। টিনা তাঁহাকে কি করিয়া বলিবে যে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন? সে আর কাহাকেও ভালবাসে কি না যদি জিজ্ঞাসা করেন? স্যর ক্রিষ্টফার রাগিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন, এ দৃশ্য টিনা কল্পনাতেও সহ্য করিতে পারে না। তিনি যে চিরকাল তাহাকে হাসিমুখে কাছে ডাকিয়াছেন। টিনা ভাবিল, তাহার ব্যবহারে তাঁহার না জানি কত কষ্টই হইবে। স্বার্থমাখা ভয়ের ব্যথা কাটিয়া গিয়া স্নেহের ব্যথার উদয় হইল। নিঃস্বার্থ অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। স্যর ক্রিষ্টফারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় যে তাহার প্রাণ পূর্ণ! এই বেদনাভরা কৃতজ্ঞতাই তাহাকে মিঃ গিল্‌ফিলের ভালবাসা ও মহৎ হৃদয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিল।

"আহা মেনার্ড কি-রকম ভাল! তাহার অমূল্য দানের তুচ্ছ প্রতি-দানও আমি কর্‌তে পারিনি। তার এ ঋণের বোঝা যদি ভালবাসা দিয়ে শোধ কর্‌তে পার্‌তাম!—কিন্তু সে যে অসম্ভব—আর আমি কোনো মানুষকে ভালবাস্‌তে পার্‌ব না। কোনো কিছুর দিকেই আমার মন যেতে পার্‌বে না। হৃদয় যে ভেঙে গেছে।"

তেরোর পরিচ্ছেদ।

যে মুহূর্ত্তের আগমনের ভয়ে টিনার চক্ষে ঘুম নাই, পরদিন দিনের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে সে ভীষণ মুহূর্ত্তও দেখা দিল। কালকার যন্ত্রণায় টিনা আজ যেন কেমন জড়বুদ্ধি। তীব্র বেদনার ফলে মনের যে একটা অসাড় অবস্থা আসে টিনারও তাহাই ঘটিয়াছে। লেডি শেভারেলের ঘরে বসিয়া সে কি একটা দানের হিসাব নকল করিতেছিল; এমন সময় স্বয়ং তিনিই আসিয়া বলিলেন, "টিনা, স্যর ক্রিষ্টফার তোমায় ডাকৃছেন; লাইব্রেরীতে একবার যাও।"

টিনা কাঁপিতে-কাঁপিতে চলিয়া গেল। স্যর ক্রিষ্টফার লিখিবার টেবিলের সাম্‌নে বসিয়া ছিলেন, টিনা ঘরে ঢুকিতেই বলিলেন, "আয় রে, বাঁদ্‌রী, কাছে এসে বোস্। তোর সঙ্গে কথা আছে।" টিনা একটা ছোট পিঁড়ি আনিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল। এই-রকম নীচু আসনে বসাই তাহার অভ্যাস আর ইহাতে মুখখানাও ভাল করিয়া লুকানো চলে। ছোট হাত দুখানি দিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া, হাঁটুর উপর গাল দিয়া সে বসিল।

"টিনা, তোকে যে আজ কেমন মন-মরা মত দেখাচ্ছে, কি হয়েছে রে?"

"কিছু না জ্যাঠামশায়; এই মাথাটা একটু ধরেছে।"

"আহা রে! আচ্ছা, আমি যদি বেশ একটি খাসা বর, সুন্দর একটি বিয়ের পোষাক আর একটা বাড়ীও জোগাড় করে দিতে পারি তা'হলে কি মাথাটা সারে না? বেশ কেমন ছোট্ট গিন্নিটি হয়ে থাকৃবি; জ্যাঠামশায়ও মাঝে মাঝে দেখা কর্‌তে যাবে।"

"না, না, আমি কোনো কালেও বিয়ে কর্‌তে চাই না। আমি তোমার কাছেই চিরকাল থাক্‌ব।"

"আরে দূর্‌, বোকা কোথাকার! আমি ত বুড়ো খিট্‌খিটে হয়ে যাব; আবার অ্যাণ্টনির ছেলেপিলে হবে, তারা তোর মাথাটাও খারাপ করে তুল্‌বে। তোকেই যে সবচেয়ে ভালবাস্‌বে এমন একজন লোকের জন্যে তোর মন তখন কাঁদ্‌বে, আবার নিজে ভালবাসার জন্যে তোর নিজের ছেলেপিলেরও সাধ হবে। বুড়ো-কাল অবধি আইবুড়ো থেকে শুকিয়ে মর্‌তে আমি তোকে কিছুতেই দিতে পার্‌ব না। আইবুড়ো-বুড়ীগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। ওদের দেখ্‌লে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। শার্প বুড়ীটাকে যখনি দেখি তখনি আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আমার কালো-চোখী বাঁদ্‌রী অমন করে জীবনটা মাটি কর্‌তে কখ্‌খনো জন্মায় নি। এই ত মেনার্ড গিল্‌ফিল্‌ রয়েছে; সারা গাঁয়ে অমন আর দুটি মিল্‌বে না; সোনা দিয়ে ওজন কর্‌লেও ওর দাম ওঠে না। ওযে তোকে প্রাণটা দিয়ে ভালবাসে। আর বাঁদ্‌রী, মুখে যতই বল্‌না 'বিয়ে করব না' তুইও ত ওকে ভালবাসিস্‌।"

"না, না, জ্যাঠামশায়, অমন কথা বল্‌বেন না। আমি ওকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না।"

"কেন পার্‌বি না রে, বোকা মেয়ে? তুই নিজের মন নিজেই বুঝিস্‌ না। আহা, এ ত সবাই পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্ছে, যে, তুই ওকে ভালবাসিস্‌। গিন্নি ত অনেক কাল আমায় বলেছেন—তুই যে ওর কাছে কেমন গরবিনী রাজকন্যের মত ঢঙ্‌ দেখাস্‌ তা' উনি দেখেছেন বে। আর অ্যাণ্টনিও ত বলে তুই গিল্‌ফিল্‌কে ভালবাসিস্‌। শোন্‌, শোন্‌, ওকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌বি না কি আবার? এসব তোর মাথায় কে ঢোকালে?"

টিনা তখন আকুলভাবে কাঁদিতেছে; উত্তর আর কে দিবে? স্যর ক্রিষ্টফার তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "হয়েছে রে, হয়েছে। টিনা, তোর শরীরটা দেখ্‌ছি আজ ভাল নেই। যা বাছা, একটু বিশ্রাম কর্‌গে যা। ভাল হয়ে উঠ্‌লেই আবার সব অন্যরকম ঠেক্‌বে। আমার কথাটা একবার ভেবে দেখিস্‌। মনে রাখিস্‌, অ্যাণ্টনির বিয়ের ভাব্‌নার পরে তোর আর মেনার্ডের ঘর সংসার পাতিয়ে দেওয়ার সাধটাই আমার মন জুড়ে আছে। ওসব খেয়াল আর বোকামি কিছু আমি শুন্‌তে চাই না। বাজে কথা আমার কাছে খাট্‌বে না।"

একটু কড়া সুরেই তিনি শেষ কথাটা বলিলেন। আবার তখনি কিন্তু সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, "আরে, আরে, আর কাঁদিস্‌ নে রে। লক্ষ্মী সোনা, যাও গিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমোও গিয়ে।"

টিনা পিঁড়ির উপর হইতে নামিয়া পড়িয়া হাঁটু গাড়িয়া বৃদ্ধ জমিদারের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তাহার পর তাঁহার হাতখানা টানিয়া লইয়া চোখের জলে ভিজাইয়া ও চুম্বনে ছাইয়া ছুটিয়া ঘরের বাহিরে পলাইয়া গেল।

টিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের খবরটা সন্ধ্যার আগেই অ্যাণ্টনি মামার কাছে শুনিল। সে ভাবিল, "আমি যদি বেশ খানিকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বল্‌তে পাই, তা হলে বোধ হয় ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ব্যাপারটা ভাল করে পরিষ্কার করে দিতে পারি। কিন্তু এ বাড়ীতে কথা বল্‌তে গেলেই ত যত বাধা বিপত্তি। বিয়েট্রিসের চোখ এড়িয়ে ওকে কোথাও পাওয়াও ত মুস্কিল।" শেষে ভাবিল মিস্‌ আশারকে মনের কথাটা বলিয়া তাহাকে বিশ্বাস দেখানো ভাল—বলিবে টিনাকে শান্ত করিবার জন্য তাহাকে নিভৃতে কিছু বলা দর্‌কার, যদি কোনো-রকমে গিল্‌ফিলের ভালবাসার দিকে একটু ভিড়ানো যায়। এমন সোজা আর

সুযুক্তিপূর্ণ উপায় বাহির করিতে পারিয়া ত সে বেজায় খুসী। সন্ধ্যার মধ্যেই স্থান কাল সব ঠিক হইয়া গেল; মিস্ আশারকে বলাও হইল; দেখা গেল এ বিষয়ে তাহার খুবই মত আছে। তিনি মনে করিলেন,—অ্যাণ্টনি যদি সোজাসুজি সব কথা মিস্ সার্টিকে বুঝাইয়া দেয় তবে ত ভালই হয়। ও-মেয়েটা যে-রকম ব্যবহার করে তাহাতে অ্যাণ্টনিকে ত খুব দয়ালু আর সহৃশীল বলিতে হইবে।

টিনা সেদিন সারাদিনের মধ্যে আর ঘরের বাহির হয় নাই। স্যর ক্রিষ্টফার গিন্নিকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলাতে তাহাকে আজ রোগীর মত অতি যত্নে সেবাশুশ্রূষা করিয়া রাখা হইয়াছে। এত সেবাযত্ন টিনার বড়ই বিরক্তিকর লাগিতেছিল; ভুল বুঝিয়া সবাই তাহাকে এত আদর যত্ন করিতেছে দেখিয়া সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। অসোয়াস্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মাথাধরা ও বুক-কাঁপানি থাকা সত্ত্বেও পরদিন সে সকালে নীচে খাইতে নামিল। ঘরের ভিতর বন্দী হইয়া থাকা অসহ্য ব্যাপার! সকলের চোখে পড়া, সকলের কথা শোনা, অবশ্য খুবই কষ্টের ব্যাপার, কিন্তু একলা ঘরে পড়িয়া থাকা যে আরো কষ্ট। নিজের মনের অবস্থা দেখিয়া সে নিজেই ভয় পাইয়া গেল। কল্পনায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের উদ্ধত উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া সে ভয়ে কাঁপিতেছিল। আর-একটা কারণেও তাহার নীচে গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হইতেছিল। হয়ত নিভৃতে একবার অ্যাণ্টনির দেখা মিলিতেও পারে—জিবের আগায় যে ঘৃণামাখা কটু কথাগুলো নাচিতেছিল, সেগুলো একবার তাহাকে শুনাইয়া দিবে। সুযোগটা অকস্মাৎ মিলিয়া গেল।

লেডি শেভারেল টিনাকে তাঁহার ঘর হইতে কয়েকটা সেলাইয়ের নমুনা আনিতে পাঠাইতেই অ্যাণ্টনিও তাহার পিছন-পিছন বাহির

হইয়া পড়িল। সিঁড়ি দিয়া যখন সে নামিয়া আসিতেছে তখন দুজনে দেখা।

তাহার দিকে না তাকাইয়া টিনা তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিতেছিল; অ্যাণ্টনি টিনার হাতের উপর হাত দিয়া বলিল, "টিনা, তুমি একবার বারোটার সময় আমার সঙ্গে বাগানে দেখা কর্‌তে পার্‌বে কি? তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা বিশেষ দর্‌কার, আর সেখানে বেশ নির্জ্জনও হবে। বাড়ীতে তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার সম্ভব নয়।"

অ্যাণ্টনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল প্রস্তাবটায় টিনার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে দৃঢ়ভাবে এক কথায় "হাঁ" বলিয়া হাতটা টানিয়া লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

মিস্ আশার আজ রেশমী সুতার গুলি পাকাইতে ব্যস্ত। লেডি শেভারেলকে সেলাইয়ের কাজে হারাইতে হইবে। লেডি আশার হাস্যমুখে নীরবে সুতা ধরিয়া রহিয়াছেন। লেডি শেভারেলের সব সরঞ্জামই তখন হাতের কাছে; টিনা দেখিল তাহাকে এখন কোনো দর্‌কার হইবে না, তাই সে বসিবার ঘরে গিয়া বাজাইতে বসিল। গভীর মধুর সুরের ধ্বনি তুলিয়া বারোটা বাজিবার আগের এই দীর্ঘ মুহূর্ত্তগুলি বোধ হয় অতি সহজেই কাটাইয়া দিতে পারিবে। বাজানোর নেশায় সে মাতিয়া গেল। অতি সুখের দিনে এমন করিয়া বাজাইতে সে কিছুতেই পারিত না। মনের মধ্যের যত-রকম তুমুল ঝড় আজ তাহাকে এত বেদনা দিতেছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় সে-সকলের সমস্ত জোর সে সঙ্গীতের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। হারিবার সময় বেদনাই যেমন কুস্তিগীরের হাতের দৃঢ়মুষ্টিতে নূতন বল আনিয়া দেয়, ভয় যেমন দুর্ব্বলের ক্ষীণকণ্ঠের ধ্বনিও সুদূরে ধ্বনিত করিয়া তুলে, তেম্‌নি বেদনাই আজ টিনার সঙ্গীত মধুময় করিয়া তুলিল।

সাড়ে এগারোটার সময় লেডি শেভারেল আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন, "টিনা, একবার নীচে গিয়ে মিস্ আশারের রেশমটা ধর্‌বে কি? লেডি আশার আর আমি আজ খাবার আগেই বেড়াতে যাচ্ছি।"

টিনা নীচে চলিয়া গেল; বারোটার আগে কোন্ ছুতায় উঠিয়া পড়িবে তাহার এই ভাবনা। আজ না যাইতে পারিলে কিছুতেই চলিবে না; এই অমূল্য মুহূর্ত্তই হয়ত তাহার শেষ অবসর, এ অবসর হারাইলে কিছুতেই চলিবে না—আজ তাহার সকল কথা সে বলিয়া লইবে। তাহার পর আর না; নীরবে সব সে সহ্য করিবে।

হল্‌দে রেশমের সুতার গোছাটা হাতে করিয়া বসিতে না বসিতে মিস্ আশার খুব অমায়িকভাবে বলিলেন, "কাপ্তেন উইব্রোর সঙ্গে তোমার আজ কাজ আছে, জানি। আমি তোমায় সময় হওয়ার পরে কিছুতেই ধরে রাখ্‌ব না।"

টিনা ভাবিল, "আমায় নিয়ে এঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে দেখ্‌ছি।" সুতা ধরিতে ধরিতে তাহার হাত দুখানা কাঁপিতে লাগিল।

আবার তেমনি সদয় কণ্ঠে মিস্ আশার বলিয়া চলিলেন, "কাজটা বড় একঘেয়ে। সত্যি আমি তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ।"

রাগে তখন টিনা দিশাহারা; সে বলিয়া উঠিল, "না, আপনার আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কোনো দর্‌কার নেই, লেডি শেভারেল বলেছেন বলেই আমি কর্‌ছি।"

মিস্ সার্টির অসঙ্গত ব্যবহার সম্বন্ধে দুকথা শুনাইয়া দিবার গভীর ইচ্ছাটা এখন আর চাপিয়া রাখা চলে না। রাগে মিস্ আশার জ্বলিয়া আগুন! দরদীর মত অতি মোলায়েম সুরে মিহি গলায় বিদ্বেষের বিষ ঢালিয়া বিদ্রূপ করিয়া মিস্ আশার বলিলেন, "মিস্ সার্টি, তুমি যে আর-একটু ভালভাবে নিজেকে সংযত কর্‌তে শেখোনি এতে আমি বাস্তবিক

দুঃখিত। তোমার মনের এসব অন্যায় ভাব প্রকাশ পেতে দিয়ে নিজেকেই ছোট কর্‌ছ। বাস্তবিক! নিজেকে হীন কর্‌ছ।"

টিনা রেশমের গোছা হইতে হাত দুখানা ছাড়িয়া দিয়া স্থিরদৃষ্টিতে মিস্ আশারের দিকে বড় বড় চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "কি অন্যায় মনের ভাব?"

"বেশী কিছু বল্‌বার কোনো দর্‌কার দেখ্‌ছি না। কি বল্‌ছি বুঝ্‌তেই ত পেরেছ। কর্ত্তব্যজ্ঞানটি একটু ঝালিয়ে নিলেই চল্‌বে। তোমার সংযমের অভাবের জন্যে কাপ্তেন উইব্রো বেশ ব্যথা পান।"

"আমি তাঁকে ব্যথা দিই, তিনি বলেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, বলেছেনই ত। তুমি আমার সঙ্গে এমন ভাবে ব্যবহার কর যেন আমি তোমার শত্রু। এতে তিনি বেশ ব্যথা পান। তিনি চান যে তুমি আমার বন্ধু হও। আমরা দু'জনেই তোমার এ-ধরণধারণে বেশ দুঃখিত।"

টিনা তীব্রস্বরে বলিল, "তিনি খুব ভাল, বোঝা গেছে! আমি কি রকম ভাব পোষণ করি, বলেছেন তিনি?" এ রকম তীব্র বিদ্রূপের স্বরে মিস্ আশারের বিরক্তি আরো বাড়িয়া উঠিল। নিজের কাছেও স্বীকার না করিলেও মনের মধ্যে যে অ্যাণ্টনির সম্বন্ধে তাঁহার একটু সন্দেহ ছিল না, তা বলা যায় না। অ্যাণ্টনি হয়ত নিজের মনের ভাব ও ব্যবহার সম্বন্ধে কথাগুলা মিথ্যাই বলিয়াছে। ক্ষণিক রাগের চেয়ে এই সন্দেহটাই তাহাকে এমন কোনো একটা কথা বলাইতে চেষ্টা করিতেছিল—যাহাতে অ্যাণ্টনির কথার সত্য-মিথ্যাটা পরখ হইয়া যায়। এইসঙ্গে টিনাকে একটু খাটো করিবার লোভটাও বিয়েট্রিসের প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

"মিস্ সার্টি, এসব বিষয়ে কথা বল্‌তে আমি ভালবাসি না। যে

পুরুষ কোনো দিন এতটুকু ধরা-ছোঁয়াও দেয় নি, কোনো ভিত্তি ন পেয়েই তাঁর সঙ্গে যে কি করে কোনো মেয়েমানুষ প্রেমে পড়্‌তে পারে তা আমি বুঝ্‌তেও পারি না। এক্ষেত্রেও এই-রকম ঘটেছে বলেই কাপ্তেন উইব্রোর কাছে শুন্‌লাম।"

একটু নীচু গলায় খুব পরিষ্কারভাবে টিনা বলিল, "তিনি আপনাকে একথা বলেছেন? সত্যি না কি?" টিনার ঠোঁটে তখন রক্তের লেশ-মাত্র নাই। চেয়ার ছাড়িয়া সে উঠিয়া পড়িল।

"হ্যাঁ, সত্যি তিনি বলেছেন; তোমার এরকম অদ্ভুত ব্যবহার দেখে তিনি বল্‌তে বাধ্য হয়েছেন।"

টিনা কোনো কথা বলিল না, কিন্তু হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া ঘর-ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বাড়ীর বারান্দা ও সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া নিঃশব্দে নিস্প্রভ উল্কার মত সে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার জ্বল্‌জ্বলে চোখ, রক্তহীন ঠোঁট, লঘুদ্রুত পদক্ষেপ দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন রমণী নয়, কোনো ভীষণ উদ্দেশ্যের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। উপরের দালানের বর্ম্ম ও অস্ত্র-শস্ত্রের উপর তখন দুপুরের প্রখর রোদ পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছিল; তলোয়ারের বাঁটের তোলা কাজের উপর ও বর্ম্মের পালিশকরা কোণ-গুলিতে সূর্য্যের অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দালানে অনেক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সাজানো। টিনার ইটালীয় প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আজ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আল্‌মারীর মধ্যে একটা ছোরা আছে সে জানে; ভালরকমই জানে। আল্‌মারীর কাছে গিয়া ছোঁ দিয়া ছোরাটা তুলিয়া সেটাকে সে পকেটে পুরিয়া লইল। তারপর তিন মিনিটের মধ্যেই টুপি জামা পরিয়া পাথর-বাঁধানো রাস্তায় আসিয়া হাজির। এইবার সে বাগানের এক টেরে নির্দ্দিষ্ট জায়গার দিকে ছুটিয়া চলিল। ক্ষেতের

পাশ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাস্তাটা চলিয়াছে ; টিনার মাথার উপর সোনালি পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে, সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই ; পায়ের তলায় পায়ে পায়ে সে ধরণীকে ছুঁইয়া যাইতেছে, সেদিকেও দৃষ্টি নাই। হাতখানা পকেটের ভিতর শক্ত মুঠি করিয়া ছোরার বাঁটটা চাপিয়া ধরিয়া আছে ; সেটা খাপের বাহিরে আধখানা টানিয়া তোলা।

বাগানের সেই ঘন-গাছে-ঘেরা কোণে পৌঁছিয়া ডালে ডালে জড়ানো চাঁদোয়ার তলাটা কেমন যেন অন্ধকার ঠেকিল। বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে, যেন এখনি ফাটিয়া যাইবে—প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছে এই তাহার নাড়ীর শেষ স্পন্দন। কিন্তু এই একটা কাজ যে বাকি—আর একটু সময় চাই। এখনি সে আসিবে, টিনার সাম্‌নে এই মুহূর্ত্তেই আসিয়া পড়িবে। মিথ্যা হাসির জালে মুখ ভরিয়া এখনি আসিবে—মনে করিবে টিনা বুঝি তাহার ঘৃণিত নীচতার কথা কিছুই জানে না ;—অম্‌নি তাহার বুকে টিনা ছোরাটা বসাইয়া দিবে।

আহা বেচারা! জালে তোলা মাছগুলিকে আবার জলে ছাড়িয়া দিবার জন্য যে কাঁদিয়া সকলকে অনুরোধ করিত—অতি ক্ষুদ্র জীব, এমন কি পোকা মাকড়ও যে কোনো দিন ইচ্ছা করিয়া মারে নাই—আজ কিনা অন্ধ উন্মাদনায় পড়িয়া সে-ই খুন করিবার স্বপ্ন দেখিতেছে—যাহার গলার স্বরটুকু শুনিয়াও সে বিচলিত হইয়া উঠিত, তাহারি সম্বন্ধে আজ এমন কল্পনা!

ঘাড় ফিরাইতেই টিনা দেখিল,—হাত পাঁচ ছয় দূরে রাস্তার ভিজে পাতার গাদার উপর ওটা কি পড়িয়া ?

হা ভগবান!—এ যে সে—আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে—টুপিটা মাথার উপর হইতে খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। অসুখ করিয়াছে বুঝি—মূর্চ্ছা গিয়াছে? টিনার হাতের মুঠি ঢিলা হইয়া ছোরাটা পকেটের মধ্যে খসিয়া

পড়িল, সে ছুটিয়া অ্যাণ্টনির দিকে চলিল। অ্যাণ্টনির চোখ দুটো স্থির ; সে ত টিনাকে দেখিতেছে না। টিনা পাতার মধ্যে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে তাহার প্রিয়ের মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া ঠাণ্ডা কপালের উপর একটি চুম্বন করিল।

"অ্যাণ্টনি, অ্যাণ্টনি! কথা বল—আমি যে টিনা—আমার সঙ্গে কথা বল। হে ভগবান্, এ যে আর নাই!"

চোদ্দর পরিচ্ছেদ।

লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া মিঃ গিল্‌ফিলের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে স্যর ক্রিষ্টফার বলিলেন, "হ্যাঁ মেনার্ড, বাস্তবিক বল্‌তে হবে যে আমার জীবনে আমি এমন কোনো কাজের কল্পনা করিনি, যেটা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। ভাল করে মনে মনে সব ঠিক্‌ঠাক করে নিয়ে, তারপর তার থেকে একচুলও এদিক-ওদিক করি না—এই হচ্ছে গিয়ে আমার নিয়ম। খুব জবরদস্ত মনই এ বিষয়েও একমাত্র যাদুমন্ত্র। মনে মনে কল্পনায় গড়ে তোলায় খুবই আনন্দ; কিন্তু জগতে যদি ঠিক তার পরেই আর কোনো আনন্দের স্থান থাকে, সে হচ্ছে কাজটি সুসম্পন্ন হতে দেখায়। যে বছর আমি এই বাড়ীর মালিক হই, আর হেন্‌রিয়েটাকে বিয়ে করি, এক সেই ৫৩ সালটার পর এই বছরটাই হল গিয়ে আমার জীবনের সকলের চেয়ে সুখের বছর। বাড়ীর ওপর শেষ যা এক পোঁছ দেবার ছিল, তা ত হল। আমার সকলের বড় সাধ— অ্যাণ্টনির বিয়ে—তাও বেশ মনের মতনই ঠিক্‌ঠাক হয়েছে। আর এর পর তুমিও শীগ্‌গির টিনার বিয়ের আংটি কিন্‌তে যাবে। ও কি! অমন অসহায়ের মত মাথা নেড়ো না;—জানো আমি ভবিষ্যৎবাণী করলে সেটা প্রায় বিফল হয় না। ওহো, এদিকে যে বারোটা বেজে পনেরো মিনিট হয়ে গেল—মার্থামের সঙ্গে গাছ কাটা বিষয়ে পরামর্শ করতে আমায় এক্ষুনি বেরতে হবে। আমার বুড়ো ওক গাছগুলিকে এই বিয়ের জন্যে দেখ্‌ছি কাঁদ্‌তে হবে; কিন্তু—"

ধড়াম্‌ করিয়া দরজাটা খুলিয়া গেল, টিনা ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল,

তাহার মুখখানা বিবর্ণ; ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, ভয়ে চোখ দুটো আরো বড় দেখাইতেছে। দুইহাত বাড়াইয়া স্যর ক্রিষ্টফারের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কষ্টে হাঁপাইতে হাপাইতে—"অ্যাণ্টনি···বাগানের কোণে······মরে······বাগানে," বলিয়াই সে অজ্ঞান হইয়া মেজেতে পড়িয়া গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই স্যর ক্রিষ্টফার ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন; মিঃ গিল্‌ফিল্ দুইহাতে করিয়া টিনাকে তুলিয়া ধরিলেন। মাটির উপর হইতে তুলিতে গিয়া তাহার পকেটে কি যেন একটা শক্ত ভারী-মত হাতে ঠেকিল। এটা আবার কি? এর ভারেই যে তাহার ব্যথা লাগিবে। টিনাকে তুলিয়া সোফায় শোয়াইয়া পকেটে হাত দিয়া দেখেন—একটা ছোরা।

ভয়ে মেনার্ড শিহরিয়া উঠিলেন। টিনা কি আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল, না······? একটা ভীষণ সন্দেহ তাঁহার মনে জোর করিয়া জাগিয়া উঠিল। "বাগানে—মরিয়া পড়িয়া আছে।" যে সন্দেহ তাঁহাকে জোর করিয়া খাপের ভিতর হইতে ছোরাটা টানিয়া বাহির করাইল, তাহা মনে করিয়া নিজের উপরই তাঁহার ঘৃণা হইতে লাগিল। না, না! এক ফোঁটা রক্তের দাগও ত কোথাও নাই। আনন্দে তাঁহার নির্দ্দোষ ইস্পাতটাকে চুম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। নিজের পকেটের মধ্যে তিনি সেটা পুরিয়া রাখিলেন। উপরের দালানে যথাসম্ভব শীঘ্র গিয়া ঠিক জায়গায় রাখিয়া আসিলেই হইবে। কিন্তু,—টিনা এটা কিসের জন্য লইয়া গিয়াছিল? বাগানেই বা কি হইয়াছে? এটা কি কেবল টিনার বিকারের স্বপ্ন নাকি?

ঘণ্টা বাজাইয়া লোক ডাকিতে তাঁহার কেমন ভয় করিতে লাগিল—টিনার সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকিতে তাঁহার বড় ভয় হইতেছিল।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে সে না-জানি কি বলিয়া বসিবে? হয়ত পাগলের মত প্রলাপ বকিবে। টিনাকে ছাড়িয়া যাইতে যে তাঁহার পা সরে না! অথচ স্যর ক্রিষ্টফারের সঙ্গে না-যাওয়াটাও যে অপরাধ মনে হয়। কেবলমাত্র একটি মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই সবকটি চিন্তা তাঁহার মাথার ভিতর দিয়া খেলিয়া গেল—কিন্তু সেই একটি মুহূর্ত্তই তাঁহার কাছে সুদীর্ঘ যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিয়াছিল, টিনার জ্ঞান ফিরাইবার জন্য কিছু না করিয়া এতটুকু সময় নষ্ট করাও তাঁহার অপরাধ মনে হইল। সুখের বিষয় স্যর ক্রিষ্টফারের টেবিলের উপর জলের পাত্রটা ঠিক মজুত ছিল। তিনি ভাবিলেন—মুখে চোখে জল দিয়া দেখাও ত উচিত। কাহাকেও না ডাকিয়াও হয়ত তাহার জ্ঞান ফিরানো যাইতে পারে।

এদিকে স্যর ক্রিষ্টফার প্রাণপণ শক্তিতে বাগানের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। এই এক মুহূর্ত্ত আগে তাঁহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল, এখনই আবার কি একটা অস্পষ্ট ভয়ের সন্দেহে আহত। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রিউপার্ট কুকুরটা ভয় পাইয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়াছে; তাহার চীৎকার শুনিয়া মিঃ বেট্স্ কি একটা আকস্মিক ঘটনার আশঙ্কায় বাড়ীর পথ ছাড়িয়া সেই দিকে চলিল। বাগানের সেই কোণের কাছেই স্যর ক্রিষ্টফারের সঙ্গে তাহার দেখা। তাঁহার মুখ দেখিয়াই বেচারার চক্ষু স্থির। কিছু না বলিয়া সেও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। রিউপার্ট শুক্‌নো পাতার গাদার মধ্যে মুখ লুকাইয়া কি শুঁকিতে লাগিল। সে চোখের আড়াল হইতে না হইতে তাহার ডাকের সুরের হঠাৎ পরিবর্ত্তনে বোঝা গেল সে কিছু একটা পাইয়াছে। আর একমুহূর্ত্ত পরেই দেখা গেল একটা উঁচু ঢিপির উপর দিয়া সে লাফাইয়া লাফাইয়া আসিতেছে। রিউপার্টকে পথপ্রদর্শক করিয়া তাঁহারাও সেখানে উঠিতে লাগিলেন। দাঁড়কাকগুলোর কা কা ডাক, আর

পায়ের তালে তালে শুক্‌নো পাতার খস্‌খসানি তাঁহার কানে কেমন যেন অমঙ্গলের লক্ষণের মত মনে হইতেছিল।

ঢিপির উপর উঠিয়া উল্টাদিকে সকলে নামিতে লাগিল। স্যর ক্রিষ্টফারের চোখ পড়িল,—দূরে নীচের রাস্তার উপর হল্‌দে পাতার গাদায় বেগুনি রঙের কি একটা পড়িয়া আছে। রিউপার্ট ইতিমধ্যেই সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছে। কিন্তু স্যর ক্রিষ্টফারের আর জোরে হাঁটিবার শক্তি নাই। তাঁহার অমন সবল হাত-পাও আজ কাঁপিতে আরম্ভ হইয়াছে। রিউপার্ট ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কম্পমান হাতখানি চাটিতে লাগিল, যেন বলিতে চায়, "সাহস কর।" তাহার পরই আবার ছুটিয়া গিয়া সেই দেহটা শুঁকিতে লাগিল। সেটা দেহই বটে,··· অ্যাণ্টনির দেহ। ওই ত সেই হীরার-আংটি-পরা শুভ্র সুন্দর হাতখানি শুক্‌নো পাতাগুলো মুঠো করিয়া পড়িয়া আছে। চোখ দুটি আধ-খোলা, কিন্তু গাছের ডালের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো আসিয়া যে সোজা তাহার মধ্যে পড়িতেছে, সেদিকে সে-চোখের কোনই লক্ষ্য নাই।

স্নেহশীল বৃদ্ধ ভাবিলেন—হয়ত শুধু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে; হয়ত শুধুই মূর্চ্ছা। স্যর ক্রিষ্টফার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার গলার 'টাই', গায়ের জামা সব খুলিয়া ফেলিয়া বুকের উপর হাত রাখিলেন। মূর্চ্ছাই হইবে বোধ হয়। মৃত্যু নয় বোধ হয়—মৃত্যু!—মৃত্যু হইতে পারে না। না না; ও চিন্তাও দূরে ঠেলিয়া রাখিতে হইবে।

"বেট্‌স্ যাও, লোকজন ডেকে আন; ওই কুঁড়েটাতে তুলে নিয়ে যেতে হবে!—মিঃ গিল্‌ফিল্ আর ওয়ারেন্‌কে খবর দিতে কাউকে পাঠিয়ে দাও! তাঁরা যেন ডাক্তার হার্টকে আন্‌তে লোক পাঠান, আর গিন্নিকে আর মিস্ আশারকে বলেন যে অ্যাণ্টনির অসুখ করেছে।"

মিঃ বেট্‌স্ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল; স্যর ক্রিষ্টফার একলা সেইখানে

বসিয়া রহিলেন। অ্যাণ্টনির তরুণ দেহের কোমল নমনীয় হাতপাগুলি, পূর্ণ মুখখানি, টকটকে লাল ঠোঁট, শুভ্র মসৃণ হাত, সবই ঠাণ্ডা, সবই আড়ষ্ট। বৃদ্ধের যন্ত্রণাকাতর মুখখানি নীরবে তাহার উপর ঝুঁকিয়া আছে। বার্দ্ধক্যের কঠিন অসংখ্যশিরাময় হাত-দুখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া তরুণ দেহখানির মধ্যে প্রাণের সামান্য স্পন্দন খুঁজিয়া ফিরিতেছে।—যদি জীবনের এক কণাও আশা থাকে।

রিউপার্টও অনেকক্ষণ ধরিয়া সেখানে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিল; একবার করিয়া মৃত্যুশীতল হাতখানি আর একবার করিয়া জীবন্তের হাতখানা চাটিতেছিল। খানিক পরেই হঠাৎ মিঃ বেট্‌সের পায়ের দাগ ধরিয়া ছুটিয়া গেল, যেন সে শীঘ্র তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। শেষ পর্য্যন্ত যাইতেও কিন্তু পারিল না, প্রভুর এ দুঃখের সময় কি ছাড়িয়া যাওয়া যায়! আবার ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিল।

পনেরোর পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানহীন অচেতন শরীরে যখন চেতনা ফিরিয়া আসে, তখনকার সে দৃশ্য কি আশ্চর্য্য। যে মুখে চোখে চেতনার কি বুদ্ধির কোনো চিহ্ন নাই, শূন্য চিত্রপটের মত যাহা পড়িয়া আছে, কোনো মানুষ যখন প্রথম সেই-রকম শরীরে চেতনার সঞ্চার দেখে, তখন গভীর-অন্ধকারে-ঢাকা নিঃঝুম নিস্পন্দ পাহাড়ের চূড়ায় উষার প্রথম আলোক-পাতের কথা তাহার মনে পড়ে। সামান্য একটু স্পন্দন, তাহার পরই বরফের মত জমাট চোখ দুটিতে স্বচ্ছ আলো ফিরিয়া আসে; চোখে আলো পড়িবামাত্র, প্রথমে শিশুর মত অর্দ্ধচেতনভাবে শুধু একবার চোখ মেলে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই চমকিয়া চাহিয়া দেখে। বর্ত্তমানটা তাহার চোখে পড়ে বটে, কিন্তু সে যেন কি একটা অজানা ভাষার লেখার মত; স্মৃতি আসিয়া তখনও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দেয় না।

টিনার মুখের উপর দিয়া যখন এমনি একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তন আসিতেছিল, তখন আনন্দে মিঃ গিল্‌ফিলের শরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল। তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার ঠাণ্ডা হাত দুখানি ঘসিয়া গরম করিয়া তুলিতেছিলেন; তাঁহার স্নেহমাখা কোমলদৃষ্টি তখন তাহার মুখের উপর স্থাপিত। ধীরে ধীরে কালো চোখ দুটি মেলিয়া টিনা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। তিনি মনে করিলেন খাইবার ঘরে হয়ত এই বেলা দিবার মত কোনো উত্তেজক পানীয় পাওয়া যাইতে পারে। এই ভাবিয়া ঘর ছাড়িয়া যাইতেই টিনা চোখ ফিরাইয়া জানালার কাছে স্যর ক্রিষ্টফারের দিকে তাকাইল। ওইখানেই ত

তাহার স্মৃতির ধারা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; তাহার চিহ্নটুকু দেখিতেই ভোরের স্বপ্নের মত অস্পষ্টভাবে সকালের ঘটনাগুলি একে একে তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তখনই মেনার্ড খানিকটা উত্তেজক পানীয় লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। তাহার পর টিনাকে তুলিয়া ধরিয়া সেটুকু পান করাইয়া দিলেন। টিনা কিন্তু তখনও নীরব; অতীত স্মৃতিগুলি জাগাইবার চেষ্টায় সে মগ্ন। এই সময় দরজা খুলিয়া ওয়ারেন আসিয়া ঢুকিল। তাহার মুখের চেহারায় দুঃসংবাদের গভীর ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। সে পাছে টিনার কাছেই কোনো কথা বলিয়া ফেলে এই ভয়ে মিঃ গিল্‌ফিল্ মুখে আঙুল দিয়া ইসারা করিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে খাইবার ঘরে লইয়া চলিয়া গেলেন।

পান করার পর শরীরটা বেশ টাট্‌কা হইয়া ওঠাতে টিনার স্মৃতি-শক্তি সজাগ হইয়া উঠিল। বাগানের সব কথা মনে পড়িল। অ্যান্টনির প্রাণহীন দেহ সেখানে পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়াই সে স্যর ক্রিষ্ট-ফারকে বলিতে আসিয়াছিল। তাঁহারা কি করিতেছেন গিয়া দেখিয়া আসিতেই হইবে। হয়ত সে মরে নাই—হয়ত শুধু মূর্চ্ছা; লোকে ত মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়ে শোনা যায়। মিঃ গিল্‌ফিল্ যখন লেডি শেভারেল ও মিস্ আশারকে কেমন করিয়া খবর দেওয়া ভাল এই বিষয়ে ওয়ারেনকে উপদেশ দিতে-দিতে, নিজে টিনার কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, টিনা তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরের খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরের খোলা হাওয়ায় চলিতে-চলিতে তাহার শক্তি ফিরিয়া আসিতে লাগিল, শক্তির সঙ্গে সঙ্গে মনের আবেগও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; তাহার মন যেখানে পড়িয়া শরীরও সেইখানে যাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল,—বাগানে অ্যান্টনির কাছে যাইবার জন্য তখন সে পাগল।

তাড়াতাড়ি সে সেইদিকে চলিতে লাগিল; মনের প্রবল আগ্রহ ও উত্তেজনায় দুর্ব্বল শরীরেও একটা ক্ষণিক শক্তি জাগিয়া উঠিল। তাহারই জোরে সে ছুটিতে লাগিল।

হঠাৎ শুনিল, কি যেন একটা ভারী জিনিস বহিয়া আনার শব্দ; চাহিয়া দেখে গাছের ছায়ায় ছায়ায় কাঠের সাঁকোর কাছ দিয়া অনেক লোকে মিলিয়া কি-একটা জিনিস আস্তে-আস্তে বহিয়া আনিতেছে। শীঘ্রই তাহারা টিনার সাম্‌নে আসিয়া পড়িল। অ্যাণ্টনি আর সেখানে নাই। সকলে মিলিয়া তাহাকে একটা কপাটের উপর শোয়াইয়া তুলিয়া আনিতেছে, স্যর ক্রিষ্টফার দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া তাহাদের পিছনে-পিছনে আসিতেছেন; তাঁহার মুখখানা মড়ার মত শাদা, চোখ দুটি যন্ত্রণাকাতর; শক্তিশালী পুরুষের অন্তরে রুদ্ধ গভীর শোকের ছায়া সেখানে ফুটিয়া রহিয়াছে। যে মুখে টিনা কোনো দিন বেদনার চিহ্ন দেখে নাই, আজ সেই মুখে শোকের এমন গভীর দাগ দেখিয়া টিনার মনে একটা নূতন ভাবের স্রোত আসিয়া পড়িল, মুহূর্ত্তের জন্য আর-সব চিন্তা কোথায় ভাসিয়া গেল। সে কোমল পদক্ষেপে তাঁহার কাছে গিয়া ছোট হাতখানি দিয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে তাঁহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। স্যর ক্রিষ্টফার তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিতে পারিলেন না, কাজেই সেও এই শোকযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে 'মস্‌ল্যাণ্ডে' বেট্‌সের ঘরে গিয়া উঠিল, সেখানে চুপ করিয়া বসিয়া-বসিয়া দেখিতে লাগিল, সত্য-সত্যই অ্যাণ্টনি মৃত কি না।

পকেটে যে ছোরাটা নাই তাহা সে এখনও লক্ষ্য করে নাই। সে কথা একবার ভাবেও নাই। অ্যাণ্টনিকে মৃত্যুর কোলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার নূতন বিদ্রোহ ও ঘৃণার ভাব কোথায় চলিয়া গিয়াছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে অতীতের সেই মধুর ভালবাসার স্রোত ফিরিয়া

আসিয়াছে। জীবনের প্রথমে যে ভাব বহুদিন ধরিয়া মানুষের মন জুড়িয়া বসিয়া থাকে, পরেও তাহা মনের উপর অনায়াসেই প্রভুত্ব করে। ওই যে স্থির মৃত্যুমলিন চোখ দুটি, ও-দুটির সঙ্গে এখন যে স্মৃতি জড়িত, সে কেবল অতীতের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টির স্মৃতি। মাঝের অন্যায় আচরণ, হিংসা, ঘৃণা, সবকথাই সে ভুলিয়া গিয়াছে—নির্ব্বাসিত যেমন করিয়া গৃহের মধুর সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া নির্জ্জন নিরানন্দ শান্তির দেশে গিয়া মাঝের দুর্গম পথের কথা ভুলিয়া যায়, তেমনি করিয়া সেও অ্যান্টনির নিষ্ঠুরতা ও নিজের প্রতিহিংসার ইচ্ছার কথা ভুলিয়া গিয়াছে।

ষোলোর পরিচ্ছেদ।

রাত্রির আগমনের আগেই সকল আশা ফুরাইয়া গেল। ডাক্তার হার্ট বলিয়াছেন এ মৃত্যুই। অ্যাণ্টনির দেহ বাড়ীতে আনা হইল, বাড়ীর সকলেই তাহাদের এ দুর্দ্দিনের কথা শুনিল। ডাক্তার হার্ট টিনাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; উত্তরে সে বলিয়াছে যে অ্যাণ্টনিকে সে এই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে। সে যে অমন সময় সেখানে বেড়াইতেছিল, এটা এক মিঃ গিল্‌ফিল্‌ ছাড়া সকলেই দৈব ঘটনা ধরিয়া লইয়াছিলেন। ওই উত্তরটি দেওয়া ছাড়া টিনাও আর কোনো কথা বলে নাই। মালীর রান্নাঘরের একটা কোণে সে নীরবে বসিয়া ছিল; মেনার্ড উঠিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেই কেবল মাঝে মাঝে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিতেছিল। অ্যাণ্টনির বাঁচা সম্ভব কি না এই এক চিন্তা ছাড়া আর কোনো কথাই বোধ হয় তখন তাহার ভাবিবার শক্তি ছিল না। দেহ তুলিয়া লইয়া সকলে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার আশাও ফুরাইয়া গেল। আবার সে স্যর ক্রিষ্টফারের সঙ্গী। এমন শান্তভাবে সে চলিল যে ডাক্তার হার্টও তাহার উপস্থিতিতে কোনো আপত্তি করিলেন না।

কাল সকালে অপঘাত মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান পর্য্যন্ত লাইব্রেরী-ঘরে দেহ রাখাই স্থির হইল; রাত্রির মত দরজা বন্ধ হইয়া যাওয়ামাত্র টিনা উঠিয়া উপরের দালান দিয়া নিজের উপর-তলার ঘরের দিকে চলিল; ওই জায়গাটিতেই সে মন খুলিয়া দুঃখ-শোক করিতে পারে। সকালের সেই ভীষণ উত্তেজনার পরে এই তাহার সেখানে প্রথম পাদক্ষেপ। সেই

জায়গা ও চারিদিকের সেই-সব জিনিস-পত্র দেখিয়া তাহার লুপ্তপ্রায় স্মৃতি ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সূর্য্যের আলো নিভিয়া গিয়াছে, বর্ম্মের উপর পড়িয়া আর ঝক্‌মক্‌ করিতেছে না; গভীর অন্ধকারে আল্‌মারীর গায়ে বর্ম্মটা মৃত্যুর মত ভীষণ রূপ ধরিয়া স্থির হইয়া ঝুলিয়া আছে। এই আল্‌মারীর ভিতর হইতেই টিনা ছোরা লইয়া গিয়াছিল। এখন আস্তে আস্তে সব-কথা তাহার মনে আসিতেছে—তাহার গভীর দুঃখের কথা, তাহার ভীষণ অপরাধের কথা। কিন্তু ছোরাটা এখন গেল কথায়? টিনা পকেটে হাত দিয়া দেখিল; পকেটে ত নাই। তবে কি এ সমস্ত—এই ছোরার কথা, সবই কল্পনা? সে আল্‌মারীর ভিতর খুঁজিল; সেখানেও যে নাই। হায়, হায়! এযে কল্পনা হইতেই পারে না; সে সত্যই এই ভীষণ অপরাধে অপরাধী। কিন্তু ছোরাটা কোথায় যাইতে পারে? সেটা কি পকেট হইতে পড়িয়া গিয়াছে? হঠাৎ টিনা শুনিল, সিঁড়ি দিয়া কে যেন উঠিতেছে। সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া বিছানার কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। আলো এখন তাহার চক্ষের বিষ; মুখটা ঢাকা দিয়া বসিয়া বসিয়া সে সকালের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ঘটনা মনে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

একে একে সব মনে পড়িল; এই একমাস ধরিয়া অ্যাণ্টনি যাহা কিছু করিয়াছে, আর সে যত-কিছু কষ্টভোগ করিয়াছে, সমস্তই মনে পড়িল—সেই জুন মাসের এক সন্ধ্যায় অ্যাণ্টনির সঙ্গে এই দালানে তাহার যে দিন শেষ-কথা হইয়াছে তাহার পরে এই এত মাস ধরিয়া যাহা-কিছু ঘটিয়াছে আজ সব মনে পড়িল। টিনার মনে পড়িল, তাহার সে ভীষণ মানসিক ঝড়ের কথা, তাহার দুর্দ্দমনীয় আবেগের কথা, মিস্ আশারের প্রতি হিংসা ও ঘৃণার কথা, অ্যাণ্টনির উপর প্রতিশোধ তুলিবার ইচ্ছার কথা। টিনার মনে হইল—সে কি ভীষণ অপরাধই করিয়াছে;

তাহার মন কি-রকম নীচ, সেই ত যত পাপ করিয়াছে, সেই ত অ্যাণ্টনিকে এই-সব কথা বলিতে ও এই-সব কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছে, আর সেই-সবের জন্যই কি-না সে এত রাগে অন্ধ হইয়া বসিল। ধরা গেল না-হয় অ্যাণ্টনি অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করিয়াছে, কিন্তু সে-ই বা কি কমটা করিতে যাইতেছিল। সে এত মন্দ কাজ করিতে যাইতেছিল যে তাহার কোনো ক্ষমাই নাই। তাহার ইচ্ছা করিতেছে, এখনি গিয়া সব পাপ স্বীকার করে, তবেই তাহার উপযুক্ত শাস্তিভোগ হইবে; আজ তাহার অধমের অধম হইয়া মাটিতে মিলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে—এমন কি মিস্ আশারের কাছে মাথা হেঁট করিতেও আজ সে প্রস্তুত। স্যর ক্রিষ্টফার যদি সব কথা জানিতে পারেন, তবে তিনি তাহাকে দূর করিয়া দিবেন—কোনো দিন আর মুখও দেখিবেন না। তাই ভাল; বুকের মধ্যে অপরাধ লুকাইয়া রাখিয়া আদর পাওয়ার চেয়ে তাঁহার বিষ-নয়নে পড়িয়া শাস্তিভোগ করাতেই আজ তাহার বেশী সুখ। কিন্তু স্যর ক্রিষ্টফার সব-কথা জানিতে পারিলে তাঁহারই যে শোকের ভার বাড়িবে, তিনি যে শোকে দুঃখে ভাঙিয়া পড়িবেন। না! কোনো কথা বলাই অসম্ভব—তাহা হইলে যে অ্যাণ্টনির কথাও বলিতে হয়। কিন্তু এ বাড়ীতে থাকা যে তাহার পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব নয়—তাহাকে যাইতেই হইবে; স্যর ক্রিষ্টফারের অমন দৃষ্টি সে সহ্য করিতে পারিবে না—এই যে চারিধারের সব দৃশ্যই কেবল অ্যাণ্টনির কথা ও টিনার পাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে সে সহ্য করা যায় না। সে হয়ত শীঘ্রই মরিবে; তাহার যে বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছে; তাহার আর বেশীদিন বাঁচা সম্ভব নয়। টিনা ঠিক করিল, বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া কোনো জায়গায় অতি দীনভাবে দিন কাটাইবে আর ভগবানের কাছে ক্ষমা ও মৃত্যু ভিক্ষা করিবে।

বালিকা টিনা আত্মহত্যার কথা একবার ভাবিতেও পারিল না। প্রচণ্ড রাগটা চলিয়া যাইতেই তাহার স্বভাবের কোমলতা ও দুর্ব্বলতা ফিরিয়া আসিল, এখন এক ভালবাসা আর শোকই তাহার সম্বল। জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার নাই বলিলেই চলে, কাজেই শেভারেল-প্রাসাদ হইতে সে লুকাইয়া চলিয়া গেলে যে পরে কি হইবে সে সম্বন্ধে তাহার মনে কোনো কল্পনাই আসে নাই; চারিদিকে যে ভীতি, দুঃখ আর খোঁজের একটা সাড়া পড়িয়া ভীষণ একটা ব্যাপার গড়িয়া উঠিবে সে কথা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিল না। সে মনে মনে বলিল, "ওরা মনে কর্‌বে, আমি হয়ত মরেই গিয়েছি; আর, কিছুদিন পরে সবাই আমায় ভুলে যাবে, মেনার্ডও আবার সুখী হবে, আবার আর-কাউকে ভালবাস্‌বে।"

দরজায় ঠক্ ঠক্ করিয়া ঘা দিয়া কে তাহার স্বপ্ন ভাঙিয়া দিল। উঠিয়া দেখিল—মিসেস্ বেলামী—মিঃ গিল্‌ফিল্ তাহাকে মিস্ সার্টির খবর লইতে ও কিছু খাবার ও পানীয় দিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বুড়ী বলিল, "বাছা, তোমাকে যে বড় খারাপ দেখাচ্ছে; ওমা, শীতে যে ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপ্‌ছ। যাও, যাও, শুয়ে পড় গিয়ে, চট্ করে। মার্থা এখুনি এসে আগুন জেলে ঘর গরম করে দিয়ে যাবে। আমায় আবার এখুনি ত যেতে হবে, এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে ত আর চল্‌বে না। কত কাজকর্ম্ম; এদিকে মিস্ আশার ত ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন, আর তাঁর ঝিটি বিছানায় পড়ে। তাই শার্প-বুড়ীর এক দণ্ড নিস্তার নেই। যাক, আমি মার্থাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি গিয়ে; এখন কাপড়চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড় ত; যাও লক্ষ্মী মেয়ে, ভাল করে নিজের যত্ন নিও।"

বুড়ীর শুক্‌নো গালে একটি চুম্বন দিয়া টিনা বলিল, "ধন্যবাদ মাসি; আমি 'এরারুট'টা খেয়ে ফেল্‌ব এখন, আজ আর আমার জন্যে মিথ্যে

ব্যস্ত হয়ো না। মার্থা আগুন দিয়ে গেলেই আমি বেশ থাকৃব। মিঃ গিল্‌ফিল্‌কে বোলো যে আমি অনেকটা ভাল আছি। আমি এই শুলাম বোলে; তোমায় আর আস্‌তে হবে না—এলে হয়ত আমারি অসুবিধা হবে।"

"বেশ, বেশ, মা ভাল করে থাক, ভগবান করুন, চোখে যেন একটু ঘুম আসে।"

মার্থা আসিয়া আগুন জ্বালিয়া দিল, টিনা পথ্যটুকু খাইয়া লইল। অনেকখানি হাঁটিতে হইবে, গায়ে একটু জোর করিয়া লইবারই তাহার ইচ্ছা। বিস্কুট ক'খানা সঙ্গে লইবার জন্য রাখিয়া দিল। এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার চিন্তাতেই এখন তাহার মনটা পরিপূর্ণ; তাহার ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় যাহা কিছু উপায় সে খুঁজিয়া পাইতেছিল, তাহার ভাবনাতেই সে ব্যস্ত।

তখন সবে গোধূলি। ভোর রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে; অন্ধকারে যাইতে তাহার বড় ভয় করে; তবে বাড়ীতে কোনো লোকজন উঠিবার আগেই যাওয়া ঠিক। লাইব্রেরী-ঘরে অবশ্য অ্যাণ্টনির কাছে লোক থাকিবে, তা খিড়্‌কির দরজা দিয়া বাগানে বাহির হইয়া পড়িলেই ত চলিবে।

গরম জামা, টুপি, ওড়্‌না, সব টিনা গুছাইয়া রাখিল। একটা মোমবাতি জ্বালিয়া দেরাজ খুলিয়া কাপড়ে-জড়ানো সেই ভাঙা ছবিখানা বাহির করিল। পেন্‌সিলে-লেখা অ্যাণ্টনির দুখানা চিঠিতে সেখানা আরো জড়াইয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া লইল। দেরাজে ডর্‌কাসের উপহার সেই চীনা-মাটির ছোট-বাক্সটি, একজোড়া মুক্তার দুল, একটা রেশমের থলি আর তাহার মধ্যে পনেরোটি মোহর ছিল। মোহরগুলি তাহার জন্মদিন উপলক্ষে স্যর ক্রিষ্টফারের উপহার। সে যে-বৎসর

এখানে আসিয়াছে, তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর একটি করিয়া পাইয়া আসিয়াছে। টিনা ভাবিল—দুল আর মোহর কখানা নেওয়া কি ঠিক? কিন্তু সেগুলি ছাড়িয়া যাইতেও যে টিনার প্রাণ চায় না। তাহার মনে হইতেছিল, ঐগুলির মধ্যেই যেন স্যর ক্রিষ্টফারের অনেকখানি ভালবাসা মাখানো আছে। মৃত্যুর পর ওগুলি সঙ্গে করিয়াই যদি তাহাকে কবর দেওয়া হয়, তবে বুঝি সে তৃপ্তি পায়। টিনা দুল জোড়া কানে পরিয়া ডর্‌কাসের বাক্স আর টাকার থলিটা পকেটে পুরিয়া লইল; সেখানে আর-একটা থলি ছিল, সেটা বাহির করিয়া নিজের তহবিলটা ঠিক করিয়া লইল, ও-মোহরগুলি ত সে প্রাণ ধরিয়া খরচ করিতে পারিবে না। থলিতে গোটা কুড়ি-একুশ টাকা ছিল; টিনা ভাবিল, ইহাই যথেষ্ট।

ভোরের অপেক্ষায় সে বসিয়া রহিল, শুইলে যদি বেশী ঘুমাইয়া পড়ে এই ভয়! যদি আর একবারটি অ্যাণ্টনিকে দেখিতে পাইত, যদি তাহার মৃত্যুশীতল কপালে একটি চুম্বন দিয়া যাইতে পারিত। টিনার কেবল এই একটি বাসনা। কিন্তু সে যে হইতে পারে না। সে এ অধিকারের যোগ্য নয়। তাহাকে সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই হইবে, স্যর ক্রিষ্টফার, লেডি শেভারেল, মেনার্ড, আর যে কেহ তাহাকে ভালবাসিত, তাহাকে ভাল মনে করিত, সকলকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। সে যে মনে মনে ঘোর পাপী, তাহাদের মনে স্থান পাইবার যোগ্য ত সে নয়। এইসব ভাবিতে ভাবিতে টিনা রাত্রি কাটাইল।

সতেরোর পরিচ্ছেদ।

পরদিন ভোর না-হইতেই শার্পগিন্নির সবার আগে টিনার কথা মনে পড়িল। কাল সন্ধ্যায় তাহাকে দেখিয়া আসা হয় নাই। শার্পগিন্নির টিনার উপর খুব টানও ছিল, তাছাড়া তাহার আর-একটা ধারণা ছিল যে টিনা তাহারই। এই অধিকারের গর্ব্বে বেলামী বুড়ীর হাতে টিনাকে সঁপিয়া দিতে সে একেবারেই নারাজ। সাড়ে আটটার সময় সে টিনার ঘরে গিয়া হাজির হইল; ঔষধ, পথ্য, বিছানায় শুইয়া থাকা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে ত। কিন্তু ঘরের দরজা খুলিয়াই দেখে যে পরিষ্কার ধপ্‌ধপে বিছানাটি শূন্য পড়িয়া আছে।

রাত্রে যে কেউ এ বিছানায় শোয় নাই তা' ত পরিষ্কার বোঝাই যাইতেছে। তবে কি টিনা সারারাত্রি বসিয়া কাটাইয়া সকালে বেড়াইতে চলিয়া গিয়াছে? কালকার ব্যাপারে বোধ হয় বেচারীর মাথা গোল্‌মাল হইয়া গিয়াছে। কাপ্তেন উইব্রোকে অমনভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখা যে বিষম ধাক্কা!—সে সাম্‌লান ত সহজ নয়। হয়ত মেয়েটা পাগলই হইয়া গেল। শার্পগিন্নির ত চক্ষুস্থির। মহা উদ্বিগ্ন হইয়া সে টিনার জামা-টুপির খোঁজ করিতে গেল; সে-সব কিছুই নাই; তবু যা'হোক সে-গুলো পরিবার মত হুঁশ এখনো আছে। বেচারী ভালমানুষ বড়ই ভয় পাইয়া গেল; মিঃ গিল্‌ফিল্‌ পড়িবার ঘরে আছেন জানিয়া সে খবর দিতে ছুটিল।

ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা ভেজাইয়া সে বলিয়া উঠিল, "মিঃ গিল্‌ফিল্‌,

আমার বড় ভয় করছে, মিস্ সার্টির বোধ হয় একটা ভয়ানক-রকম কিছু হয়েছে।”

মেনার্ড ত ভয়ে অজ্ঞান; তবে বুঝি টিনা ছোরাটার বিষয় কিছু একটা বলিয়া বসিয়াছে; তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে?”

“টিনি ঘরে নেই, রাত্রে বিছানায় একবারও শোয়নি, এদিকে টুপি আর আঙ্‌রাখাটাও দেখ্‌ছি না।”

মিনিট দুই মিঃ গিল্‌ফিলের মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না। তিনি ভাবিলেন, নিশ্চয় সব শেষ হইয়া গিয়াছে, টিনা আত্মহত্যাই করিয়াছে। অমন সবল সুস্থ মানুষটি মুহূর্ত্তের মধ্যে এমন দুর্ব্বল অসহায়ের মত হইয়া পড়িলেন যে বেচারী শার্পগিন্নি নিজের অতিব্যস্ততার ফল দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল।

“ওমা গো, ঠাকুরমশায়, আপনাকে হঠাৎ এমন করে ভয় পাইয়ে দিয়ে আমি ত বড় অন্যায় করেছি! সত্যি আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে; কিন্তু আমি কি কর্‌ব, আর কার কাছে যে যাব ভেবেই পেলাম না।”

“না, না, তুমি ঠিকই করেছ।”

নিরাশার শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াই তিনি খানিকটা বল সংগ্রহ করিয়া লইলেন। সব ত শেষ হইয়াই গিয়াছে, এখন আর ভাবিয়া কি লাভ? এখন এক দুঃখ ভোগ করা আর দুঃখীর দুঃখ মোচনে সাহায্য করা ছাড়া ত আর তাঁহার কোনো কাজ নাই। আর একটু দৃঢ় সংযত স্বরে তিনি বলিলেন, “দেখ, এ বিষয়ে একটি কথা আর কারুর কাছে বোলো না। স্যর ক্রিষ্টফার আর লেডি শেভারেল যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু জান্‌তে না পারেন, তাঁদের ভয় পাওয়ালে চল্‌বে না। মিস্ সার্টি হয়ত বাগানে বেড়াতে গিয়েছেন। কাল তিনি যা দেখেছিলেন, তাতে তাঁর মনে

বড় বেশী রকম ঘা লেগেছিল, হয়ত শুধু মনের ওই উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যের জন্যেই রাত্রে শুতে পারেননি। যে ঘরে লোকজন নেই, সেইসব ঘর দিয়ে আস্তে-আস্তে গিয়ে একবার দেখে এস, বাড়ীতে আছেন কি না। আমি ততক্ষণ বাগানে আর ময়দানে গিয়ে দেখি।"

তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন; বাড়ীর লোক পাছে ভয় পায় এই ভয়ে তিনি একেবারে সোজা 'মশ্‌ল্যাণ্ডে' মিঃ বেট্‌সের সন্ধানে চলিলেন। পথে দেখিলেন সে সবে খাইয়া উঠিয়া আসিতেছে। টিনার সম্বন্ধে যে ভয় করিতেছিলেন, তাহাকে তাহা খুলিয়া বলিলেন, আর বলিলেন, কালকার অমন ভীষণ ব্যাপারে বোধ হয় তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, এখন একবার বাগানে মাঠে আর কর্ম্মচারীদের বাড়ীগুলোতে তাহার খোঁজ করা হউক। যদি সেসব জায়গায় না দেখা যায়, কি কোনো সন্ধানও না পাওয়া যায়, তবে একবার বাড়ীর চারিধারের খানাডোবা পুকুরে জাল ফেলা দর্‌কার।

"বেট্‌স্, ভগবান করুন এমন দুর্ঘটনা না ঘটে, কিন্তু যথাসাধ্য সব-জায়গায় খোঁজ কর্‌লে আমাদের মন তবু একটু শান্তি পাবে।"

"মিঃ গিল্‌ফিল্, আমায় বিশ্বেস করুন, আমার হাতে সব ছেড়ে দিন। আছা গো, আমি বরং বুড়ো বয়সে মরণ-কাল পর্য্যন্ত দিনমজুরী করে খেটে মর্‌ব, তবু যেন আমার টিনিমণির কোনো অমঙ্গল দেখ্‌তে না হয়।"

মালী বেচারা সাধাসিধে মানুষ। দুঃখে নুইয়া পড়িয়া সে আস্তাবলের দিকে কষ্টে পা ফেলিয়া চলিল; সহিসগুলোকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া চারিদিকে দৌড় করাইতে হইবে।

মিঃ গিল্‌ফিলের দ্বিতীয় চিন্তা হইল একবার বাগানের সেই কোণের ঝোপ্‌টা খোঁজ করার—হয়ত সে কাপ্তেন উইব্রোর মৃত্যুস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি ব্যস্তভাবে সবকটা টিপির উপর উঠিয়া, সব বড়

গাছগুলির আড়ালে খুঁজিয়া-খুঁজিয়া পথগুলির প্রতি বাঁকে-বাঁকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাস্তবিক, সেসব জায়গায় তাহাকে পাইবার আশা তাঁহার একবিন্দুও ছিল না; কিন্তু এখানে পাইবার ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুই জলে টিনার দেহ পাওয়ার বিভীষিকাময় দৃঢ় ধারণাটা একটু ঠেকাইয়া রাখিতেছিল। বাগানের কোণের বৃথা সন্ধান শেষ হইয়া গেল। তিনি দ্রুতবেগে মাঠের ধারের ছোট. জলাটির দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সেটা প্রায় সব জায়গাতেই ঘন গাছের আড়ালে ঢাকা, এক জায়গায় একটু ফাঁক, সেখানে জলটা অন্য জায়গার তুলনায় গভীরও বেশী, চওড়াও বেশী— ডোবা কি পুকুরের চেয়ে টিনার এখানে আসার সম্ভাবনাই বেশী। তিনি চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া পাগলের মত সেইদিকে ছুটিলেন। যে ভীষণ দৃশ্য দেখিবার ভয়ে তাঁহার বুক কাঁপিতেছিল, কল্পনা, তাঁহার মাথার মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে ক্রমাগত সেই-রকম দৃশ্যই গড়িয়া তুলিতেছিল।

ওই যে, ঝুঁকিয়া-পড়া ডালটার পিছনে কি যেন একটা শাদা-মত দেখা যাইতেছে। তাঁহার পা-দুখানা ঠক্ ঠক্ করিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, যেন টিনার পোষাকের একটা কোণ ডালে বাধিয়া গিয়াছে, সেই প্রিয় মুখখানি যেন মরণের কোলে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। মেনার্ড মনে মনে ভগবানকে ডাকিলেন, "হে দয়াময়! যে দুর্ব্বল সন্তানের উপর এ গভীর বেদনার বোঝা চাপাইয়াছ, তাহাকে বহিবার শক্তি দাও।" গাছের ডালটার কাছে গিয়া প্রায় যখন পৌছিয়াছেন, তখন সে শাদা জিনিষটা নড়িয়া উঠিল। সেটা একটা বক, তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া শাদা ডানা দুখানি মেলিয়া উড়িয়া গেল। এখানে টিনাকে না দেখিয়া মেনার্ড মুক্তির আনন্দ পাইলেন কি নিরাশার ব্যথা পাইলেন তাহা নিজেই বুঝিলেন না। টিনা যে নাই, এ দৃঢ় বিশ্বাস কিন্তু তেমনি ভাবেই পাথরের বোঝার মত তাঁহার বুকে চাপিয়া রহিল।

প্রাসাদের সাম্‌নে বড় পুকুরটার ধারে আসিয়া দেখিলেন মিঃ বেট্‌স্‌ লোকজন লইয়া হাজির। এখনি মৃত্যুর দ্বারে সন্ধান চলিবে, তাঁহার অস্পষ্ট ভয় কঠিন সত্যের ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিবে। মালী এতই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে যে সে আর-সব খোঁজ শেষ করার অপেক্ষায় আর থাকিতে পারিতেছে না। পদ্মবনের আলোছায়ার খেলায় পুকুরটি আজ আর হাসিতেছে না, বিষণ্ণ আকাশের তলে সে আজ মুখ আঁধার করিয়া নিষ্ঠুরের মত পড়িয়া আছে, যেন তাহার শীতল জলের তলে গোপন কক্ষে মেনার্ডের জীবনের সব ছিন্ন আশা আর বিগত আনন্দের রাশি সে আজ নির্ম্মম নিয়তির মত লুকাইয়া রাখিয়াছে।

ইহার ফল যে তাঁহার নিজের ও অন্যের পক্ষে কি-রকম দুঃখময় হইবে সেই চিন্তাতেই তিনি তখন আকুল। প্রাসাদের সাম্‌নের সব জানালা বন্ধ, সব পর্দ্দা ফেলা, বাহিরের খবর স্যর ক্রিষ্টফারের পাইবার কোনোই সম্ভাবনা নাই; তবু মিঃ গিল্‌ফিলের মনে হইতেছিল টিনার কথা তাঁহার কাছে বেশীক্ষণ গোপন থাকিবে না। এখনি অ্যাণ্টনির মৃত্যুর কারণের সন্ধান আরম্ভ হইবে; টিনারও ডাক পড়িবে; তাহা হইলেই বৃদ্ধ জমি-দারকে সব কথা না জানাইয়া পার পাওয়া যাইবে না।

আঠারোর পরিচ্ছেদ।

বারোটার সময় সব-রকম খোঁজ করাই শেষ হইয়া গেল; সবই বৃথা। এদিকে "করোনার"ও প্রায় আসিয়া পড়িল; মিঃ গিল্‌ফিল্ ভাবিলেন, আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না; স্যর ক্রিষ্টফারকে এই নূতন অমঙ্গলের কথা শুনাইবার কঠিন কর্ত্তব্য-ভার তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে; না হইলে তিনি হঠাৎ কথাটা শুনিয়া ফেলিয়া আরো বেশী বেদনা পাইবেন।

জমিদার মহাশয় তাঁহার পোষাক পরিবার ঘরে বসিয়া ছিলেন; জানালার পর্‌দাগুলো টানা, ঘরে একটু ম্লান আলো আসিতেছে। আজ ভোর হওয়ার পর তাঁহার সঙ্গে মিঃ গিল্‌ফিলের এই প্রথম দেখা; দেখিলেন একরাত্রির শোকে সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ যেন জরার কবলে পড়িয়া গিয়াছেন। কপালের ও মুখের রেখাগুলি গভীর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; মুখের রং কেমন যেন ঘোলা ঘোলা; চোখের তলা ফুলিয়া উঠিয়াছে, চোখের সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কোথায়? সবি শূন্য। দৃষ্টি যেন বর্ত্তমানকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার উপলব্ধি করিবার শক্তি আর নাই, কেবল অতীতের স্মৃতিটুকু জাগিয়া আছে। মেনার্ডকে দেখিয়া তিনি হাতখানা বাড়াইয়া দিলেন, মেনার্ড তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া পাশে বসিয়া পড়িলেন। এই নীরব সহানুভূতিতে স্যর ক্রিষ্টফারের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। চোখের জল আর বাধা মানে না, বড় বড় ফোঁটায় গড়াইয়া তাঁহার গালের উপর পড়িল, তিনি থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। সেই কোন্ কালে শিশু-বয়সে কাঁদিয়াছিলেন, তাহার পর কতযুগ পরে আজ তাঁহার চোখের জল পড়িল, অ্যাণ্টনির জন্য।

মেনার্ডের মনে হইয়াছিল, তাঁহার জিভটা যেন কে আঠা দিয়া মুখের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে। তিনি প্রথমে কথা বলিতে পারিলেন না; স্যর ক্রিষ্টফার আগে কিছু একটা কথা তুলিলে তবে তিনি সেই নিষ্ঠুর কথা শুনাইবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

অবশেষে কোনো-রকমে নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া স্যর ক্রিষ্টফার অতি কষ্টে বলিলেন, "মেনার্ড, আমি বড় দুর্ব্বল—প্রার্থনা কর, ভগবান্ আমার সহায় হোন! আমাকে যে আবার কিছুতে এমন করে ভেঙে দিতে পার্‌বে তা আমি ভাবিনি; আমি ওই ছেলেটার আশাতেই সব গড়ে তুল্‌ছিলাম। বোন্‌কে ক্ষমা না করা বোধহয় আমার অন্যায় হয়েছিল। এই কদিন আগে তাঁরও একটি ছেলে ভগবান্ তুলে নিয়েছেন। আমি যে বড় জেদী, বড় অহঙ্কারী হয়ে উঠেছিলাম! অত সইবে কেন?"

মেনার্ড বলিলেন, "দুঃখ বেদনা না হলে যে আমাদের বিনয় ও প্রেমের শিক্ষা হয় না। ভগবান্ দেখ্‌ছেন যে আমাদের ব্যথা দেওয়াই এখন দরকার, তাই বেদনার ভার ক্রমেই ভারী করে তুল্‌ছেন। আজ সকালে আবার আমাদের এক নূতন বিপদ ঘটেছে।"

স্যর ক্রিষ্টফার চম্‌কাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "টিনা? টিনার অসুখ করেছে বুঝি?"

"তার সম্বন্ধে বড় ভীষণ সন্দেহে পড়েছি। কাল সে বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল—তার দুর্ব্বল শরীর—আমার ভয় হচ্ছে, অত বড় ঘায়ের ফলে না জানি কি ঘটেছে।"

"তার কি বিকার হয়েছে? আহা আমার বাছারে!"

"ভগবানই জানেন সে কেমন আছে। আমরা তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আজ সকালে তার ঘরে গিয়ে শার্পগিন্নি ঘরে কাউকে পায়নি। রাত্রে সে শোয়নি পর্য্যন্ত। জামাটুপিও ঘরে নেই। আমি সব জায়গায়

খোঁজ করেছি—বাড়ীতে, বাগানে, মাঠে, আর—আর—জলেও—। কাল সন্ধ্যা সাতটায় আগুন দিতে গিয়ে মার্থা তাকে ঘরে দেখেছিল, তারপর আর তাকে কেউ দেখেনি।”

মেনার্ড যখন কথা বলিতেছিলেন স্যর ক্রিষ্টফারের ব্যগ্র চোখ দুটি তখন আবার যেন আগেকার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছিল; কি একটা বেদনাময় ভাবের আবেশ যেন তাহাতে ফুটিয়া উঠিতেছিল; জলের ঢেউএর উপর যেমন কালো মেঘের ছায়া পড়ে তেমনি তাঁহার উত্তেজিত মুখের উপর দিয়া আর-একটা কি নূতন চিন্তার ছায়া দ্রুত চলিয়া গেল। মিঃ গিল্‌ফিল্ থামিলে তিনি তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিয়া আরো মৃদু স্বরে বলিলেন,

“মেনার্ড, আমার সে দুঃখিনী মেয়ে কি অ্যাণ্টনিকে ভালবাস্‌ত ?”

“হ্যাঁ, বাস্‌ত।”

এই কথা বলিয়া মেনার্ড যেন কেমন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। স্যর ক্রিষ্টফারকে আর বেশী গভীর ঘা দিতে তাঁহার নিতান্তই অনিচ্ছা, এদিকে টিনার প্রতি যাহাতে কোনো অবিচার না হয় সেদিকেও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এই দুই চিন্তার মাঝখানে পড়িয়া তাঁহার মনে বিষম সংগ্রাম বাধিয়া উঠিতে লাগিল। স্যর ক্রিষ্টফারের দৃষ্টি তখন তাঁহার মুখের উপর জিজ্ঞাসুভাবে স্থাপিত, মেনার্ডের দৃষ্টি নামিয়া মাটিতে পড়িয়াছে; তিনি তখন কেমন করিয়া কি-রকম ভাষায় নিষ্ঠুর সত্যটাকে একটু মোলায়েম করিয়া বলিবেন সেই চিন্তায় মগ্ন।

শেষকালে অনেক ভাবিয়া বলিলেন, “আপনি টিনার সম্বন্ধে কোনো অন্যায় ধারণা কর্‌বেন না। আজ আমি শুধু তারি জন্য আপনাকে যেসব কথা বল্‌ব, আর কোনো কারণে এজগতে সেকথা আমার মুখ থেকে বার হত না। কাপ্তেন উইব্রোর তখন যে অবস্থা তাতে তিনি অনুচিতভাবে

টিনাকে ভালবাসা দেখিয়ে তার হৃদয় অধিকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর বিবাহের কথাবার্ত্তা হবার আগে তিনি তার সঙ্গে প্রণয়ীর মত ব্যবহার করতেন।"

স্যর ক্রিষ্টফার মেনার্ডের হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি একেবারে নীরব রহিলেন; নিশ্চয়ই শান্তভাবে কথা বলিবার জন্য নিজেকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

আগে যেমন তিনি চট্ করিয়া সব কথার মীমাংসা করিয়া ফেলিতেন, খানিকটা সেইরকম সুরেই শেষে বলিলেন, "আমার একটু হেন্‌রিয়াটার সঙ্গে দেখা করা দর্‌কার; তাঁকে সব কথা বল্‌তেই হবে; তবে আর-সকলের কাছ থেকে কথাটা যথাসম্ভব গোপন রাখ্‌তে হবে।"

তাহার পর একটু স্নেহকোমল স্বরে বলিলেন, "বাবা, তোমারি উপর সকলের চেয়ে ভারী বোঝাটা পড়্‌ল। থাক্, হয়ত এখনো তাকে পেতে পারি; একেবারে নিরাশ হওয়া উচিত নয়; নিশ্চয় করে কিছু বল্‌বার মতন সময় এখনো হয়নি। আহা অভাগিনী মেয়েটা! ভগবান আমার সহায় হোন। আমি মনে কর্‌তাম সবই দেখ্‌ছি, এদিকে অন্ধের মত ঘোর অন্ধকারেই দিন কাটিয়েছি।"

উনিশের পরিচ্ছেদ।

বিষণ্ণ নিরানন্দ একটি সপ্তাহ অতি ধীরে কোনোপ্রকারে শেষ হইয়া গেল। অনুসন্ধানের ফলে "করোনার" বলিলেন, অ্যাণ্টনির মৃত্যু আকস্মিক। ডাক্তার হার্ট তাহার স্বাস্থ্যের সব খবরই রাখিতেন, তাঁহার মতে অনেক দিনের হৃদ্‌রোগের ফলে মৃত্যু উন্মুখ হইয়াই ছিল, তবে কোনো আকস্মিক উত্তেজনায় একটু আগেই ঘটিয়া গেল। একমাত্র মিস্‌ আশার ছাড়া আর কেহই অ্যাণ্টনির সেদিন সে সময়ে বাগানের ওই কোণের ঝোপে যাইবার ঠিক কারণটা জানিতেন না; কিন্তু তিনি টিনার নাম করেন নাই, অন্য-সকলেও সব-রকম কষ্টকর প্রশ্ন প্রভৃতির হাত হইতে তাঁহাকে সযত্নে বাঁচাইয়াই চলিয়াছিল। মিঃ গিল্‌ফিল্‌ ও স্যর ক্রিষ্টফার যাহা জানিতেন, তাহাতে তাঁহারা বুঝিয়াইছিলেন যে টিনার সঙ্গে কোনো নির্দ্দিষ্ট সাক্ষাৎকারের অতিরিক্ত ভাবনাতেই এই উত্তেজনা ঘটিয়াছিল।

টিনাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সকল চেষ্টাই বৃথা হইল, আর টিনা আত্মহত্যা করিয়াছে এ কথাটা একরকম ধরিয়া লওয়াতে সব সন্ধান নিষ্ফল হওয়ার সম্ভাবনাটা আরোই বাড়িয়া চলিল। সে যে দেরাজ হইতে ছোটখাটো জিনিসগুলি লইয়া গিয়াছিল, সেটা কেহই লক্ষ্য করিল না; ছবির কথা কেহ জানিতই না, মোহরগুলি যে সে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিত তাহাও সকলেরি অজ্ঞাতে, আর মুক্তার দুলজোড়া পরিয়া থাকা একটা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। লোকে ভাবিল, সে কিছু না লইয়াই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; সে যে বেশীদূরে যাইতে পারে একথা কেহ ভাবিতেই পারিল না; আর তাহার মনটা যে খুব উত্তেজিত আর

বিচলিত ছিল সে বিষয়ে ত কোনো সন্দেহই নাই, কাজেই এক মরণের সাহায্যে মুক্তিলাভ ছাড়া আর সে কিসের সন্ধানে যাইতে পারে? প্রাসাদের চারিধারের মাইল চারেক জায়গায় বার বার করিয়া খোঁজ করা হইল—আশেপাশের কোনো পুকুর কোনো খানা কোনো ডোবাই বাদ পড়িল না।

মেনার্ড এক এক সময় ভাবিতেন শীতের প্রকোপ ও অবসাদের ফলে মৃত্যু বোধ হয় আপনি আসিয়া পড়িয়াছিল ; তাই এমন একটা দিন যাইত না যেদিন তিনি গাঁয়ের যত ঝোপঝাড় বনবাদাড়ের শুক্‌নো পাতার গাদা উলোটপালট করিয়া পাগলের মত ঘুরিয়া না বেড়াইতেন, যেন টিনার মৃতদেহ ওই পাতার আড়ালেই ঢাকা পড়িতে পারে! আর একটা ভীষণ সম্ভাবনাও তাঁহার মনে জাগিত—তাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি বাড়ীর যত পোড়ো আর শূন্য ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—আর একবার দেখিয়া লইবার ইচ্ছা, যদিই কোনো আলমারী কি দরজা কি পর্দার আড়ালে তাহাকে পাওয়া যায়—হয় ত দেখিবেন তাহার চোখদুটি পাগলের মত, সে উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, চোখে পলক পড়ে না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতেও পাইতেছে না।

ক্রমে পাঁচটি দীর্ঘ দিন ও পাঁচটি দীর্ঘ রজনী কাটিয়া গেল, অ্যাণ্টনির কবর হইয়া গেল, গাড়ীগুলি গোরস্থান হইতে বাগানের পথে ফিরিতে লাগিল। যাত্রার সময় মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল, এখন আস্তে-আস্তে মেঘ কাটিয়া ভিজে ডালের পাতায়-পাতায় সূর্য্যের আলো চক্‌চক্ করিয়া রাস্তার গাড়ীগুলির উপর প্রতিফলিত হইতেছিল। এই সময় দূরে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া একটি মানুষ কোনো-রকমে ধুঁকিতে ধুঁকিতে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার মুখের উপর এই আলোর রেখা পড়িতেছিল ; লোকটি রোগা হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মিঃ গিল্‌ফিল্ চিনিলেন, এ

সেই ড্যানিয়েল নট, দশ বৎসর আগে যে ডর্‌কাসের গোলাপী গাল দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

প্রতি নূতন ঘটনাতেই মিঃ গিল্‌ফিলের মনে সেই একই কথা জাগিয়া উঠে; নটের উপর চোখ পড়িতে তিনি ভাবিলেন, "একি টিনার বিষয়ে কোনো খবর দিতে এসেছে?" মনে পড়িল, টিনা ডর্‌কাসকে বড় ভালবাসিত, নট কোনো কারণে কখনো এখানে আসিলেই টিনা তাহার হাতে বন্ধুকে কিছু উপহার পাঠাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তবে কি টিনা ডরকাসের কাছে গিয়াছে? কিন্তু যেই মনে পড়িল নট হয়ত কাপ্তেন উইব্রোর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া পুরাতন প্রভুকে দুঃখের দিনে একবার দেখিয়া যাইতে আসিয়াছে, অম্‌নি তাঁহার হৃদয় নিরাশায় ম্লান হইয়া উঠিল।

গাড়ীটা আসিয়া বাড়ীর কাছে থামিতেই তিনি নামিয়া নিজের পড়িবার ঘরে গিয়া পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; তাঁহার শরীরটা কেমন দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল; নটের কাছে যাইতে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু পাছে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া আশার ক্ষীণ রেখাটুকুও লোপ পাইয়া যায় সেই ভয়ে পারিতেছিলেন না। তাঁহার অমন শান্ত সৌম্য মূর্ত্তির দিকে এখন একবার তাকাইলেই বোঝা যায় যে গত একসপ্তাহের এই অসহ্য বেদনা মুখে গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। দিনের বেলা তিনি সারাদিনই ঘোড়ায় চড়িয়া কিম্বা পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়ান—কখন বা নিজে টিনার খোঁজ করেন, কখন বা অন্যকে খোঁজে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। রাত্রে চোখে ঘুম নাই —মাঝে মাঝে যা একটু তন্দ্রা আসে তাহাতে টিনার মৃত মুখখানিই কেবল দেখা দিয়া যায়; চম্‌কাইয়া জাগিয়া উঠিয়া মিথ্যা যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পান বটে, কিন্তু টিনাকে আর দেখিতে পাইবেন না এই

বিশ্বাসের সত্য বেদনায় মন কাঁদিয়া উঠে। সেই উজ্জ্বল ধূসর চোখদুটি আজ বসিয়া গিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টি কেমন যেন অস্থির। পূর্ণ ঠোঁটদুখানি যন্ত্রণায় শুকাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে; রেখাহীন পরিষ্কার কপাল বেদনায় শত রেখাময়। দুদিনের ভালবাসার পাত্রীকে ত তিনি হারান নাই। তিনি যাহাকে হারাইয়াছেন সে যে তাঁহার ভালবাসিবার শক্তির সঙ্গে বাঁধা; তাহাকে ভালবাসিয়াই তিনি ভালবাসিতে শিখিয়াছেন। অতি শিশুকালে আমরা যে ছোট নদীটির ধারে যে ফুলগুলি লইয়া খেলা করিয়াছি, তাহারা যেমন করিয়া আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে জড়িত, তাঁহার প্রিয়া তাঁহার প্রণয়ের সঙ্গে তেমনি করিয়া জড়িত। টিনাকে ভালবাসা ছাড়া ভালবাসার আর কোন অর্থই তিনি জানেন না। আলো বাতাস যেমন করিয়া জগতের সর্ব্বঘটে থাকে, এই এত বৎসর ধরিয়া টিনার চিন্তা তাঁহার সকল চিন্তা সকল ভাবনার মধ্যে তেম্‌নি করিয়া অণুতে অণুতে জড়াইয়া গিয়াছে; আজ সে নাই, তাই মনে হইতেছে তাঁহার সকল আনন্দের আধারই আজ হারাইয়া গিয়াছে। আকাশ, বাতাস, ধরণী তেম্‌নি আছে; রোজকার ভ্রমণ, হাসি গল্প, সবই থাকিতে পারে, কিন্তু এই সকলের মূলে মাধুরীরূপে, আনন্দরূপে যে ছিল সে আর এজন্মে দেখা দিবে না।

ঘরের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে শুনিলেন বারান্দায় কাহার যেন পায়ের শব্দ; একটু পরেই কে আসিয়া দরজায় ঘা দিল। "ভিতরে এস" বলিতে তাঁহার গলা কাঁপিয়া গেল। দরজা খুলিয়া ওয়ারেন ও ড্যানিয়েল নট ঘরে ঢুকিতেই নূতন আশার আনন্দ বেদনার মতই মনের মধ্যে ঘা দিয়া উঠিল।

"হুজুর, নট মিস্ সার্টির খবর নিয়ে এসেছে। আপনার কাছে আগে আনাই ঠিক মনে হল, তাই সঙ্গে করে' নিয়ে এলাম।"

মিঃ গিল্‌ফিল্ ছুটিয়া গিয়া পুরানো গাড়োয়ানের হাতখানা চাপিয়া না

ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না; মুখ দিয়া কিন্তু কথা বাহির হইল না। ইসারায় তিনি তাহাকে একটা চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিলেন। ওয়ারেন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যমরাজ্যের অতি ভীষণ-মূর্ত্তি দূতের কথা শুনিতে হইলে যেমন গম্ভীর যেমন উৎসুক হইয়া শোনা সম্ভব তেম্‌নি আগ্রহের সহিত তিনি ড্যানিয়েলের গোল মুখখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার বাঁশীর মত সরু গলার কথাগুলি শুনিতেছিলেন।

"ঠাকুর, ডর্‌কাসই ত আমায় পাঠিয়ে দিলে; জমিদারবাড়ীতে যে এত-সব কাণ্ড ঘটেছে, তার আমরা বিন্দু-বিসর্গও জানি না; মিস্ সার্টির অবস্থা দেখে ডর্‌কাসের ত চোখ কপালে উঠে গেল; সে আজ সকালেই আমার কালা ঘোড়াটা জুতে চাষবাস ফেলে কত্তা-গিন্নিকে খবর দিতে আস্‌তে বল্‌লে। আপনি জানেন বোধ হয় এখন আমরা প্লপেটারের সরাইখানা উঠিয়ে দিয়েছি; বছর তিন আগে আমার এক মামা মারা যায়, সে আমায় কিছু জমি-জমা দিয়ে গেছে। ও-পাড়ার জমিদারদের নায়েব ছিলেন তিনি; তাঁর হাতে অনেক ক্ষেতখামার ছিল। বিঘে কয়েক জমি আর একটা ছোট খামারবাড়ী নিয়ে আমরা এখন চাষবাস কর্‌ছি। ছেলেপিলের ঝঞ্ঝাটে পড়ে ডর্‌কাস আর সরাইখানা রাখ্‌তে চাইলে না। কি চমৎকার জায়গা; দেখ্‌লে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে; বাড়ীর পেছনেই জল আছে, গরুবাছুরের খুব সুবিধে......"

মেনার্ড বলিলেন, "দোহাই ধর্ম্মের! মিস্ সার্টির কি হয়েছে, তাই বল। অন্য বাজে কথা আমায় এখন বল্‌তে হবে না।"

পুরোহিত মহাশয়ের অমন প্রচণ্ড আবেগে একটু ভড়্‌কাইয়া নট বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বল্‌ছি বল্‌ছি। বুধবার দিন রাত ন'টার সময় মাল-বোঝাই গরুর গাড়ীতে চড়ে তিনি আমাদের বাড়ী আসেন; গাড়ী থামার শব্দ শুনেই ডর্‌কাস ছুটে বেরিয়ে পড়ল; মিস্ সার্টি এসে তার গলা জড়িয়ে

ধরে 'আমায় ঘরে নিয়ে চল, ডর্‌কাস, ঘরে নিয়ে চল,' বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেন। ডর্‌কাস 'ড্যানিয়েল' বলে ডাক দিতেই আমি ছুটে গিয়ে দিদিমণিকে ঘরে এনে শোয়ালাম। একটু পরে জ্ঞান হয়ে চোখ মেল্‌তেই ডর্‌কাস দুধের সঙ্গে মদ মিশিয়ে খেতে দিলে। সরাই ছেড়ে আস্‌বার সময় আমরা খুব ভাল খানিকটা মদ এনেছিলাম, ডর্‌কাস তা কাউকে একটু ছুঁতেও দেয় না। সে বলে অসুখবিসুখের জন্যে তোলা থাক্। আমি ত বলি বাপু, অসুখের সময় মুখের স্বাদই নষ্ট হয়ে যায় তখন খেয়ে কি লাভ। ডাক্তারের ওষুধ খানিকটা খেলেই ত চলে। হ্যাঁ, তারপর ডর্‌কাস তাঁকে বিছানায় এনে শোয়ালে, তখন থেকে সেই শুয়েই আছেন; কেমন যেন বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই মনে হয়, কথাও কন না; কেবল ডর্‌কাস নেহাৎ পীড়াপীড়ি কর্‌লে একটু কিছু খান। আমাদের ভারী ভয় হল, কেন যে এবাড়ী ছেড়ে গেলেন কিছুই বুঝ্‌লাম না; ডর্‌কাস বল্‌ছিল, নিশ্চয় একটা কিছু কাণ্ড ঘটেছে। আজ সকালে সে আর কোনো কথা শুন্‌লে না, আমাকে না পাঠিয়ে ছাড়্‌লেই না, কি হয়েছে দেখে যেতেই হবে; তাই কুড়ি মাইল ধরে কালার পিঠে চড়ে আস্‌ছি। লক্ষ্মীছাড়াটা আবার এমন, ভাব্‌ছে বুঝি ক্ষেত চষ্‌ছে, তাই গজ ত্রিশেক যায় আর ঘুরে দাঁড়ায়, যেন আলের ধারে এসে পড়েছে। সত্যি, ঠাকুর, ওকে নিয়ে মহা বিপদেই পড়েছিলাম আর কি।"

নটের হাতখানা ধরিয়া জোরে নাড়া দিয়া মিঃ গিল্‌ফিল্ বলিলেন, "নট, তুমি এসেছ তাই রক্ষে; ভগবান তোমার মঙ্গল কর্‌বেন। এখন নীচে গিয়ে কিছু একটু মুখে দিয়ে বিশ্রাম করগে। আজ রাত্রে তুমি এখানেই থাক্‌বে, তারপর একটু পরে আমায় তোমার বাড়ী যাবার সবচেয়ে সোজা রাস্তাটা বলে দিয়ো এখন। স্যর ক্রিষ্টফারকে খবরটা দিয়েই আমি সেখানে যাবার উদ্যোগ কর্‌ছি।"

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই মিঃ গিল্‌ফিল্‌ একটা তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া শ্লপেটারের মাইল পাঁচেক দূরের ক্যালাম গ্রামের পথে ছুটিলেন। পড়ন্ত সূর্য্যের আলো আবার তাঁহার চোখে আনন্দময় হইয়া দেখা দিল; গাছের ঝোপের পাশ দিয়া বাতাস কাটাইয়া সাঁ সাঁ করিয়া 'কিটি" ঘোড়াটাকে ছুটাইয়া চলিতে আজ আবার তাঁহার মনটা খুসী হইয়া উঠিল। টিনা মরে নাই; তাহার সন্ধান মিলিয়াছে; তাঁহার মনে হইল, তাঁহার ভালবাসার, তাঁহার স্নেহের, তাঁহার এ দীর্ঘকালের দুঃখবেদনার এত শক্তি যে, তাহারা টিনাকে নূতন জীবন নূতন সুখ না দিয়া ছাড়িবে না। এক সপ্তাহের গভীর নিরাশার পরে একেবারে আজ আশার বন্যা বহিয়াছে; আর কি তাঁহার সীমাজ্ঞান থাকে, চূড়ান্ত সুখের স্বপ্নও তিনি আজ দেখিয়া লইলেন। ক্রমে টিনা তাঁহাকে ভালবাসিবে, সে একদিন একান্ত তাঁহারি হইবে। টিনাকে তাঁহার প্রেমের মূল্য দেখাইবার জন্যই তাঁহাদের এত কঠিন সংগ্রাম, এত দুঃখ শোক। এ বেদনা তাঁহার পরশমণি। টিনাকে—আদরের টিনাকে তিনি কত আদরে কত সোহাগে রাখিবেন। ঐ কালো চোখ দুটি, ঐ প্রেমে সঙ্গীতে মুখরিত মধুর সুধাকণ্ঠ যে তাঁহার টিনার; তাঁহারই ঘরে-ঘরে সে সুধা ঝরিতে থাকিবে। তাঁহার সবল বক্ষের আড়ালে পাপিয়া পাখীটি নিশ্চিন্তে থাকিবে; আহা, ছোট হৃদয়খানি এতদিন কত দুঃখ কত বেদনার ঘায়ে জর্জ্জরিত হইয়াছে, আর সে বেদনা বহিতে হইবে না।

সাহসী ও একনিষ্ঠ পুরুষের প্রেমে মাতৃস্নেহের মাধুরী মিশানো থাকে; শিশুরূপে মায়ের কোলে শুইয়া সে যে স্নেহদৃষ্টির আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠে, সেই স্নেহে সেই আশ্রয়ে সে তাহার প্রিয়াকে ঘিরিয়া রাখে।

ক্যালাম গ্রামে যখন তিনি পৌঁছিলেন, তখন গোধূলি হয়-হয়। পথে এক বাড়ী-মুখো শান্ত মজুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, গির্জ্জার পাশেই ড্যানিয়েল নটের বাড়ী। একটা ঢালু জায়গার উপর আইভিলতার-ঘেরা

গির্জ্জার চূড়া দেখা যাইতেছিল; ড্যানিয়েলের বর্ণিত 'চোখ জুড়োনো' জায়গাটি চিনিবার পক্ষে এ চিহ্নটির খুবই দরকার, যদিও ছোট একটি ঘেসো জমির পরেই সোজা বাড়ীর দরজা দেখিলেই বাড়ীর বর্ণনাটা অনেকটা মিলিয়া যাইত।

গেটের ভিতর ঢুকিতেই একমাথা কোঁকড়া-চুলওয়ালা একটি বছর নয়ের ছেলে দৌড়িয়া আসিয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ডর্‌কাস আসিয়া দরজায় হাজির; তাহার কোলে একটি মোটা-সোটা ছেলে একটা রুটির টুকরা হাতে করিয়া চুষিতে চুষিতে চারিদিকে তাকাইতেছে; আশে-পাশে আরো তিনটি শিশু দাঁড়াইয়া; তাহাদের টুক্‌টুকে গালের আভায় ডর্‌কাসের গোলাপী গাল দুটি আরো রাঙা দেখাইতেছে।

মিঃ গিল্‌ফিল্‌ ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া রাখিয়া ভিজে খড়ের গাদার উপর দিয়া আসিতেছিলেন; ডর্‌কাস খুব নীচু হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনিই কি মিঃ গিল্‌ফিল্‌?"

"হ্যাঁ, ডর্‌কাস; তুমি আর এখন আমায় চিন্‌বে না। মিস্ সার্টি কেমন আছেন?"

"ড্যানিয়েল আপনাকে যেমন বলেছে ঠিক্ তেমনিই; এক বিন্দুও কমেনি। আপনি নিশ্চয় সে বাড়ী থেকে আস্‌ছেন। আশ্চর্য্য তাড়াতাড়ি এসেছেন যা হোক।"

"হ্যাঁ, নট ওখানে একটায় পৌঁছেছে, তার পরেই আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে পড়েছি। তাঁর অবস্থা আর খারাপ হয় নি ত?"

"কিছুই বদ্‌লায়নি, না ভাল, না মন্দ। একবার ভেতরে আস্‌বেন না কি? সাতদিনের ছেলে যেমন কোনো দিকে না তাকিয়ে পড়ে থাকে, ঠিক তেমনি ভাবে পড়ে আছেন, আমাদের দিকে এমন করে তাকান যে

কোনো দিন যে আমায় চিন্‌তেন তা মনেই হয় না। মিঃ গিল্‌ফিল্, কি হয়েছে বলুন না? বাড়ী ছেড়ে এমন করে চলে আস্‌বার মানে কি? কর্ত্তা গিন্নি ভাল আছেন ত?”

“বড় বিপদ তাঁদের, ডর্‌কাস। স্যর ক্রিষ্টফারের ভাগ্নে কাপ্তেন উইব্রোকে চেন ত? তিনি হঠাৎ মারা গেছেন। মিস সার্টি তাঁকে মরে পড়ে থাক্‌তে দেখেছেন। বোধ হয় তারি ধাক্কায় তাঁর মনে খুব চোট লেগেছে।”

“ওমা গো! সেই সুন্দর ছেলেটি! ড্যানিয়েল বল্‌ছিল বটে তিনি জমিদারীর মালিক হবেন। ছোট্ট বেলায় মামা-বাড়ীতে বেড়াতে আস্‌তেন, দেখেছি মনে হচ্ছে। আহা গো! কত্তা মশায় আর গিন্নিমার কি দুঃখ! কিন্তু বেচারী টিনাদিদির কি গেরো গো! মানুষটাকে মরে পড়ে থাক্‌তে দেখ্‌লে? মাগো, মা!”

যেসব খামারবাড়ীতে বসিবার ঘর থাকে না, সে-সব বাড়ীতে প্রায়ই দুটো রান্নাঘর থাকে, সাজানো গোছানো ভালটাতেই লোকজন বসে। ডর্‌কাস সেই-রকম একখানা সুন্দর ঘরে মিঃ গিল্‌ফিল্‌কে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। এক সারি ঝক্‌ঝকে দস্তার বাসনের উপর উনুনের আগুনের আলো পড়িয়া চক্‌মক্ করিতেছিল। কাঠের টেবিলগুলি এমন মাজাঘসা যে দেখিলেই হাত বুলাইতে ইচ্ছা হয়; চিম্‌নির এক কোণে একটা সিন্দুক, আর এক কোণে একটা তিনকোণা চেয়ার। তাহার পিছনে দেয়ালগুলিতে পর্দ্দার মত করিয়া ঝুলানো টুক্‌রা টুক্‌রা মাংস। কড়ি হইতেও মাংস ঝুলিতেছে।

তিনকোণা চেয়ারটা ঠেলিয়া দিয়া ডর্‌কাস বলিল, “বসুন। অনেক-খানি পথ এসেছেন, আমি আপনার জন্যে একটু খাবার যোগাড় দেখি গিয়ে। বেকি, খোকাকে একটু ধর্‌বি আয় ত।”

পাশের রান্নাঘর হইতে লাল-লাল হাত দুখানি বাড়াইয়া বেকি আসিয়া দাঁড়াইল। কোল বদল হওয়াতে খোকার কোনো হর্ষ কি বিষাদের ভাবই দেখা গেল না। সে বেশ নিশ্চিন্ত উদাসীন।

ডর্‌কাস বলিল, "ঠাকুর, আপনি কি খাবেন বলুন; দেবার মত আমাদের ত কিছুই নেই। এক চা আছে, দিতে পারি; আর একটু পরে মাংস রেঁধে আন্‌ছি। আপনি যা খান, তেমন জিনিস আমরা কিইবা দিতে পারি; তবে যা আছে তাই আপনাকে দিতে পার্‌লে ধন্য হয়ে যাব।"

"ধন্যবাদ ডর্‌কাস; আমি খেতে দেতে পার্‌ব না। আমার ক্ষিধেও পায়নি, ক্লান্তিও বোধ হচ্ছে না। টিনার কথা বল্‌তে এস। সে কি কথাবার্ত্তা কিছু বলেছিল?"

"সেই প্রথম কথাটির পরে আর একটিও বলেননি। 'ডর্‌কাস, দিদি, আমায় ঘরে নিয়ে চল' বলেই ত অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেন; তারপর থেকে আর একটি কথা বলেননি। টুক্‌টাক্ একটু-একটু খাবার মাঝে-মাঝে নিয়ে দিতে যাই, তা একবার ফিরেও তাকান না।"

মায়ের আঁচল ধরিয়া ছোট একটি তিন বছরের মেয়ে সবিস্ময়ে নবাগত অতিথির দিকে তাকাইয়া ছিল। তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ডর্‌কাস আবার বলিতে লাগিল, "এই বেশিটাকেও মাঝেমাঝে একবার করে সঙ্গে নিয়ে যাই, যদি ওকে দেখেও একটু ফিরে তাকায়। মানুষ যখন বেহুঁস হয়েও পড়ে থাকে তখনও দেখেছি আর কোনো জিনিসের দিকে না তাকাক ছোট ছেলেপিলের দিকে একবার তাকায়! বাগান থেকে জাফ্‌রান-ফুল তুলেছিলাম, বেশি হাতে করে নিয়ে গিয়ে টিনা দিদির বিছানায় রাখ্‌লে। ছেলেবেলায় ও মেয়ে যে কি-রকম ফুল ভাল বাস্‌ত তা ত আমি জানি! কিন্তু এখন এম্‌নি ভাবেই তাকালেন যে

মনে হল বেশিকেও দেখ্‌তে পেলেন না, ফুলগুলোকেও না! আহা ওর অমন চোখ দুটির দিকে তাকালে আমার বুক ফেটে আসে; অসুখে পড়ে যেন আরো বড় হয়ে গেছে। আমার যে খোকা সেবার মারা গেল, সে যখন অসুখে পড়ে তখন ঠিক অম্‌নি করে তাকাত। একে দেখ্‌লেই আমার বাছার কথা মনে পড়ে। উঃ, তার হাত দুখানা যা হয়েছিল, অমন রোগা আমি দেখিনি! হ্যাঁ, তা যাক! আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনি সে-বাড়ী থেকে এসেছেন, আপনাকে দেখ্‌লে হয়ত একটু কিছু উপকার হতে পারে।"

মেনার্ডেরও আশা ছিল; কিন্তু এখন যেন তাঁহার একটু ভয়-ভয় করিতে লাগিল। টিনা বাঁচিয়া আছে শুনিয়া প্রথম কয়েক ঘণ্টা আনন্দে তিনি জগৎ জুড়িয়া কেবল আশার বাণীই শুনিতেছিলেন। সুখের সে নেশা কাটিয়া যাইতেই মনে হইল, এ কঠিন ঘা খাইয়া টিনার দুর্ব্বল দেহ-মন আর কি সুস্থ হইয়া উঠিতে পারিবে? ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি মনে হইতে লাগিল, টিনার ক্ষীণ প্রাণের শেষ রশ্মি এইবার নিভিয়া যাইবে।

কিছুক্ষণ পরে মেনার্ড বলিলেন, "ডর্‌কাস, একবার গিয়ে দেখে এস ত এখন কেমন আছে। কিন্তু আমি যে এ বাড়ীতে এসেছি সে কথা যেন বলে ফেলো না। ভোর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর দেখ্‌তে যাওয়াই বোধ হয় আমার পক্ষে ঠিক হবে; কিন্তু এমনভাবে অতক্ষণ কাটানোও যে শক্ত।"

বেশিকে কোল হইতে নামাইয়া ডর্‌কাস চলিয়া গেল। আর তিনটি খোকাখুকী মেনার্ডের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত লাজুকের মত তাঁহাকে দেখিতেছিল। মা চলিয়া যাওয়াতে তাহাদের লজ্জাটা আরো বাড়িয়া উঠিল। মিঃ গিল্‌ফিল্‌ বেশিকে টানিয়া হাঁটুর উপর বসাইলেন। মাথা নাড়িয়া চোখের উপর হইতে ঝাঁকড়া সোনালি চুলগুলা সরাইয়া দিয়া সে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,

"টুমি টিনা মাসীকে ডেখ্‌টে এসেছ ? টুমি ওকে কঠা বলিয়ে ডেবে ? টি টর্‌বে টুমি ? চুমু ডেবে ?"

"বেশি, তোমায় চুমু দিলে কেমন লাগে ? বেশ, না ?"

বেশি অত্যন্ত আপত্তি করিয়া মাথাটা খুব নীচু করিয়া বলিল, "যাঃ।"

অতিথিকে বেশির সঙ্গে অমন মিষ্টি ব্যবহার করিতে দেখিয়া খোকাবাবুও সাহস পাইয়া বলিল, "আমাদের দুটো কুকুরছানা আছে। তুমি দেখ্‌বে ? একটার গায়ে কেমন শাদা-শাদা দাগ !"

"হ্যাঁ, আমি দেখ্‌ব, আনো।"

খোকা ছুটিয়া গিয়া দুটি সদ্যোজাত কুকুরছানা লইয়া আসিল, সন্তানের মায়ায় কুকুরটাও পিছন-পিছন ছুটিয়া আসিল। রান্নাঘরে বেশ একটা বড়-রকম ব্যাপারের সূচনা হইয়া আসিতেছিল, ইতিমধ্যে ডর্‌কাস ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কৈ ? কিছু ত অন্যরকম দেখ্‌লাম না। আমি ত বলি, আপনার আর অপেক্ষা না করাই ভাল। সে চুপটি করে পড়ে আছে ; সব সময়ই অম্‌নি থাকে। আমি ঘরে দুটো বাতি দিয়ে এসেছি তাতে আপনাকে বেশ পরিষ্কার দেখ্‌তে পাবে। আমার একটা টুপি তাঁকে পরিয়ে দিয়েছি, ঘরখানাও তেমন কিছু ভাল নয় ; দয়া করে কিছু মনে কর্‌বেন না।"

মিঃ গিল্‌ফিল্‌ নীরবে মাথা নাড়িয়া তাহার সঙ্গে উপরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম দরজাটা সাম্‌নে পড়িতেই দুজনে ঢুকিয়া পড়িলেন, সান-বাঁধানো মেজেয় তাহাদের পায়ের কোন শব্দ হইল না। বিছানার মাথার দিকে লাল ছিটের পর্‌দাটা ফেলা ; বাতি দুটা ঘরের উল্টা দিকে এমন জায়গায় রাখা যাহাতে টিনার চোখের উপরে আলোটা না আসিয়া পড়ে। দরজাটা খুলিয়া ধরিয়াই ডর্‌কাস খুব নীচু গলায় বলিল, "আমার না থাকাই ভাল, কি বলেন ?"

মিঃ গিল্‌ফিল্‌ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া পর্দার ওদিকে গিয়া দাঁড়াইলেন। টিনা অন্য দিকে চাহিয়া শুইয়া ছিল, ঘরে যে লোক ঢুকিয়াছে সে বোধ হয় তাহার কিছুই জানে না। তাহার চোখ দুটি সত্য-সত্যই আরো বড় হইয়া উঠিয়াছে; মুখখানা আরো ছোট ও রক্তহীন হইয়া উঠাতেই বোধ হয় চোখ বড় দেখাইতেছে। তাহার চুলগুলি সব জড়ো করিয়া ডর্‌কাসের একটা পুরু টুপির তলায় ঢাকা। গায়ের কাপড়ের উপরে ছোট হাত দুখানি অলসভাবে পড়িয়া আছে; অমন যে রোগা হাত তাহাও আরো শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার বয়সের চেয়ে তাহাকে অনেক ছোট দেখাইতেছিল; অচেনা কোনো লোক তাহার ছোট মুখখানি ও হাত দুখানি দেখিলে মনে করিত দশ বারো বছরের ছোট একটি মেয়ে বুঝি সংসারের দুঃখশোকের হাতে পড়িবার আগেই বিদায় লইতেছে; দুঃখের দিনকে যে সে পিছনে ফেলিয়া যাইতেছে একথা কাহারও মনে আসিত না।

মিঃ গিল্‌ফিল্‌ সরিয়া আসিয়া তাহার মুখের কাছে দাঁড়াইতেই আলোটা আসিয়া ঠিক তাঁহার মুখের উপর পড়িল। টিনার চোখে কেমন একটু চকিত দৃষ্টি দেখা দিল; কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সে হাতখানা তুলিল; বোধ হয় তাঁহাকে ইসারা করিল; তাহার পর অতি ক্ষীণ কণ্ঠে "মেনার্ড!" বলিয়া একবার ডাকিল।

তিনি বিছানার উপর বসিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া রহিলেন। টিনা আবার বলিল,—"মেনার্ড, তুমি কি ছোরাটা দেখেছিলে?"

মুখে যে কথাটা প্রথম আসিল, মেনার্ড তাহাই বলিলেন; তাহার ফলও ভাল হইয়াছিল। তিনি প্রায় টিনার কানে কানে বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি সেটা তোমার পকেটে পেয়েছিলাম, তারপর আল্‌মারীতে আবার ঠিক জায়গায় রেখে দিয়েছি।"

মেনার্ড টিনার হাত দুখানা সাদরে নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া তাহার দ্বিতীয় কথার আশায় বসিয়া রহিলেন। টিনা যে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে তাহাতেই তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে। আনন্দে তাঁহার চোখ ঠেলিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল। টিনার চোখের দৃষ্টি ক্রমে কোমল হইয়া আসিতে লাগিল। চোখদুটি ধীরে ধীরে জলে ভরিয়া উঠিল; তারপর বড়-বড় কয়েকফোঁটা অশ্রুজল তাহার গালের উপর ঝরিয়া পড়িল। এইবার বাঁধ টুটিয়া গেল; টিনার কান্না আর থামে না; অশ্রুর বন্যা বহাইয়া আজ সে তাহার ব্যথিত হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে। এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবু টিনা কথা বলে না; যে গভীর দুঃখের বোঝা তাহার বুকে পাথরের মত চাপিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়াছিল, আজ কাঁদিয়া সে সেই পাষাণ গলাইবে। টিনার চোখের জল আজ মেনার্ডের চোখে অমূল্যনিধি! টিনার অশ্রুহীন শুষ্ক চোখের পাগলের মত জ্বালাময়ী দৃষ্টি কল্পনা করিয়া, মনে মনে তাহার সে পাগলিনী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি যে এতদিন ধরিয়া দিনের পর দিন কেবলি কাঁপিয়া উঠিয়াছেন।

ক্রমে টিনার কান্নার বেগ কমিয়া আসিল, নিশ্বাসের দ্রুত তাল ঢিমা হইয়া আসিল; সে তখন চোখদুটি বুজিয়া চুপটি করিয়া পড়িয়া রহিল। মেনার্ড তখনও ধীরভাবে সেইখানেই বসিয়া,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে পাখা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে, সেদিকে দৃষ্টি নাই; সিঁড়ির উপরের পুরানো ঘড়িটা এই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একটানা স্রোতের মত ক্রমাগত টক্‌টক্ করিয়া চলিয়াছে, সেদিকেও তাঁহার লক্ষ্য নাই। যখন দশটা বাজে, ডর্‌কাস তখন আর বাহিরে বসিয়া থাকিতে পারিল না। মিঃ গিল্‌ফিলের আগমনের ফল জানিবার জন্য তাহার মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল; তাই আস্তে আস্তে পা টিপিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। মিঃ গিল্‌ফিল্ বিছানা ছাড়িয়া না উঠিয়াই তাহার কানে কানে

বলিলেন, "আমায় আর কয়েকটা বাতি দিয়ে আর রাখালটাকে ঘোড়াটার তদারক কর্‌তে বলে, তুমি শোও গিয়ে—আমিই রাত্তে টিনাকে দেখা শোনা কর্‌ব—ভাল লক্ষণই দেখা দিয়েছে।"

অল্পক্ষণ পরেই টিনার ঠোঁটদুটি নড়িয়া উঠিল; অতি মৃদু অস্পষ্ট স্বরে সে ডাকিল, "মেনার্ড।" তিনি মুখটা খুব নীচু করিয়া তাহার মুখের কাছে আনিয়া শুনিতে লাগিলেন। টিনা বলিল, "মেনার্ড, আমি যে কি ভীষণ পাপী তা তুমি জানো তাহলে, না? ছোরাটা দিয়ে আমি কর্‌তে গিয়েছিলাম কি জানো?"

"টিনা, তুমি কি আত্মহত্যা কর্‌বে ভেবেছিলে?"

টিনা আস্তে-আস্তে ঘাড়টি নাড়িয়া আবার অনেকক্ষণ নীরবে পড়িয়া রহিল। তারপর মেনার্ডের দিকে গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া অতি মৃদুগলায় বলিল, "তাকে মার্‌ব ভেবেছিলাম।"

"টিনা, তুমি একাজ কখনো কর্‌তে না। ভগবান তোমার অন্তর মন দেখেছিলেন; তুমি যে কোনোদিন কোনো প্রাণীর এতটুকু অনিষ্ট কর্‌বে না, তা তিনি জানেন। পরমেশ্বর তাঁর সন্তানদের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখেছেন, সমস্ত অন্তরের সঙ্গে যে কাজ না কর্‌বার জন্যে তারা প্রার্থনা কর্‌ছে, সে কাজ তাদের তিনি কখনই কর্‌তে দেবেন না। মুহূর্ত্তের উন্মত্ত ক্রোধে তোমার মনে ও-চিন্তা এসেছিল, সেজন্য ভগবান তোমায় ক্ষমা করেছেন।"

"কিন্তু এইরকম পাপ-চিন্তা যে আমার মনে অনেক কাল ছিল। নিজের দুঃখে আমি এমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম বলেই ত আমি অত চটেছিলাম, তাই ত আমি মিস্ আশারকে অমন ঘৃণা কর্‌তাম, তাই আমি অন্যের ভালমন্দের কথা একবার ভেবেও দেখিনি। আমার মন পাপে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার মত পাপী বোধ হয় আর কেউ কোনো কালে ছিল না।"

"না, না, টিনা, ঠিক অম্‌নি পাপী আরো অনেক আছে। আমার মনে কত সময় কত অন্যায় চিন্তা আসে, কত অন্যায় কাজ কর্‌বার জন্যে আমারও মনটা লুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার শরীরে যে তোমার চেয়ে শক্তি বেশী, তাই আমি মনের ভাব লুকিয়ে রাখ্‌তে পারি, প্রলোভনকেও একটু ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারি। তারা আমায় ভাল করে অভিভূত করে ফেল্‌তে পারে না। ছোট ছোট পাখীর ছানাগুলো যখন ভয় পায় কি রেগে ওঠে তখন তাদের সমস্ত পালকগুলো কেমন ফুলে ছড়িয়ে যায়, দেখেছ বোধ হয়; নিজেদের ওপর তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকে না; তখন খানা খন্দ যেখানে হোক সেখানেই তারা পড়ে মরে। তুমিও সেই অসহায় দুর্ব্বল ছোট পাখীগুলির মত। দুঃখকষ্ট তোমাকে এম্‌নি পেয়ে বসেছিল যে তাদের হাতে পড়ে তুমি কি করেছ না-করেছ তা নিজেই ঠিক কর্‌তে পারনি।"

বেশী কথা বলিলে পাছে টিনা ক্লান্ত হইয়া পড়ে কি অনেক রকম চিন্তার হাতে গিয়া পড়ে এই ভয়ে মেনার্ড আর কথা বলিলেন না। এক-একটি মনের ভাব সামান্য দুইচার কথায় ব্যক্ত করিবার জন্যই টিনাকে বেশ্‌ খানিকটা করিয়া বিশ্রাম দেওয়া দর্‌কার হইতেছিল।

আবার কিছুক্ষণ পরে টিনা বলিল, "কাজটা যখন আমি কর্‌তেই গিয়েছিলাম, তখন আমার অপরাধটা ত করার সমানই হল।"

মেনার্ড অতি শান্ত ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "না, না, টিনা তা হয়নি। আমরা এমন কত মন্দ কাজই কর্‌তে যাই যা আমাদের দ্বারা হওয়া কখনই সম্ভব নয়; আবার কত ভাল কাজও ত আছে যা আমাদের কর্‌বার ইচ্ছা হয় কিন্তু ক্ষমতায় কি বুদ্ধিতে কিছুতেই কুলিয়ে ওঠে না। মানুষ বাস্তবিক যা, তার চিন্তা অনেক সময়ই তার চেয়ে ঢের মহৎ কি ঢের নীচ হয়। সংসারের অন্য মানুষের মত ভগবান কিন্তু মানুষের

বিচার তার সেই সাময়িক চিন্তা কি ভিন্ন ভিন্ন কাজ দিয়ে করেন না; তিনি আমাদের সমগ্র রূপটিকেই দেখেন। আমরা ত প্রতি মুহূর্তেই পরস্পরের প্রতি অবিচার কর্‌ছি, আমরা মানুষের খণ্ড রূপ দেখি বলে, তার চিন্তার কি কাজের এক-একটা মাত্র দিক দেখ্‌তে পাই বলে, তার যা ন্যায্য পাওনা সেটা ঠিক দিয়ে উঠ্‌তে পারি না,—হয় তার চেয়ে অনেক বেশীই দিয়ে ফেলি, নয় অত্যন্ত অল্পই দি। আমরা আমাদের পরস্পরের পূর্ণ পরিচয় পাই না। কিন্তু ভগবান জানেন, তিনি তোমার অন্তরতম প্রদেশে ঢুকে দেখেছেন যে এত বড় অপরাধ তুমি কখনই কর্‌তে পার্‌তে না।”

টিনা আস্তে-আস্তে মাথাটি নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, “পার্‌তাম কি না জানি না; কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল সে যেন আমার দিকেই এগিয়ে আস্‌ছে; সেই তার চিরপরিচিত মুখখানা আমার চোখের উপর ভেসে উঠ্‌ছিল, আর আমি……আমি সে কাজটা কর্‌বই ত মনে করেছিলাম।”

“কিন্তু টিনা, তুমি যখন তাকে সত্যি-সত্যিই দেখ্‌লে—তখন কি হল বল ত।”

“দেখ্‌লাম সে মাটির উপর শুয়ে পড়ে আছে, মনে হল বোধ হয় অসুখ করেছে। ঠিক সেই সময়টা কি হল জানি না; আমি সব ভুলে গেলাম। নীচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তার সঙ্গে কথা কইলাম, আর সে—সে কিন্তু আমার দিকে একবারটি ফিরেও তাকাল না; তার চোখ দুটো তখন একেবারে স্থির। তাই মনে হল, তবে বুঝি সে আর নেই।”

“আর তারপরে তোমার একবারও রাগ হয়নি।”

“না, না, একবারও না; আমারই ত অপরাধ সকলের চেয়ে বেশী; আগাগোড়া আমিই ত অন্যায় করে এসেছি।”

"না টিনা; সমস্ত অপরাধ তোমার নয়; সেও অন্যায় করেছিল। সেই ত তোমার রাগের ইন্ধন জুগিয়েছিল; অন্যায়ই ত অন্যায়কে জাগিয়ে তোলে। লোকে যখন আমাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে, তখন তাদের সম্বন্ধে আমাদের মনের মন্দ চিন্তাটাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু এই দ্বিতীয় অপরাধের তবু মার্জ্জনা আছে। টিনা, আমি তোমার চেয়ে পাপী; আমার মনে কাপ্তেন উইব্রোর সম্বন্ধে কতবার যে কত মন্দ চিন্তা জেগেছে তার ঠিক নেই; তোমাকে সে যেমন করে যন্ত্রণা দিয়েছে, আমাকে যদি তা দিত, তাহলে বোধ হয় আমি আরো বড়-রকম কিছু একটা করে বস্‌তাম।"

"না, না, সে এমন কিছু অন্যায় করেনি। তার ব্যবহারে আমি যে কতখানি ব্যথা পেতাম তা সে মোটে জান্‌তই না। আমি তাকে যেমন করে ভালবাস্‌তাম, সেও আমাকে তেম্‌নি করে ভালবাস্‌বে এও কি কথনো সম্ভব? আর আমার মত একটা নগণ্য কুড়োনো মেয়েকেই বা সে কি করে বিয়ে কর্‌তে পারে?"

মেনার্ড এ কথার আর কোনো উত্তর দিলেন না, নীরবে বসিয়া রহিলেন; নীরবতা ভঙ্গ করিয়া টিনা আবার বলিল, "আর আমি কি-রকম প্রতারণাটাই না করেছি। আমি যে কতখানি মন্দ তা কেউ জান্‌ত না। জ্যাঠামশায় জান্‌তেন না; তিনি আমায় আদর করে কত লক্ষ্মী সোনা বলে ডাক্‌তেন; উঃ, তিনি যদি জান্‌তেন, তবে না জানি আমায় কি মনে কর্‌তেন!"

"টিনা, আমাদের সকলেরই গোপন পাপ আছে; নিজেদের যদি ভাল করে চিন্‌তাম তবে পরস্পরকে আর আমরা এমন নিষ্ঠুরের মত বিচার কর্‌তাম না। এই দুঃখ পাওয়ার পর স্যর ক্রিষ্টফারও বুঝেছেন যে তিনি এতদিন বড় কঠিন ও বড় বিষম একগুঁয়ে ছিলেন।"

এই-রকম করিয়া—পাপ স্বীকার ও সান্ত্বনা-বাক্যের উত্তর প্রত্যুত্তরে —ঘণ্টাগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল, গভীর রাত্রির গাঢ় অন্ধকার কাটিয়া ক্রমে শেষরাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপন দিয়া গেল, তারপর উষার প্রথম সোনালি কিরণ-রেখা মেঘের ফাঁক দিয়া উঁকি দিয়া গেল। মিঃ গিল্‌ফিলের মনে হইতেছিল আজিকার এই রাত্রির দীর্ঘ জাগরণের মধ্য দিয়া যেন তাঁহার প্রেমের বাঁধন আরও দৃঢ় আরও পবিত্র হইয়া উঠিল; এ বন্ধন চিরদিনের মত একমাত্র টিনার দুয়ারেই তাঁহার হৃদয় বাঁধিয়া দিয়াছে, মানুষের যে সম্বন্ধ হৃদয়ের প্রীতি ও মমতার উপরই স্থাপিত তাহা এম্‌নি করিয়াই দৃঢ় হইয়া উঠে। স্মৃতি ও আশাকে আশ্রয় করিয়াই যে প্রেম বাঁচিয়া থাকে, প্রতি নূতন দিনের সুখ ও প্রতি নূতন রাত্রির দুঃখই তাহাকে নূতন খোরাক জোগাইয়া দেয়—চিরপুরাতন কথাই চিরদিন ধরিয়া শুনাইলেও এ প্রেমে শ্রান্তি আসে না, অভাবই বাড়িতে থাকে; এ প্রেমে বিচ্ছিন্ন আনন্দ ব্যথারই সৃষ্টি করে।

উষার আগমন জানাইয়া মোরগ ডাকিতে আরম্ভ করিল; বাহিরের দরজা শব্দ করিয়া খুলিয়া গেল। উঠানে মানুষের পায়ের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। মিঃ গিল্‌ফিল্‌ বুঝিলেন ডর্‌কাস উঠিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। শব্দগুলি বোধ হয় টিনাকেও একটু নাড়া দিয়াছিল, সে উদ্বিগ্নভাবে মেনার্ডের দিকে চাহিয়া বলিল, "মেনার্ড, তুমি কি চলে যাচ্ছ?"

"না, তুমি সেরে ওঠা পর্য্যন্ত আমি ক্যালামেই থাক্‌ব, তারপর তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।"

"না, না, সে বাড়ীতে আর না! আমি দীনহীন হয়ে থাক্‌ব, খেটে খাব, তবু আর সেখানে যাব না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, টিনামণির যা ইচ্ছা তাই হবে। কিন্তু লক্ষ্মীটি, এখন

একটু ঘুমোও। চুপটি করে একটু বিশ্রাম করতে চেষ্টা কর, তারপর অল্পে অল্পে বসতে পারবে। এত দুঃখেও ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন; তাঁর এ দানের অপব্যবহার করলে পাপ হবে। টিনা আমার লক্ষ্মী, তোমায় এ দানের মর্য্যাদা রাখতেই হবে;—একদিন ওদের খুকী বেশি তোমায় ফুল এনে দিয়েছিল, তুমি বেচারার দিকে ফিরেও তাকাওনি; এর পর যখন সে আসবে তখন নিশ্চয় তাকাবে, না টিনা?"

টিনা অতি ধীরভাবে ক্ষীণস্বরে বলিল, "চেষ্টা করব।" তারপর চোখ দুটি বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

এদিকে সূর্য্য দিক্‌চক্রবালের সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়া তাহার হাসিমাখা উজ্জ্বল আলোয় মেঘ দূর করিয়া দিল। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো যখন জানালার ভিতর দিয়া ঘরে ছড়াইয়া পড়িল, তখন টিনা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মেনার্ড অতি যত্নে ছোট হাতখানি নিজের হাতের মুঠার ভিতর হইতে সরাইয়া বিছানায় রাখিয়া ডরকাসকে সুখবর দিলেন। তাঁহার টিনা আবার সেই আগের টিনা হইয়া আসিতেছে, এই আনন্দে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া গ্রামের সরাইখানার দিকে চলিলেন।

যে-সকল স্মৃতির মধ্যে টিনা একেবারে ডুবিয়া ছিল, মেনার্ড আসিয়া স্বভাবতই সেই-সব স্মৃতির মধ্যে একটা নাড়া দিয়া গেল; তাহাকে দেখিয়াই টিনার মনে নিজের বেদনার কথা বলিবার একটা ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। হৃদয়ের ব্যথার ভাগ লইবার মত ব্যথার-ব্যথী জুটিলে এ রোগের নিবৃত্তি হইতে দেরি হয় না। কিন্তু টিনার শরীর এতই দুর্ব্বল, মন এতই আহত, যে, অত্যন্ত সস্নেহ হৃদয়ঢালা যত্ন না হইলে তাহার সারিয়া উঠা শক্ত।

মেনার্ড মনে করিলেন, এইবার স্তর ক্রিষ্টফার ও লেডি শেভারেলকে খবর দেওয়া দরকার; তারপর চিঠি লিখিয়া বোনকে এইখানে আনাইতে

হইবে, তাঁহার হাতে টিনার যত্নের ভার দেওয়াই ঠিক। টিনা যদি শেভারেল-প্রাসাদে ফিরিয়া যাইতেও চাহিত, তাহা হইলেও এ সময়ে সে-বাড়ীতে বাস তাহার হৃদয়-মনের অবস্থার পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেখানকার প্রত্যেক দৃশ্য প্রত্যেক জিনিসই তাহার হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে জড়িত; সে বেদনার এখনও কিছুমাত্র উপশম হয় নাই; দুঃখস্মৃতির অত আঘাত তাহাতে সহিবে না। মেনার্ডের স্নিগ্ধহৃদয়া শান্ত বোনটির সঙ্গে কিছুদিন বাস করিলে, তাহার শান্তিময় গৃহে তাহার আনন্দমূর্ত্তি শিশুটিকে লইয়া কিছু দিন কাটাইলে টিনা হয়ত আবার নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিতে পারে; হয়ত ইহাতে তাহার দুর্ব্বল দেহ এ বিষম আঘাতের ফল হইতে খানিকটাও সরিয়া যাইতে পারে। চিঠিপত্র লিখিয়া, তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়া মেনার্ড আবার ঘোড়ায় চড়িয়া শ্লপেটারের পথে চলিলেন;—সেখানে চিঠি ডাকে দিয়া, এমন একটি চিকিৎসকের সন্ধানে যাইতে হইবে যাহাকে টিনার অবস্থার মানসিক কারণগুলিও খুলিয়া বলা চলে।

কুড়ির পরিচ্ছেদ।

এক সপ্তাহের মধ্যেই বেশ একখানা ভাল গাড়ী করিয়া টিনাকে লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে যত্ন করিবার জন্য রহিলেন মিঃ গিল্‌ফিল্‌ ও তাঁহার ভগিনী মিসেস হেরন। মিঃ গিল্‌ফিলের বোনটির স্নিগ্ধ নীল চোখ-দুটির দৃষ্টিতে ও কোমল ব্যবহারে টিনার আহত হৃদয় জুড়াইয়া যাইত। নিজের বোনের মত তাঁহার সহজ ব্যবহারটি টিনার চোখে আরও মধুর আরও নূতন ঠেকিত। সেই ব্যবহারে ছোটবড়র কোনো ভেদ নাই। লেডি শেভারেলের প্রভুত্বব্যঞ্জক সদয় ব্যবহারের কাছে টিনা কেমন যেন আড়ষ্ট ও ভীত হইয়া থাকিত। তাঁহার ব্যবহারে আদর-সোহাগের চিহ্নও ছিল না। বড় বোনের মত এই যে একটি স্নিগ্ধহৃদয়া তরুণী তাহারি চারিদিকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া আদরে যত্নে তাহাকে ঘিরিয়া রাখিতেন, স্নেহমাখা স্বরে মৃদু গলায় কথা বলিতেন, ইহার মাধুর্য্য টিনার কাছে যেমন নূতন তেমনি লোভনীয়।

টিনার শরীর ও মনের অবস্থা তখন অত্যন্ত সন্দেহজনক; পদ্মপত্রের জলবিন্দুর মতই অস্থির; তখনই কেমন একটা আনন্দে মেনার্ডের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত; টিনার এ অবস্থাতেও সুখী হওয়াতে মেনার্ড নিজেই নিজের উপর চটিয়া উঠিতেন। কিন্তু টিনাকে সকল বিপদের হাত হইতে সরাইয়া ঘিরিয়া রাখার এই যে নূতন আনন্দ, প্রতিদিনের প্রতি ঘণ্টা তাহারই সঙ্গে কাটানর যে সুখ, তাহার আরামের জন্য সকল খুঁটিনাটি কাজ করায় যে তৃপ্তি, তাহার চোখের দৃষ্টিতে এ জীবনের প্রতি এতটুকু আগ্রহের সন্ধান পাইলে যে উল্লাস, তাহাতে কি আর দুঃখ-ভয়ের জন্য এতটুকু স্থান ছিল!

তৃতীয় দিনে গাড়ী গিয়া ফক্সহল্মের পুরোহিতের বাড়ীর দরজায় থামিল। পাদ্রী আর্থার হেরন তাঁহার পত্নী লুসীকে সম্ভাষণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাত ধরিয়া একটি বছরপাঁচের বলিষ্ঠ ছেলে। ছেলেটির একমাথা সোনালি চুল, হাতে ছোট একটা শিকারের ছড়ি।

ঐ বাড়ীর সাম্‌নের মাঠটির মত সমান করিয়া ছাঁটা পরিষ্কার মাঠ প্রায় দেখা যায় না, পথগুলিও ঝাঁটপাট দিয়া ঝক্‌ঝকে করা, গেটের খিলানের উপর দোলানো লতার মালাটিও দেখিবার মত। ছোট একটি সবুজ পাহাড়ের চূড়ার উপর গ্রামের গির্জ্জা; দূরে গ্রামখানি দেখা যায়, অর্দ্ধপথে পুরোহিতের বাড়ী, অসংখ্য গাছের আড়ালে পাখীর বাসার মত লুকাইয়া আছে; গ্রামের মাঝে মাঝে গোচারণের বড় বড় মাঠ; আশে-পাশে ঝোপ আর বড় বড় গাছ ছায়া করিয়া আছে, আজিও কৃষির উন্নতির কোপে পড়িয়া নির্ম্মূল হয় নাই।

প্রশস্ত বৈঠকখানা-ঘরখানার চিম্‌নীতে ও টিনার গোলাপী-রং-করা শুইবার-ঘরের চিম্‌নীতে আগুন জ্বলিতেছিল। ছোট ঘরখানির মুখ সমাধিক্ষেত্রের দিকে নয়, এক কৃষকের গোলাবাড়ীর দিকে; টিনার জন্য বাছিয়া সেইজন্য এই ঘরখানাই ঠিক করা হইয়াছে। ঘরের জানালা দিয়া চাষাবাড়ীর সারি সারি মৌচাক, গোয়ালভরা সুপুষ্ট গরুবাছুর, ও কার্য্যতৎপর বলিষ্ঠ কৃষকদের কাজকর্ম্ম দেখা যায়। মিসেস হেরন নিজের বুদ্ধিতেই বিচার করিয়া স্বামীকে টিনার জন্য এই ঘরখানা ঠিক করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। কুসুমকুঞ্জে পাপিয়ার গানের চেয়ে কৃষকের প্রাঙ্গণে পালিত পশুপক্ষীর স্বচ্ছন্দ বিচরণই অনেক সময় ব্যথিত হৃদয়ে বেশী শান্তি দেয়। চাষার বাড়ীর অনাদৃত কুকুর-বিড়ালের উচ্ছ্বাসহীন সহজ আনন্দের মধ্যে, সেখানকার শান্ত ঘোড়াগরুর কদর্য্য কাদাজল পানের তৃপ্তির মধ্যেই কেমন যেন একটা স্নিগ্ধতার আবেশ মাখানো।

এই নিভৃত নির্জ্জন বাড়ীখানিতে আরামের অভাব নাই, কিন্তু শেভারেল-প্রাসাদের আড়ম্বরের যথেষ্টই অভাব আছে। এই শান্তিময় গৃহে কিছুদিন থাকিলে যে টিনা অতীতের সে-সব বেদনাময় স্মৃতির কবল হইতে ধীরে ধীরে উদ্ধার পাইতেও পারে, মিঃ গিল্‌ফিলের এ আশা কিছু অনুচিত নয়। তাহার মনশ্চক্ষের সাম্‌নে যদি সে-সব অতীত দৃশ্যের ছায়া আর হানা-বাড়ীর ভূতের মত অমন করিয়া ঘুরিয়া না বেড়ায় তবে হয়ত তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অবসাদও আস্তে-আস্তে কাটিয়া যাইবে। মেনার্ডের ইচ্ছা টিনার সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্তক্ষণ থাকেন, কাজেই মিঃ হেরনের সহকারীর সঙ্গে কাজটা বদল করিয়া লইয়া সে সুবিধাটাও করিয়া ফেলা দর্‌কার। আজকাল টিনা যেন তাঁহার সঙ্গটাই পছন্দ করে, তাঁহার ফিরিবার সময় হইলে উদ্বিগ্নভাবে চাহিয়া থাকে; কথা অবশ্য সে তাঁহার সঙ্গে খুব কমই বলে, কিন্তু তিনি যখন তাঁহার বড় হাতদুখানির আশ্রয়ের মধ্যে সযত্নে তাহার ছোট হাতখানি ঘিরিয়া তাহার পাশে বসিয়া থাকেন তখনই টিনার মুখে গভীর তৃপ্তির ভাব ফুটিয়া উঠে। কিন্তু পাঁচ বছরের ক্ষুদে ছেলে অজিই ছিল তাহার সকলের চেয়ে উপকারী সঙ্গী। মামার চেহারার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার বাল্য-স্বভাবও সে উত্তরাধিকার-সূত্রে খানিকটা পাইয়াছিল। বাড়ীতে একটা চিড়িয়াখানা খুলিয়া বসিবার তাহার খুবই সখ; আর তাহার শুয়র-ছানা, কাঠ্‌বিড়ালী, পায়রা প্রভৃতির সুখ-দুঃখের খবরে টিনার সহানুভূতি আদায় না করিয়া সে ছাড়িত না। এই শিশুর সঙ্গে খেলায় মাতিয়া টিনা মাঝে মাঝে তাহার এ দুঃখ-শোকের আঁধার দেশ ছাড়াইয়া নিজের শৈশবের সেই সুখের রাজ্যে গিয়া পৌঁছিত। অজির খেলার ঘরে বসিয়া এই শীতের দিনের কত নিরানন্দ ঘণ্টাই সে স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিত।

মিসেস হেরন গায়িকা ছিলেন না, তাই তাঁহার বাদ্যযন্ত্রও ছিল

না; কিন্তু টিনার মনে যদি আবার কোনো দিন সঙ্গীতের ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে, তবে হয়ত সে বাজ্‌নার দিকে নজর দিতে পারে, এই ক্ষীণ আশাতেই মিঃ গিল্‌ফিল্‌ কোথা হইতে একটি ছোট বাজ্‌না আনিয়া বসিবার ঘরে খুলিয়া ঠিকঠাক করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। শীতকাল প্রায় অবসান হইয়া আসিল, কিন্তু মিঃ গিল্‌ফিলের আশা পূর্ণ হইবার কোনো সম্ভাবনা দেখা দিল না। এতদিনে টিনার মধ্যে যেটুকু সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে, তাহাতে কোনো কাজে উৎসাহ কি তৎপরতার কিছু চিহ্ন দেখা যায় নাই; নীরবে সব কাজে সায় দিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে সকলের বেশী কাজ। মাঝে মাঝে অজির নানা খেয়ালে সায় দেওয়া, একটু কৃতজ্ঞ হাসি হাসা, আর তাহার প্রতি সকলের এত যত্নের দিকে একটু নজর দেওয়া, ইহার উপরে সে এখনও উঠিতে পারে নাই। কখনো কখনো সেলাই ধরণের কিছু একটা হাতে করিয়া বসিত, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া তাহার উপর দৃষ্টি দিয়া পড়িয়া থাকিবার ক্ষমতাও তাহার বেশীক্ষণ থাকিত না, আঙুলগুলি কখন্‌ আপনা হইতেই খসিয়া আসিত আর টিনা যেন কিসের স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িত।

সেদিন সূর্য্যের আলোয় যেন বসন্তের রঙীন নিশান দেখা দিয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ কটা দিন সেবার শীতের হাত ছাড়া। মেনার্ড ও অজির সঙ্গে বাগানে তুষারশুভ্র ফুলের বাহার দেখিয়া দেখিয়া টিনা তখন শ্রান্ত হইয়া একটা সোফায় বিশ্রাম করিতেছিল। অজি ঘরের চারিধারে কিছু একটা নিষিদ্ধ আনন্দের সন্ধানে ঘুরিতে ব্যস্ত। হঠাৎ ঘরের কোণে বাজ্‌নাটার উপর চোখ পড়াতে সে হাতের ছড়িটা দিয়া তাহার খাদের চাবির উপর এক ঘা দিয়া দিল।

টিনার শরীরের ভিতর দিয়া যেন একটা সুরের প্রবাহ বিদ্যুৎবেগে

খেলিয়া গেল ; আজ এই মুহূর্ত্তে যেন তাহার মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইতেছিল ; আজ এত দিনে যেন সে তাহার শূন্য জীবন পূর্ণ করিতে একটা গভীর কিছুর সন্ধান পাইল। টিনা ফিরিয়া বাজ্‌নাটার দিকে চাহিয়া উঠিয়া সেই দিকে চলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার হাত আবার সেই পুরানো ভঙ্গীতে সুরের ধ্বনি জাগাইয়া তুলিল ; আজ তাহার প্রাণ আবার তাহার নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইল। মরুভূমিতে পড়িয়া যে পদ্ম শুষ্ক ম্লান হইয়াছিল, আজ সে জলধারায় স্নান করিয়া জলের বুকে রূপের হাট খুলিয়াছে।

মেনার্ড মনে মনে বলিলেন, ধন্য ভগবান! আজ এতদিনে টিনার মনে একটা কাজে আগ্রহ আসিয়াছে, তবে আজ আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে।

ক্রমে বাজ্‌নার সঙ্গে-সঙ্গে টিনার সুকণ্ঠ অতি ধীরে জলধারার স্বরের মত আসিয়া মিশিল। তারপর বাজ্‌নার স্বর কোথায় মিলাইয়া গেল, টিনার হৃদয়ঢালা গানে আর-সব স্বর ডুবিয়া গেল। খোকা অজি তাহার "টিন-টিনে"র এই নূতন শক্তির বিকাশ দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে নিস্তব্ধ। সে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এতদিন তাহার ধারণা ছিল, তাহার এ খেলার সাথীটি নিতান্তই বোকা, তাহাকে অনেক বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া দর্‌কার। আজ যে হঠাৎ সব উল্টাইয়া গেল। তাহার দুধ খাইবার বাটির ভিতর হইতে হঠাৎ পাখা মেলিয়া একটা জুজুবুড়ী উড়িয়া আসিলেও সে এত আশ্চর্য্য হইত না।

টিনার দুঃখের দিনের প্রথম দর্শনের সময় সেই যে গানটি সে গাহিত, আজও সে সেইটিই গাহিতেছিল। স্তর ক্রিষ্টফারের সেই অতিপ্রিয় গানটি! গানের প্রতি সুর যেন টিনার জীবনের সব মধুমাখা

স্মৃতি বহিয়া আনিতেছিল। যে সুখের দিনে শেভারেল-প্রাসাদ তাহার কাছে আনন্দ-নিকেতন ছিল, তাহারই স্মৃতিতে এ গান পরিপূর্ণ। তাহার কৈশোর আজ তাহাদের দীর্ঘদিনের সুখসম্ভার লইয়া তাহার দুদিনের দুঃখ শোক আড়াল করিয়া ন্যায্য অধিকারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

টিনা গান শেষ করিতে তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। এ বাড়ীতে আসার পর তাহার চোখে আজ প্রথম জল দেখা দিল। মেনার্ড আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া গিয়া একখানা হাত বাড়াইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া তাহার কালো চুলের উপর একটি চুম্বন আঁকিয়া দিলেন। টিনা তাহার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া নিজের ছোট মুখখানি মেনার্ডের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

কোমল বেষ্টনে কাহাকেও না বাঁধিয়া আশ্রয়হীনা লতা বাঁচে কি করিয়া? তাই এ তরুণ প্রাণটি সঙ্গীতে নূতন জন্ম লাভ করিয়া প্রেমেও নূতন জীবন পাইল।

একুশের পরিচ্ছেদ।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে ফক্সহল্‌ম্ গ্রামের গির্জ্জার দরজায় সারা-গ্রামের লোক যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সেদিন গ্রামের লোকে একটা দেখিবার মত কিছু দেখিয়াছিল বটে। গির্জ্জার খিলান-দেওয়া দরজার ভিতর দিয়া সেদিন সকালে যখন মেনার্ড গিল্‌ফিল্ হাসিমুখে টিনার হাতখানি ধরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, তখন তাঁহার আনন্দে যেন আকাশে বাতাসেও আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কচি-ঘাসের পাতায় পাতায় সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো শিশিরকণাগুলিকে হীরার মত ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিয়াছিল। বাতাস সেদিন মৌমাছির গুঞ্জন আর পাখীর কাকলিতে যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। গির্জ্জার ঘণ্টা যে সেদিন কেন ভোর না হইতেই আনন্দে অবিশ্রাম বাজিয়া চলিয়াছে তাহাই জানিবার জন্য আশেপাশের যত গাছপালা ফুলের হাট খুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। টিনার ছোট মুখখানি সেদিনও কেমন বিবর্ণ; কি একটা গোপন বেদনার ছায়া মুখখানা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বিদায়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে প্রিয়জনদের সঙ্গে যে শেষ উৎসবে বসিয়াছে, যাত্রার আহ্বানধ্বনির জন্য যে কান পাতিয়া আছে, তাহারই মত বিষাদে মলিন টিনার মুখখানি। কিন্তু তাহার হাত্‌খানা মেনার্ডের হাতের উপর অনুরাগভরে লতাইয়া আছে, তাহার কালো চোখদুটির কোমলদৃষ্টিও মেনার্ডের নত চোখের দৃষ্টিকে প্রেমভরে বরণ করিয়া লইতেছে।

বরকনের সঙ্গে মিতকনের দল ছিল না। কেবল সুন্দরী মিসেস হেরন ফক্সহল্‌মে নবাগত এক তরুণ যুবার হাতের উপর ভর দিয়া পিছন

পিছন আসিতেছিলেন। মায়ের হাত ধরিয়া অজিও মহা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছিল; কিন্তু নূতন পোষাক ও টুপির আনন্দ তাহার যত না হউক, সে যে টিন-টিনের বিয়েতে মিতবর হইয়াছে, কল্পনার এই আনন্দেই সে ভরপুর।

সকলের শেষে যে দুইজন আসিতেছিলেন, বরকনের চেয়ে তাঁহাদের উপরেই গ্রামের লোকের নজর পড়িয়াছিল বেশী। সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধটির তীক্ষ্নদৃষ্টির সাম্‌নে সকল পাপীর দৃষ্টিই নত হইয়া আসে, আর তাঁহার সঙ্গিনীর নীল-পোষাকপরা মোহিনীমূর্ত্তি দেখিলে রাজরাজেশ্বরী বলিয়া ভ্রম হয়।

লাঠির উপর সমস্ত শরীরের ভরটা দিয়া মাথাটা বড় বেশীরকম এক-পেশে করিয়া তরুণ-সম্প্রদায়ের তীক্ষ্ণ সমালোচক বুড়ো ফোর্ড বলিল, "হ্যাঁ, একেই বলে চেহারা, যেন ছবিটি। আজকালকার ছেলেগুলো যেন সব ননীগোপাল! দূর থেকে দেখায় বটে ভাল, তবে আখেরে কাজ দেয় না গো, দেয় না। বুড়ো বয়স অবধি স্যর ক্রিষ্টফারের মত খাড়া হয়ে কাটিয়ে যাবে, এমন একটি এখন খুঁজ্‌লে মিল্‌বে না।" বুড়ো ফোর্ড যুবকদের আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে।

আর-এক বুড়ো বলিল, "দেখ, ঐ যে ছোকরা পাদ্রীর গিন্নির সঙ্গে চলেছে, ও স্যর ক্রিষ্টফারের ছেলে না হয়ে যায়ই না। বল ত আমি পাঁচটাকা বাজি ফেল্‌ছি!"

"না হে বোকারাম, অত বড়াই করে আর বাজি ফেল্‌তে হবে না, ও ছেলে-টেলে নয়। জমিদারের ভাগ্নে, এই-সব বিষয় সম্পত্তি ওই পাবে। ওগাঁয়ের গাড়োয়ান আমায় বল্‌লে, বুড়োর এর চেয়ে অনেক সুন্দর আর-এক ভাগ্নে ছিল, সন্ন্যাস রোগে ছেলেটা হঠাৎ মরে গেল কি না, তাই এ ছোক্‌রা কপাল-জোরে তার ঠাঁই জুড়ে বসেছে।"

গির্জ্জার গেটের কাছে বরকনের সুলক্ষণের জন্য মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইবে বলিয়া মালী মিঃ বেট্স্ দাঁড়াইয়া ছিল। টিনিমণির সুখের সংসার দেখিবার জন্যই সে শেভারেল-প্রাসাদ হইতে এত পথ আসিয়াছে। আনন্দটা তাহার পুরোমাত্রাতেই হইত যদি সে বাড়ীর বাগানের ফুল দিয়া স্বহস্তে বিবাহ-সভার তোড়াগুলি বাঁধিয়া দিতে পারিত। এ গ্রামের তোড়া তাহার মনে ধরে নাই।

বরকনে কাছে আসিতেই বৃদ্ধ মালী বলিয়া উঠিল, "ভগবান তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, চিরসুখী হয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে থাক।" কথাগুলি বলিতে তাহার গলাটা কাঁপিয়া গেল।

মিষ্টি মিহিসুরে উত্তর হইল, "ধন্যবাদ, বেট্স্কাকা—টিনাকে চিরদিন মনে রেখো।" বুড়ো বেট্সের কানে এ স্বর জীবনে তারপর আর কোন দিন আসে নাই।

নবদম্পতি বিবাহের পর খানিক ঘুরিয়া শেপার্টনে যাইবেন; কয়েক মাস হইল মিঃ গিল্ফিল্ সেখানকার পুরোহিতের পদ পাইয়াছেন। মেনার্ডের বাল্যসুহৃৎ ওল্ডিনপোর্ট-পরিবারের কোনো উপকারী বন্ধুর অনুগ্রহেই এই ছোট গ্রামখানির কাজ তিনি পাইয়াছেন। শেভারেল-প্রাসাদ হইতে দূরে টিনাকে লইয়া যাইবার উপযুক্ত এমন একটি গৃহ যে এত সহজেই আপনা হইতে জুটিয়া গিয়াছে ইহাতে স্যর ক্রিষ্টফার ও মেনার্ড উভয়েই খুব আনন্দিত। টিনার দুর্ব্বল শরীরে সামান্য উত্তেজনাতে এত অপকার হইতে পারে যে তাহাকে তাহার সে দুঃখস্মৃতিময় গৃহে আর দ্বিতীয়বার লইয়া যাওয়া তাঁহারা নিরাপদ মনে করেন না। দুই এক বৎসর পরে প্রাসাদের কাছের গ্রামের পাদ্রী বুড়ো ক্রিচলি বাতের রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলে এবং ততদিনে টিনার কোলে একটি শিশুর আবির্ভাব হইলে মেনার্ড তাহাকে নিরাপদে সে গ্রামে লইয়া গিয়া সংসার

পাতিতে পারেন। শেভারেল-প্রাসাদের দালানে ও বাগানে আর-এক জোড়া নূতন কালো চোখের আনন্দবিহার দেখিয়া টিনার মনেও হয়ত তখন তৃপ্তি ও আনন্দ ছাড়া আর কোনো ভাবের উদয় হইবে না। মা কোনো দুঃখস্মৃতির ভয় করে না—খুকুর হাসির আলোয় তাহার সকল আঁধার কাটিয়া যায়।

এই আশায় বুক বাঁধিয়া আর টিনার একান্ত নির্ভরশীল প্রেমের আনন্দে পুলকিত হইয়া মেনার্ড কয়েক মাস পরিপূর্ণ সুখের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। টিনা যে এখন কেবল তাঁহারই অনুরাগের কাছে তাহার হৃদয় মন সঁপিয়া দিয়াছে, কেবল তাঁহারই জন্য সে এ জীবনকে আবার মধুময় রূপে দেখিতেছে! শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া স্বভাবতই তাহার এখনও সে অবসাদের ভাব ঘুচে নাই, কোনো কাজে আগ্রহও দেখা দেয় নাই; তবে তাহার আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় মেনার্ডের মনে আশা জাগিয়াছে, হয়ত ইহার পর আবার সব তেমনি আগের মত সুন্দর হইয়া উঠিবে।

কিন্তু ক্ষীণ লতিকার অঙ্গে আঘাত যে বড় গভীর হইয়াছিল। তাই পুষ্পগুচ্ছকে জন্ম দিবার প্রয়াসে সে আপনার প্রাণ হারাইয়া বসিল।

টিনার দিন ফুরাইয়া গেল, মেনার্ড গিল্‌ফিলের হৃদয়ভরা প্রেমও তাহারই সঙ্গে-সঙ্গে চিরদিনের মত নীরব হইয়া সেই অজানা লোকে চলিয়া গেল।

শেষ কথা

শেপার্টন গ্রামের সেই নির্জ্জন ঘরখানিতে আগুনের ধারে একলা যে বৃদ্ধ জরাজীর্ণ দেহ ও পক্ককেশ লইয়া বসিয়া থাকিতেন, এই সেই বৃদ্ধ মিঃ গিল্‌ফিলের সুদূর অতীতের প্রণয়-কথা। মাথা-ভরা কোঁকড়া চুল, হৃদয়-ভরা প্রেমের উচ্ছাস, তরুণ জীবনের গভীর বেদনা, ইহার কোনোটাই শুভ্র বিরল কেশ, বৈরাগ্যময় তৃপ্তি ও বার্দ্ধক্যের সকল-আশা-হরা শান্তির সঙ্গে খাপ খায় না বটে, কিন্তু এসব একই জীবনপথের নানা দৃশ্য। ভোরের বেলা শস্যক্ষেত্রে কিশোরী কৃষকবালার মন-মাতান গান শুনিয়া পথিক ত সেই দিনের যাত্রার শেষেই সন্ধ্যায় শ্মশানের অন্ধকারে বিভীষিকাময় মৃত্যুর রূপ দেখিতে পারে।

যাঁহারা কেবল এই পক্ককেশ বৃদ্ধকে ঘোড়ার পিঠে মন্থরগতিতে সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেই দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত যে ইনিই এককালে প্রেমে অনুরাগে হৃদয় পূর্ণ করিয়া ক্যালামের পথে তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়াছিলেন। এই কটুভাষী গ্রাম্যরুচি কৃপণ বৃদ্ধই যে এককালে প্রেমের সকল গভীর রহস্যের সন্ধান রাখিতেন, বিরহের বেদনায় দিবারাত্রি পুড়িতেন আর মিলনের আনন্দালোকের সুখস্পর্শে পুলকিত হইতেন তাহাই বা কে বিশ্বাস করিবে? বাস্তবিকই বৃদ্ধবয়সের সেই মিঃ গিল্‌ফিলের মধ্যে মানব-প্রকৃতির নীরস-গ্রন্থিময়-দিকটার যতখানি দেখা দিয়াছিল, তরুণ মেনার্ডের সরলদৃষ্টির মধ্যে বোধ হয় তাহার এককণারও আভাস মেলে নাই। এ বিষয়ে মানুষ তরুলতারই জাতভাই। বৃক্ষ তাহার যে সরস সতেজ শাখাগুলিকে

নবীন যৌবনের সমস্ত মাধুরী দিয়া প্রাণবান করিয়া তুলিতেছিল তুমি যদি নিষ্ঠুর আঘাতে সেগুলিকে তাহার বুক হইতে ছিঁড়িয়া লও, তবে তাহার ক্ষতস্থান শুষ্ক কঠিন গ্রন্থিময়ই হইয়া উঠিবে; যে বৃক্ষ হাজার বাহু মেলিয়া ছায়ায় ধরণীকে শীতল করিতে পারিত, কঠিন আঘাতের ফলেই আজ সে একটা অদ্ভুতমূর্ত্তি বিসদৃশ গুঁড়িমাত্র। মানুষের অনেক বিরক্তিকর দোষ, অনেক অশোভন ব্যবহারই কঠিন দুঃখের ফল। বনফুলের মত অজস্র সৌন্দর্য্য যখন মানুষের মনে বিকশিত হইয়া উঠে, সেই নবীন বয়সে নিষ্ঠুর বেদনার ঘায়ে তাহার হৃদয়খানিকে দলিত করিয়া দিয়াই রুদ্র দেবতা ইহাদের সৃষ্টি করেন। কত ভ্রান্ত মানুষের পথের ভুল দেখিয়া আমরা নিন্দায় তাহাদের জর্জ্জরিত করিয়া তুলি; কিন্তু দুঃখই যে তাহাদের অন্ধ কি পঙ্গু করিয়া দেয় নাই তা আমাদের কে বলিবে?

এই বৃদ্ধ পুরোহিতের স্বভাবেও নীরস গ্রন্থির অভাব ছিল না, কিন্তু প্রকৃতি দেবী যখন সৃষ্টির শুধু নক্সা করিয়া রাখিয়াছিলেন তখন সেটা ছিল উন্নত বিপুল বটবৃক্ষের আদর্শেই। হৃদয় তাহার খাঁটিই ছিল, কাঠামোটাও নির্দ্দোষ। একমাথা পাকাচুল লইয়া এই যে বৃদ্ধ শিশুদের খোঁজে সর্ব্বদা মিঠাই মণ্ডা লইয়া ঘুরিতেন, বিলাসী ধনীদের অনাচারের বিরুদ্ধে যাঁহার রসনা কেবলি বাণ বর্ষণ করিত, যিনি সকলের সঙ্গে একাসনে বসিয়া তামাক খাইয়া আর গল্পগুজব করিয়াও একদিনের জন্যও তাহাদের কাছে সম্মান হারান নাই, তাঁহার মধ্যে এই বয়সেও প্রধান হইয়া ছিল সেই সাহসী বিশ্বাসী কোমল তরুণ হৃদয়টি, যে হৃদয় তাহার প্রথম ও শেষ প্রেয়সী টিনার প্রেমেই তাহার নবীন প্রাণের যাহা কিছু সুন্দর ও সতেজ সমস্ত নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়াছিল।